Contents

হাদীসের পরিভাষা

মূল

ড. মুহাম্মদ আত্-তাহ্হান

অনুবাদ

ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

হাদীসের পরিভাষা

(তাইসীরু মুসতালাহ্ আল-হাদীস)

মূল

ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান

অনুবাদ

ড. মুহাম্মদ জামালউদ্দিন

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.waytojannah.com

হাদীসের পরিভাষা

মূল : ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান
অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ জামালউদ্দিন
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২২৪
অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৩৫২
ইফা প্রকাশনা : ২৪৯৫
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪
ISBN : 984-06-1267-X
গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১০
কার্তিক ১৪১৭
জিলক্বদ ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নূরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ অংকন : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৪০ টাকা মাত্র

HADISAR PORIVASA : (Terminology of Hadith) : Written by Dr. Mahmud At-Tahhan, translated by Dr. Muhammad Jamaluddin into Bangla and published by Director, Translation and compilation Department. Islamic Foundation, Agargaon. Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394
October 2010

Website : www.islamicfoundation.bd.org
E-mail : Islamicfoundationbd@yahoo.com

www.waytojannah.com

সূচিপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা			
আল্-মুকাদ্দিমাহ্	:	ইল্‌মে মুস্‌তালাহ্ ও এর ওপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী [ইল্‌মে মুস্‌তালাহ্ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তার বিভিন্ন স্তর, হাদীসের পরিভাষার ওপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী, প্রাথমিক ধারণা।]	১১
প্রথম অধ্যায়	:	খবর	১৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	সনদের মানদণ্ডে খবরের প্রকারভেদ	১৯
প্রথম পাঠ	:	খবরে মুতাওয়াতির	১৯
দ্বিতীয় পাঠ	:	খবরে আহাদ [মাশহুর, আযীয, গারীব] সবল ও দুর্বল হিসেবে খবরে আহাদ এর প্রকারভেদ	২২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	খবরে মাকবূল	৩১
প্রথম পাঠ	:	মাকবূল এর প্রকারভেদ [সহীহ্, হাসান, সহীহ্ লি-গাইরিহী, হাসান লি-গাইরিহী, কারীনার ভিত্তিতে খবরে আহাদ-এর গ্রহণযোগ্যতা]	৩১
দ্বিতীয় পাঠ	:	আমল হিসেবে খবরে মাকবূল-এর প্রকারভেদ [মুহ্‌কাম ও মুখতালিফ হাদীস, নাসিখ মানসূখ হাদীস]	৫০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	খবরে মারদূদ খবরে মারদূদ-এর কারণসমূহ	৫৬
প্রথম পাঠ	:	যঈফ	৫৭
দ্বিতীয় পাঠ	:	সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মারদূদ [মুআল্লাক, মুর্‌সাল, মু'দাল, মুনকাতি, মুদাল্লাস, মুরসালে খাফী, মুআন্ আন ও মুআন্‌নান]	৬০
তৃতীয় পাঠ	:	রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে মারদূদ [মাওযূ, মাত্‌রূক, মুন্‌কার, মা'রূফ, মুআল্লাল, সিকাহ্ রাবীর বিরোধিতা করা, মুদরাজ, মাক্‌লূব, মুত্তাসিল সনদের মধ্যে সংযোজন, মুয্‌তারিব, মুসাহ্‌হাফ, শায	৭৯

www.waytojannah.com

ও মাহফূয, রাবী অপরিচিত হওয়া, বিদআত, সূউল হিফ্য]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মাকবূল ও মারদূদ এর মধ্যে সম্পর্কযুক্ত খবর ১১৫

প্রথম পাঠ : সনদের শেষাংশ হিসেবে খবর-এর প্রকারভেদ ১১৫
[হাদীসে কুদসী, মারফূ', মাওকূফ, মাকতূ]

দ্বিতীয় পাঠ : মাকবূল ও মারদূদ–এর মধ্যে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য রিওয়ায়াত [মুস্নাদ, মুত্তাসিল, সিকাহ্ রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা, ই'তিবার, মুতাবি ও শাহিদ] ১২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : গ্রহণযোগ্য রাবীর গুণাবলী এবং জারহ ও তা'দীল সম্পর্কে পর্যালোচনা ১৩৫

প্রথম পাঠ : রাবী এবং তাঁর গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী ১৩৫

দ্বিতীয় পাঠ : জারহ ও তা'দীল-এর বিভিন্ন স্তর ১৪১

তৃতীয় অধ্যায় : রিওয়ায়াত ও তার আদাব এবং হাদীস সংরক্ষণ পদ্ধতি ১৪৬

প্রথম পরিচ্ছেদ : রিওয়ায়াত সংরক্ষণ ও হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি ১৪৬

প্রথম পাঠ : হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি ১৪৬

দ্বিতীয় পাঠ : হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি ও তার বর্ণনার শব্দাবলী ১৪৮

তৃতীয় পাঠ : হাদীস লিখন, সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন ১৫৬

চতুর্থ পাঠ : হাদীস রিওয়ায়াতের পদ্ধতি ১৬১

গারীবুল হাদীস ১৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রিওয়ায়াতের আদাব ১৬৬

প্রথম পাঠ : মুহাদ্দিস-এর আদাব বা গুণাবলী ১৬৬

দ্বিতীয় পাঠ : হাদীস শিক্ষার্থীর আদাব বা গুণাবলী ১৬৮

চতুর্থ অধ্যায় : সনদ সম্পর্কীয় বিষয়াদি ১৭০

প্রথম পরিচ্ছেদ : সনদের সূক্ষ্ম বিষয়াদি ১৭০
[সনদে 'আলী ও নাযিল, মুসালসাল, বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের রিওয়ায়াত, পুত্র থেকে পিতার রিওয়ায়াত, পিতা থেকে পুত্রের রিওয়ায়াত, সমবয়সীদের পরস্পরের রিওয়ায়াত, সাবিক ও লাহিক]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাবীগণের পরিচয় ১৮৫
[সাহাবীগণের পরিচয়, তাবিঈগণের পরিচয়, ভাই-বোনদের পরিচয়, মুত্তাফিক ও মুফতারিক, মু'তালিফ ও মুখতালিফ, মুতাশাবিহ-এর পরিচয়,

www.waytojannah.com

[পাঁচ]

মুহমাল-এর পরিচয়, মুবহামাত-এর পরিচয়, উহ্‌দান-এর পরিচয়, একাধিক নাম অথবা গুণসম্পন্ন রাবীর পরিচয়, একক নাম, উপনাম ও লকব-এর পরিচয়, উপনামে প্রসিদ্ধ রাবীগণের পরিচয়, লকব-এর পরিচয়, পিতা ছাড়া অন্যের সাথে সম্পৃক্ত রাবীগণের পরিচয়, প্রকাশ্যের পরিপন্থি নসব-এর পরিচয়, তাওয়ারীখুর-রুওয়াত বা রাবীগণের জীবন বৃত্তান্ত, ত্রুটি দেখা দিয়েছে এমন সিকাহ্ রাবীগণের পরিচয়, আলিম ও রাবীগণের বিভিন্ন স্তরের পরিচয়, আযাদকৃত রাবী এবং আলিমগণের পরিচয়, সিকাহ্ ও দুর্বল রাবীগণের পরিচয়, রাবীগণের জন্মস্থান ও দেশের পরিচয়।]

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত ইলমে হাদীসের পরিভাষাসমূহ।]

www.waytojannah.com

প্রকাশকের কথা

মহান আল্লাহর বাণী আল-কুরআন এবং মহানবী (সা)-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদন তথা সুন্নাহই হচ্ছে মুসলিম জীবনের চলার পাথেয়। জীবনের চলার পথে একজন মুসলমান তাই যে কোন সমস্যার সমাধান সন্ধান করেন পবিত্র কুরআন এবং মহান রাসূলের পথ-নির্দেশনার মাঝে। পবিত্র কুরআন হলো নীতি নির্ধারক, আর রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ হলো এর সঠিক বাস্তবায়নের পন্থা। যে কাজ রাসূল (সা) যেভাবে করে দেখিয়েছেন, যেভাবে সাহাবা কিরাম (রা)-কে করতে নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা সাহাবা কিরামের যে সমস্ত কাজকে তিনি মৌন অথবা সরব সম্মতিদান করেছেন, তারই নাম হলো সুন্নাহ-যা মুসলিম উন্মাহর জন্য অবশ্য পালনীয়।

আল্লাহ্-রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী ও সুবিধাবাদী মানুষের কমতি ছিল না কোন যুগেই। হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে জাল ও বানোয়াট হাদীসের অস্তিত্ব ধরা পড়ল। কেউ ইসলামের মহান শিক্ষাকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে, কেউবা নিজেকে জাহির করতে, এমনকি কিছু লোক নিজের পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যেও মহানবী (সা)-এর নামে জাল হাদীস রচনা করল।

হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে একদল নিবেদিতপ্রাণ হাদীস গবেষক মহানবী (সা)-এর সমস্ত হাদীসকে যাচাই-বাছাই করে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহকে একত্র করার কাজ শুরু করেন এবং একইসঙ্গে হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ যাচাই বাছাই করার জন্য কিছু নীতিমালা প্রস্তুত করলেন। তাঁরা সাহাবা কিরাম (রা) থেকে শুরু করে নিজেদের সময়কাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার হাদীস বর্ণনাকারীর জীবন বৃত্তান্ত, তথা জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষাকাল, উসতাদগণের নাম, ছাত্রদের নাম, ব্যক্তিগত চরিত্র কার কেমন ছিল, কার স্মৃতিশক্তি কোন্ বয়সে কেমন ছিল ইত্যাদি সামগ্রিক বিবরণসহ এক বিশাল কর্ম সম্পাদন করেন। 'আসমাউর রিজাল' শীর্ষক এ ধরনের পুস্তক আজও সারা পৃথিবীর সব ধর্মাবলম্বীর কাছেই বিস্ময়কর। কেউই পারেনি মুসলমানদের এ বিশাল কর্মের অনুরূপ কোন কর্ম সম্পাদন করতে।

www.waytojannah.com

রিয়াদস্থ ইবন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলমে হাদীসের অধ্যাপক ড. মাহমূদ আত-তাহ্হান হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপণের মানদণ্ড 'তাইসিরু মুস্তালাহুল হাদীস' শীর্ষক এ পুস্তকটি আরবিতে রচনা করেন। বাংলাভাষী সুধী পাঠকবৃন্দ সমীপে সহীহ হাদীস চেনার মানদণ্ড হিসেবে পুস্তকটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জামালউদ্দীন এবং সম্পাদন করেছেন অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নূরুল আলম। মহান আল্লাহ্ সবাইকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

বইটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের লক্ষ্যে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না, তবুও প্রথম প্রকাশহেতু এতে-মুদ্রণ বিভ্রাট থেকে যাওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। সুধী পাঠকের দৃষ্টিতে এ ধরনের কোন ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে তা অনুগ্রহ করে আমাদের জানানোর জন্য অনুরোধ করছি, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা যায়।

মহান আল্লাহ্ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.waytojannah.com

উপক্রমণিকা

ইলমুল মুসতালাহ বা হাদীসের পরিভাষা বিষয়ক শাস্ত্রের উৎপত্তি
এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও এর ক্রমবিকাশের ধারা
ইলমুল মুস্‌তালাহ্‌-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী
প্রনিধানযোগ্য সংজ্ঞাসমূহ

www.waytojannah.com

ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত এবং উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এ কারণেই ইসলামী শরীআতে পবিত্র কুরআনের পর পরই এবং কুরআনের সাথে সাথেই সুন্নাহ বা হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য করা যেমন রাসূলের আনুগত্য বা বাস্তব অনুসরণ ব্যতীত সম্ভব নয়, তেমনি সুন্নাহ বা হাদীসকে বাদ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করাও অসম্ভব। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে রাসূলের অনুসরণকে আল্লাহর অনুসরণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল বস্তুত সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল" (সূরা নিসা : ৮)।

কুরআন যেভাবে তার নাযিলের সূচনা থেকে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়, হাদীস ঠিক এমনিভাবে রাসূলের (সা) যুগে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও তিনটি শক্তিশালী সূত্র-মাধ্যমে তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে : (১) উম্মতের নিয়মিত আমল; (২) রাসূলের লিখিত ফরমান, বিভিন্ন সাহাবীর নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস কণ্ঠস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা এবং পরে বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক-পরম্পরায় তার প্রচার।

প্রথম যুগে নিয়মিতভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করা না হলেও রাসূল (সা)-এর অনুমতিক্রমে বহু সংখ্যক হাদীস লিখিতভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল। দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে এ আন্দোলন একটা নতুন মোড় নেয়। তবে নিয়মিতভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজটি ব্যাপকভাবে চলে তৃতীয় যুগে। এ যুগটিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত।

এ যুগে রাসূল (সা)-এর উক্তি এবং সাহাবা ও তাবিঈগণের উক্তির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত হাদীসের পৃথক পৃথক সংকলন করা হয়। এ তৃতীয় যুগে সংগৃহীত হাদীসের বিপুল স্তূপ থেকে সহীহ ও নির্ভুল হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের কাজও শুরু হয়ে যায়। এ যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন বিশেষ করে এ জন্য দেখা দেয় যে, ইতোমধ্যেই একদল লোক মিথ্যা ও মনগড়া হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেছিল। মাওযূ' (মিথ্যা) হাদীসের এ ফিতনা চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এবং সহীহ, হাসান, যঈফ ও মাওযূ (মিথ্যা) হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য আমাদের মুহাদ্দিসীনে কিরাম এক নিখাঁদ নীতিমালা প্রণয়ন করেন। শত সহস্র মুহাদ্দিস তাঁদের সমগ্র জীবন এ মহান কাজে ব্যয় করেন এবং এ কাজকে তাঁরা নিজেদের জীবনের একক মিশন ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে নেন। হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগ থেকে এ যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরু হয় এবং তৃতীয় যুগে এ কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সহীহ হাদীস বাছাই ও হাদীস

www.waytojannah.com

যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ যুগে মুহাদ্দিসগণ একশটিরও বেশি ইলমের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে– 'মুস্‌তালাহ্ আল-হাদীস।'

ইলমু মুসতালাহ আল হাদীস' আমাদের দেশে এ শাস্ত্রটি "উসূলে হাদীস নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। একে ইলমে হাদীসও বলা হয়ে থাকে। এ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সনদ ও মতনের সার্বিক অবস্থা তথা হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নিয়মকানূন সবিস্তারে জানা যায়। হাদীস যাচাই-বাছাই-এর ক্ষেত্রে আমাদের মুহাদ্দিসীনে কিরাম যে বিজ্ঞানসম্মত মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন, বিশ্ব ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি আজ পর্যন্ত অপর কোন জাতিই এরূপ কোন নির্ভরযোগ্য নীতিমালা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তা'আলা এসব উলামায়ে কিরামের উপর তাঁর রহমতের অশেষ ধারা বর্ষণ করুন। এবং এ মহান খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাঁদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার জান্নাত দান করুন।

উসূলে হাদীস বা মুসতালাহ্ আল-হাদীস-এর উপর আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ের ওপর তথ্যবহুল কোন গ্রন্থ নেই বললেই চলে। অথচ বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেই ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর মাহমূদ আত্-তাহ্হান রচিত تيسير مصطلح الحديث গ্রন্থটি বাংলায় 'হাদীসের পরিভাষা নামে' অনুবাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ গ্রন্থটি কলেবরে সংক্ষিপ্ত হলেও বিষয়ের ধারণক্ষমতার বিচারে এটি ব্যাপক। এতে ইল্‌মে হাদীসের মৌলিক পরিভাষার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সহজ-সরল এবং সকলেরই বোধগম্য। মূলত ইলমে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই লেখক এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কেননা সৌদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'হাদীস বিভাগে' অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, ইব্‌নুস্ সালাহ রচিত 'উলূমুল হাদীস' এবং নববী রচিত 'আত্-তাক্‌রীব' গ্রন্থ দু'খানি বুঝতে শিক্ষার্থীদের খুবই কষ্ট হতো। অথচ গ্রন্থ দু'খানি এ বিষয়ের উপর রচিত অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। লেখক গ্রন্থটিকে মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। আবার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের অধীনে প্রয়োজনানুসারে একাধিক 'পরিচ্ছেদ' ও 'পাঠ' শিরোনামে বিভক্ত করেছেন। এতে প্রত্যেকটি বিষয়ের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের রেফারেন্সও দেয়া হয়েছে।

www.waytojannah.com

ইলমুল মুসতালাহ-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও এর বিভিন্ন স্তর

অনুসন্ধানী পাঠকের একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, হাদীস গ্রহণ করার মানদণ্ড ও তা রিওয়ায়াত করার মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন এবং হাদীসেই বিদ্যমান। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا ـ

হে ঈমানদারগণ ! কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তবে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও।[১]

হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

نَضَّرَ اللّٰهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ ـ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ـ

যে ব্যক্তি আমার কোন কথা শুনলো, অতঃপর তা হুবহু (অপরের কাছে) যে রূপ শুনলো, সেরূপ পৌঁছিয়ে দিল। আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডল আলোকোদ্ভাসিত করুন। এমনও হয়ে থাকে যে, যার নিকট হাদীস পৌঁছানো হয় তিনি শ্রোতা (রাবী) অপেক্ষাও অধিক প্রজ্ঞাবান হন।[২] অপর বর্ণনায় এসেছে জ্ঞানের বহু ধারক এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান পৌঁছান, যিনি তাঁর অপেক্ষা অধিক সমঝদার। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জ্ঞানের বহু ধারকই প্রকৃত সমঝদার নয়।[৩]

কুরআন কারীমের উল্লিখিত আয়াত ও এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং তা স্মৃতি পটে ধারণপদ্ধতি ও অন্যের নিকট পৌঁছানোর ব্যাপারে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

হাদীস বর্ণনা ও তা গ্রহণ করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম (রা) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন

---

১. সূরা আল হুজুরাত : ৬
২. তিরমিযী, কিতাবুল ইল্ম-ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।
৩. অন্য রিওয়ায়াতে ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে শুধু হাসান বলেছেন। আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদও হাদীসটি সংকলন করেছেন।

www.waytojannah.com

করেছিলেন। বিশেষ করে যখন বর্ণনাকারীর সত্যতা নিয়ে সংশয় দেখা দিত। তাঁদের এই নিষ্ঠার উপর ভিত্তি করেই সনদ সংক্রান্ত বিষয় ও এর মূল্যায়ন ধারা প্রবর্তিত হয়; এবং এর আলোকেই হাদীস গ্রহণ কিংবা বর্জনের মাপকাঠি স্থির করা হয়।

সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমায় ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

لَمْ يَكُوْنُوْ يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْ اسَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ - فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ -

এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো না। কিন্তু পরে যখন ফিতনা দেখা দিল তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বললো, তোমরা কোন ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছো আমাদের কাছে তাঁদের নাম বর্ণনা কর। তাতে দেখা যাবে তারা আহ্‌লে সুন্নাত কিনা? যদি তাঁরা এই সম্প্রদায়ের হয় তাহলে তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর যদি দেখা যায় তারা বিদআতী তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।[৪]

অতঃপর বর্ণনাকারীদের চারিত্রিক অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত না হয়ে কোন হাদীস গ্রহণ না করার রীতি প্রচলিত হয়; এবং ফলশ্রুতিতে ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল নামক সমালোচনা শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এরপর থেকে শুরু হয় বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই এর কাজ– হাদীসের সনদ মুত্তাসিল অথবা মুনকাতি কিনা, হাদীসের মধ্যে অস্পষ্ট–সূক্ষ্ম কোন দোষ ত্রুটি আছে কিনা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হয়। ইতোমধ্যে কোন কোন রাবী সম্পর্কে সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় সমালোচিত রাবীর সংখ্যাও ছিল কম।

অতঃপর আলিমগণ এ বিষয়ের বিস্তৃতির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। ফলে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়েরই উদ্ভব ঘটে, যেমন–হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বর্ণনা পদ্ধতি এবং মানসুখ (রহিত) হাদীস থেকে নাসিখ (রহিতকারী) হাদীস চিহ্নিতকরণ কৌশল ইত্যাদি। তবে তখন পর্যন্ত আলিমদের মধ্যে এ বিষয়গুলোর চর্চা মৌখিকভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অতঃপর এর আর একটি পর্যায় অতিবাহিত হলে এ বিষয়গুলো লিখিতভাবে সংরক্ষিত হতে থাকে, কিন্তু তা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে নয়, বরং অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থাদির বিভিন্ন স্থানে সংমিশ্রিত অবস্থায় গ্রন্থিত হয়। যেমন একই গ্রন্থে ইলমুল উসূল, ইলমুল

৪. সহীহ্ মুসলিমের মুকাদ্দিমাহ্।

www.waytojannah.com

ফিক্‌হ এবং ইলমুল হাদীস এর ন্যায় বিষয়গুলোর সন্নিবেশ। এ ধরনের গ্রন্থের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইমাম শাফিঈ (র)-এর কিতাবুল উম্ম ও আররিসালাহ্।

পরিশেষে এ বিষয়গুলো যখন পরিপক্কতা লাভ করে এবং পরিভাষাগুলো স্থিতিশীল হয়ে ওঠে আর প্রত্যেকটি বিষয় যখন অন্যান্য বিষয় থেকে স্বাতন্ত্র্য, পেয়ে যায়, তখন আলিমগণ হাদীস সংক্রান্ত পরিভাষা শাস্ত্রের ওপর পৃথকভাবে গ্রন্থ রচনা করেন। এটি হলো হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ঘটনা। এ বিষয়ের উপর সর্বপ্রথম স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ রচনা করেন কাযী আবূ মুহাম্মদ আল হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ আর রামুহুরামযী (মৃত্যু : ৩৬০ হি.)। তার গ্রন্থের নাম হচ্ছে আলমুহাদ্দিসুল ফাসিলু বাইনার রাবী ওয়াল ওয়ায়ী।- (المحدث الفاصل بين الراوى والواعى) তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইলমুল হাদীসের পরিভাষা বিষয়ক যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের নাম এখন আমরা উল্লেখ করবো।

হাদীসের পরিভাষার ওপর রচিত প্রসিদ্ধ রচনাবলী

১. আলমুহাদ্দিসুল ফাসিলু বাইনার রাবী ওয়ালওয়ায়ী (المحدث الفاصل بين الراوى والواعى) : এ গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেছেন কাযী আবূ মুহাম্মদ আল হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ আররামুহুরামযী (মৃত্যু : ৩৬০ হি.)। কিন্তু তিনি এতে হাদীসের পরিভাষাসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করেননি। আর কোন বিষয়ের গোড়া পত্তনকারীর অবস্থা অধিকাংশ সময় এরূপই হয়ে থাকে।

২. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস (معرفة علوم الحديث) : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল হাকিম নীসাপুরী (মৃত্যু : ৪০৫ হি.)। কিন্তু তিনি এর অধ্যায়সমূহ সুবিন্যস্ত করেননি এবং সঠিকভাবে গ্রন্থ বিন্যাস পদ্ধতিও অনুসরণ করেননি।

৩. আলমুস্‌তাখরাজু আলা মা'রিফাতি উলূমিল হাদীস (المستخرج على معرفة علوم الحديث) : এ গ্রন্থখানা রচনা করেছেন আবূ নাঈম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইসপাহানী (মৃত্যু : ৪৩০ হি.)। ইমাম হাকিম তাঁর 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে এ বিষয়ের যেসব মূলনীতি উল্লেখ করেননি, এতে তা সংকলন করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ গ্রন্থে তিনি এমন কিছু বিষয় বাদ দিয়েছেন, যা পরবর্তীদের জন্য সংকলন করা সম্ভব।

৪. আলকিফায়াতু ফী ইলমির রিওয়ায়াহ (الكفاية فى علم الرواية) : এ গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেছেন, আবূ বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত (মৃত্যু : ৪৬৩ হি.) যিনি আল-খতীব আল-বাগদাদী নামে সমধিক পরিচিত।

www.waytojannah.com

এটি পরিভাষা সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর লিখিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এটি হাদীস বর্ণনাশাস্ত্রের গ্রামার বা মূলনীতিমালার বিশ্লেষণ এবং এ গ্রন্থটিকে এ বিষয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫. আলজামিউ লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস্ সামি (الجامع لاخلاق الراوى واداب السامع) : এ গ্রন্থখানাও পূর্বোক্ত গ্রন্থকারের রচনা। এ গ্রন্থে হাদীস রিওয়ায়াতের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে যেমনটি এর নামকরণ থেকেই প্রতীয়মান হয়। সুবিন্যস্ত অধ্যায় সংযোজন ও মূল্যবান বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এটি একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ। তাছাড়া গ্রন্থকার ইলমুল হাদীসের প্রতিটি বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত হাফিয আবূ বকর ইবনে নুকতা এর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "খতীব বাগদাদীর পরে যেসব মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই এ গ্রন্থের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন।"

৬.আল্ ইলমা ইলা মা'রিফাতি উসূলির রিওয়াতি ওয়া তাকয়ীদিস সীমা (الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) : এ গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেছেন কাযী আয়ায ইবনে মূসা আল ইয়াহ্সাবী (মৃত্যু : ৫৪৪ হি.)। ইলমুল হাদীসের সব পরিভাষা সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়নি। বরং হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনা পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থবিন্যাস ও বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় বিন্যাসের বিচারে এটি বেশ সুন্দর একটি গ্রন্থ।

৭. মা-লা-ইয়াসাউল মুহাদ্দিসু জাহলাহু (مالايسع المحدث جهله) : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, আবূ হাফস উমর ইবনে আবদুল মাজীদ (আল মিয়াজী (মৃত্যু : ৫৮০ হি.)। এটি একটি আংশিক সংকলন। তাই এর উপযোগিতাও কম।

৮. উলূমুল হাদীস (علوم الحديث) : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, আবূ আমর উসমান ইবনে আবদুর রহমান আশ শাহারযূরী, তিনি ইবনুস সালাহ নামে পরিচিত (মৃত্যু: ৬৪৩ হি.)। এ গ্রন্থখানা 'মুকাদ্দামাতু ইবনুস সালাহ' (مقدمة ابن الصلاح) নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইলমুল হাদীসের পরিভাষার উপর রচিত গ্রন্থের মধ্যে এটি সর্বোত্তম। খতীব বাগদাদী এবং তাঁর পূর্বেকার গ্রন্থে যেসব বিষয় বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশিত ছিল এ গ্রন্থে তিনি তা একত্রিত করেছেন। সুতরাং উপযোগিতার বিচারে এটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু গ্রন্থ বিন্যাসের দিক দিয়ে এটি সুবিন্যস্ত নয়। কেননা তিনি এতে বিচ্ছিন্নভাবে বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। এতদসত্ত্বেও পরবর্তী উলামায়ে কিরামের জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। পরবর্তীতে অনেক লেখক একে আরো

www.waytojannah.com

সংক্ষেপ করেছেন, আবার কেউ পদ্যাকারে পেশ করেছেন। কেউ এর সমালোচনা করেছেন আবার কেউবা করেছেন সমর্থন।

৯. আততাকরীবু ওয়াততাইসীরু লি মা'রিফাতি সুনানিল বাশীরিন্‌নাযীর (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير) : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া ইবনে শারাফ আন্‌নববী (র) (মৃত্যু : ৬৭৬ হি.)। এটি ইবনুস সালাহ রচিত উলূমুল হাদীস গ্রন্থের সার সংক্ষেপ। এটিও উত্তম গ্রন্থ। কিন্তু এর কোথাও কোথাও ভাষার দুর্বোধ্যতা রয়েছে।

১০. তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন্ নববী' (تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوى) : এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন জালাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর আসসুয়ূতী (মৃত্যু : ৯১১ হি.)। এটি 'তাকরীবুন্ নকীব' গ্রন্থের ব্যাখ্যা যা পুস্তকের শিরোনাম থেকেই বোঝা যায়। এতে গ্রন্থকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয় সন্নিবেশিত করেছেন।

১১. নাযমুদ্ দুরারি ফী ইলমিল আছার (نظم الدرر فى علم الأثر) : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, মাইনুদ্দীন আবদুর রহীম ইবনে আল হুসাইন আল ইরাকী (মৃত্যু : ৮০৬ হি.)। এটি আলফিয়াতুল ইরাকী (الفية العراقى) নামে প্রসিদ্ধ। ইবনুস সালাহ রচিত 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থটিকেই তিনি পরিমার্জিত আকারে উপস্থাপন করেছেন। এবং তাতে কিছু অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করেছেন। উপযোগিতার বিচারে এটিও একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এর ওপর বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। স্বয়ং লেখকের দু'টো ব্যাখ্যা গ্রন্থও রয়েছে।

১২. ফাতহুল মুগীছি ফী শারহি আলফিয়াতিল হাদীস (فتح المغيث فى شرح الفية الحديث) : এটি রচনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান সাখাভী (মৃত্যু : ৯০২ হি.)। এটি 'আলফিয়াতুল ইরাকী' গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম গ্রন্থ।

১৩. নুখবাতুল ফিকার ফী মুস্‌তালাহি আহ্‌লিল আছরি (نخبة الفكر فى مصطلح أهل الاثر) : এর প্রণেতা হলেন, হাফিয ইবনে হাজার আল আসকালানী, (মৃত্যু : ৮৫২ হি.)। এটি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত একটি পুস্তক। কিন্তু উপযোগিতার বিচারে ও গ্রন্থ বিন্যাসের দিক দিয়ে এটি অতুলনীয়। এতে লেখক বিষয়বস্তুর শ্রেণী বিন্যাস এবং গ্রন্থবিন্যাস পদ্ধতির অভূতপূর্ব এক ধারার সূচনা করেছেন। লেখক নিজেও এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। নুযহাতুন নযর (نزهة النظر) শিরোনামে অন্য লেখকগণও এর ওপর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

১৪. আলমানযূমাতুল বাইকূনিয়্যাহ (المنظومة البيقونية) : এটি প্রণয়ন করেছেন, উমর ইবনে মুহাম্মাদ আল বাইকূনী (মৃত্যু : ১০৮০ হি.)। এটি সংক্ষিপ্ত 'মানযূমাত' বা 'কবিতা গুচ্ছ' নামে পরিচিত। কারণ এতে মাত্র ৩৪টি পঙক্তি রয়েছে। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও সুপ্রসিদ্ধ উপকারী গ্রন্থের মধ্যে গণ্য। এর ওপরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখা হয়েছে।

১৫. কাওয়ায়িদুত্ তাহ্দীস (قواعد التحديث) : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন আল কাসিমী (মৃত্যু : ১৩৩২ হি.)। এটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি গ্রন্থ। এ বিষয়ের ওপর আরো অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে যা-উল্লেখ করলে এ গ্রন্থের কলেবর আরো বৃদ্ধি পাবে তাই সংক্ষেপে অতি প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেই শেষ করছি। সকল মুসলমান এবং আমার পক্ষ থেকে দু'আ : আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে এর বিনিময়ে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন।

প্রণিধানযোগ্য সংজ্ঞাসমূহ

১. ইলমুল মুস্তালাহ (علم المصطلح) : علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد ـ

ইলমুল মুস্তালাহ্ এমন একটি শাস্ত্রের নাম যার মূলনীতি ও নিয়ম-কানুনের সাহায্যে কোন হাদীসের সনদ ও মতন গ্রহণ ও বর্জনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

২. আলোচ্য বিষয় : السند والمتن من حيث القبول والرد গ্রহণ ও বর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকে সনদ ও মতন সম্পর্কে আলোচনা করা।

৩. ফলাফল : এর মাধ্যমে সহীহ ও দুর্বল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

৪. হাদীস (الحديث)

(ক) আভিধানিক অর্থ الجديد ويجمع على أحاديث على خلاف القياس ـ

হাদীস এর অভিধানিক অর্থ নতুন বস্তু। কিয়াস (প্রচলিত ধারণার) পরিপন্থী এর বহুবচন আসে আহাদীস (احاديث)।

(খ) পারিভাষিক অর্থ ما أضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل او تقرير أو صفة ـ

www.waytojannah.com

এমনসব বাণী, কর্ম, মৌনসম্মতি বা সমর্থন ও চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তাই হাদীস।

৫. খবর (الخبر)

(ক) আভিধানিক অর্থ : النبأ-وجمعه أخبار

'খবর'-এর আভিধানিক অর্থ সংবাদ, এর বহুবচন 'আখবার' (أخبار)।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : এর পারিভাষিক অর্থে তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. এটি হাদীসের সমার্থক শব্দ : অর্থাৎ পরিভাষায় হাদীস ও খবর এর অর্থ এক ও অভিন্ন।

২. বিপরীতার্থক শব্দ : সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার নাম হাদীস। আর তিনি (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্যদের নিকট থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তাকে বলা হবে খবর।

৩. খবর হাদীসের তুলনায় ব্যাপকার্থবোধক : অর্থাৎ শুধু নবী-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা হাদীস। আর খবর হচ্ছে নবী করীমসহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণিত।

৬. আছার (الأثر)

(ক) আভিধানিক অর্থ : কোন বস্তুর অবশিষ্টাংশ

(খ) পারিভাষিক অর্থ : পারিভাষিক অর্থে দু'টো অভিমত বর্ণিত হয়েছে।

(১) এটা হাদীসের সমার্থক শব্দ : অর্থাৎ পরিভাষায় হাদীস ও আছার এর অর্থ এক ও অভিন্ন।

(২) বিপরীতার্থক শব্দ : অর্থাৎ সাহাবী কিংবা তাবিঈগণের বাণী বা কর্ম সম্বলিত বর্ণনা।

৭. ইসনাদ (الإسناد) : **ইসনাদের দু'টো অর্থ**

(ক) হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা বক্তা পর্যন্ত পৌছানো।

(খ) রাবীদের বিভিন্ন স্তরের পরম্পরা হাদীসের মতন পর্যন্ত পৌছান। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সনদের সমার্থক শব্দ।

৮. সনদ (السند)

(ক) আভিধানিক অর্থ : المعتمد-وسمي كذلك لان الحديث يستند اليه ويعتمد عليه-

www.waytojannah.com

নির্ভরযোগ্য। রাবীদের বর্ণনা পরম্পরাকে এজন্য সনদ বলা হয় যে, এর মাধ্যমে হাদীস নির্ভরযোগ্য হয় এবং রিওয়ায়াত গ্রহণ ও বর্জন করার ব্যাপারে এরই ওপর নির্ভর করা হয়ে থাকে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : سلسلة الرجال الموصلة للمتن বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা, যা হাদীসের মতন (মূলভাষ্য) পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

৯. মতন (المتن)

(ক) আভিধানিক অর্থ : ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন ও উঁচু অংশ।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : সনদের সর্বশেষ প্রান্তের পরবর্তী কালাম (বা বাণী)।

১০. মুসনাদ (المسند) : (নূন অক্ষরে যবরসহ)

(ক) আভিধানিক অর্থ : এটি ইসনাদ (اسناد) থেকে ইসমে মাফউল। আভিধানিক অর্থ সম্পৃক্ত। অর্থাৎ কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : মুসনাদ এর তিনটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে।

(১) ঐসব গ্রন্থকে মুসনাদ বলা হয়, যাতে সাহাবায়ে কিরামের রিওয়ায়াতসমূহ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(২) ঐ মারফূ হাদীসকে মুসনাদ বলা হয় যার সনদ মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন)।

(৩) মুসনাদ দ্বারা 'সনদ' বুঝানো হয়েছে। তখন এটি 'মাসদারে মীমী' হিসেবে গণ্য হবে।

১১. মুসনিদ (المسند) : (নূন অক্ষরে যেরসহ)

মুসনিদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি সনদসহকারে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। সনদ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থাকুক কিংবা না-ই-থাকুক।

১২. মুহাদ্দিস (المحدث) : মুহাদ্দিস ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি প্রজ্ঞা ও বর্ণনার মাধ্যমে ইলমুল হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত। আর তিনি অনেক রিওয়ায়াত ও বিপুল সংখ্যক রাবীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত।

১৩. হাফিয (الحافظ) : এ প্রসঙ্গে দু'টি অভিমত বর্ণিত হয়েছে,

(১) অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এটি মুহাদ্দিস এর সমার্থক শব্দ।

(২) কারো কারো মতে হাফিয মুহাদ্দিস এর চেয়ে উপরের স্তরের। কারণ, প্রত্যেক স্তর (طبقة) সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান তাঁর অজ্ঞতার তুলনায় অনেক বেশি।

১৪. হাকিম (الحاكم)

কোন কোন আলিমের মতে হাকিম হচ্ছেন সেই মহামতি, যিনি সমস্ত হাদীস সম্পর্কে অবহিত। অবশ্য হাতে গোনা দু'চারটি হাদীস তাঁর ইলম বহির্ভূত হতে পারে।

www.waytojannah.com

প্রথম অধ্যায়
খবর

প্রথম পরিচ্ছেদ : সনদের মানদণ্ডে খবরের প্রকারভেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : খবরে 'মাকবূল' (বা গ্রহণীয় খবর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : খবরে 'মারদূদ' (বা কম গ্রহণযোগ্য খবর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : 'মাকবূল' ও 'মারদূদ' এর মধ্যে সম্পর্কযুক্ত খবর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাদের কাছে পৌছানোর সনদের মানদণ্ডে খবর-এর প্রকরণ।

আমাদের নিকট পৌছার দিক দিয়ে খবরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়,

১. সনদের প্রতিটি স্তরে যদি বর্ণনাকারীর সংখ্যা নির্ধারিত কোন সংখ্যায় সীমিত না থাকে তবে সেই খবর (বা হাদীস) হচ্ছে মুতাওয়াতির।

২. বর্ণনাকারী সংখ্যা যদি নির্ধারিত কোন সংখ্যায় সীমিত হয়ে যায়, তবে তা আহাদ। এতদুভয়ের প্রত্যেকটিই আবার কয়েকভাগে বিভক্ত। এর বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ্। আর মুতাওয়াতির দ্বারা এর সূচনা করছি।

প্রথম পাঠ
মুতাওয়াতির খবর

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هو اسم فاعل مشتق من التواتر أى التتابع. تقول تواتر المطر أى تتابع نزوله.

আরবী মুতাওয়াতির শব্দটি আত তাওয়াতুর (التواتر) মাসদার থেকে ইসমে ফায়িল। অর্থ পরম্পরা, পরপর বা ক্রমান্বয়ে আসা। অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণকে আরবীতে 'তাওয়াতুরুল মাতার' (تواطر المطر) বলা হয়ে থাকে।

www.waytojannah.com

Contents

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ـ

(মুতাওয়াতির ঐ খবরকে বলা হয়) যা এত বিপুল সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন যে তাঁদের পক্ষে কোন একটি মিথ্যা বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব।

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এমন সনদবিশিষ্ট হাদীস অথবা খবরকে মুতাওয়াতির বলা হয়, যে সনদের সকল স্তরে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাঁরা সম্মিলিত বা সর্বসম্মতভাবে সেই খবরটিকে মনগড়াভাবে তৈরি করে নিবে, এমনটি সুস্থ-স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি অসম্ভব মনে করে।

২. শর্তাবলী : উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে প্রতিভাত হয় যে, কোন খবরই নিম্নের চারটি শর্ত পুরণ ব্যতীত মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না।

(ক) রিওয়ায়াতটি বিপুল সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হবে। রাবীদের আধিক্যের সর্বনিম্ন সংখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। গ্রহণযোগ্য মতানুসারে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো দশজন।[৫]

(খ) সনদের সকল স্তরেই এ আধিক্য বিদ্যমান থাকবে।

(গ) তাঁদের মিথ্যা বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রকৃতিগতভাবে অসম্ভব মনে হবে।[৬]

(ঘ) তাঁদের বর্ণিত খবরটির ভিত হবে ইন্দ্রিয় নির্ভর। যেমন– আমরা শুনেছি (سمعنا) বা দেখেছি (رأينا) অথবা স্পর্শ করেছি (لمسنا) ইত্যাদি। কিন্তু তাঁদের বর্ণিত খবরটির ভিত যদি হয় বিবেক, যেমন–'পৃথিবী পরিবর্তনশীল' তবে তা খবরে মুতাওয়াতির নামে আখ্যায়িত হবে না।

৩. হুকম : মুতাওয়াতির দ্বারা ইলমে যরুরী তথা ইলমুল ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) অর্জিত হয়, যার সত্যতার বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না, যেমনটি হয়ে থাকে স্বীয় চাক্ষুস অভিজ্ঞায় অর্জিত বিশ্বাসে।

স্বচক্ষে দেখা একটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে যেমন কারো দ্বিধা-সংকোচ থাকে না মুতাওয়াতিরের ব্যাপারটিতেও তদ্রূপ। একারণে প্রত্যেকটি খবরে মুতাওয়াতিরই মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। এর রাবীদের অবস্থা পর্যালোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

৪. প্রকারভেদ : খবরে মুতাওয়াতির দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

(ক) মুতাওয়াতির লাফ্যী (শব্দবাচক) : المتواتر اللفظى (শব্দগত মুতাওয়াতির)।

(খ) মুতাওয়াতিরে মানুবী (অর্থবাচক) : المتواتر المعنوى (অর্থগত মুতাওয়াতির)।

৫. তাদরীবুর রাবী, ২য় খ. পৃ. ১৭৭।

৬. এটা ঐ সময় হতে পারে যখন সংখ্যাধিক্যের সাথে সাথে তাঁরা বিভিন্ন দেশ, জাতি ও মাযহাব ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত হন।

www.waytojannah.com

(ক) মুতাওয়াতিরে লাফযী (المتواتر اللفظى) : যে বর্ণনায় বর্ণিত বিষয়ের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই মুতাওয়াতির, তাকে মুতাওয়াতিরে লাফযী (শব্দগত মুতাওয়াতির) বলা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী,

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار -

অর্থ : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা (আশ্রয়স্থল) খুঁজে নেয়।[৭]

সত্তরের অধিক সাহাবী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

(খ) মুতাওয়াতিরে মা'নুবী (المتواتر المعنوى) : যে বর্ণনায় বর্ণিত বিষয়টি শব্দগত নয়, বরং অর্থগত দিক দিয়ে মুতাওয়াতির, তাকে মুতাওয়াতিরে মানুবী (অর্থগত মুতাওয়াতির) বলা হয়। যেমন– দু'হাত তুলে দু'আ করা সম্পর্কে প্রায় একশটির মত হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি হাদীসেই উল্লেখিত হয়েছে যে, দু'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) দু'হাত উত্তোলন করেছেন কিন্তু তা ছিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এর কোন একটি রিওয়ায়াতকেও পৃথকভাবে মুতাওয়াতির বলা যায় না। তবে ঘটনা ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন হলেও সামগ্রিক বা সামষ্টিকভাবে বলা যায় যে, দু'আর সময় হাত উঠান হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সনদসমূহ বিবেচনা করলে মর্মার্থে একে মুতাওয়াতির বলা যায়।[৭]

৫. মুতাওয়াতির হাদীসের অস্তিত্ব : কিছু সংখ্যক মুতাওয়াতির হাদীস পাওয়া যায় : যেমন– হাওযে কাওসার সংক্রান্ত হাদীস, মোজার উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীস, নামাযে দু'হাত তোলা (رفع اليدين) সংক্রান্ত হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঐ হাদীস যাতে তিনি ইরশাদ করেছেন "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে আলোকোদ্ভাসিত করুন (نضر الله امر) ইত্যাদি। কিন্তু খবরে ওয়াহিদ'-এর তুলনায় মুতাওয়াতির-এর সংখ্যা খুবই কম।

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী : পাঠকের জন্য সহজলভ্য করার নিমিত্ত উলামায়ে কিরাম সমস্ত মুতাওয়াতির হাদীসের সমন্বয়ে পৃথকভাবে সংকলন তৈরি করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি হলো,

(ক) আলআযহারুল মুতানাছিরাহ ফিল আখ্‌বারিল মুতাওয়াতিরা (الأزهار المتناثره فى الأخبار المتواتره)-এর প্রণেতা ইমাম সুয়ূতী। এ গ্রন্থখানি কয়েকটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত।

(খ) কুতফুল আযহার (قطف الأزهار) : এর প্রণেতাও ইমাম সুয়ূতী। এটা পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থের সারসংক্ষেপ

(গ) নাযমুল মুতানাসিরি মিনাল হাদীসিল মুতাওয়াতির (نظم المتناثر من الحديث المتواتر)। এর প্রণেতা হলেন, মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর আল কাত্তানী।

৭ তাদরীবুর রাবী ২য় খ. পৃ. ১৮০।

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় পাঠ

খবরে আহাদ

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : الأحاد جمع أحد بمعنى الواحد ـ وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد ـ

আল আহাদ (الأحاد) শব্দটি আহাদুন (أحد) এর বহুবচন, অর্থ, এক। এক ব্যক্তির রিওয়ায়াতকে খবরে ওয়াহিদ বলা হয়।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : هو ما لم يجمع شروط المتواتر

যে রিওয়ায়াত মুতাওয়াতির এর শর্তে উত্তীর্ণ নয়, তাকেই আহাদ বলা হয়।[৮]

২. হুকুম : খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ইলমে নযরী বা তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ হয়। অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদের জ্ঞান তত্ত্ব ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল।

৩. বর্ণনাকারী সংখ্যার বিবেচনায় খবরে ওয়াহিদ এর প্রকারভেদ

বর্ণনাকারীর সংখ্যার তারতম্যের ভিত্তিতে খবরে আহাদকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) মাশহুর (مشهور)
(খ) আযীয (عزيز)
(গ) গারীব (غريب)

এর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

খবরে মাশহুর

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هو اسم مفعول من شهرت الأمر اذا اعلنته وأظهرته وسمى بذلك لظهوره ـ

মাশহুর (مشهور) এটি ইসমে মাফউল, আরবীয় প্রবচন শাহারাতিল আমর (شهرت الأمر) থেকে এর উৎপত্তি। এ কথাটি তখন বলা হয়ে থাকে, যখন একটি বিষয় প্রকাশ ও প্রচার লাভ করে। মাশহুর হাদীস প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণে তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما رواه ثلاثة فاكثر ـ فى كل طبقة ـ ما لم يبلغ حد التواتر ـ

৮. নুযহাতুন নযর পৃ. ২৬

www.waytojannah.com

Contents

যে হাদীসের বর্ণনার প্রত্যেক স্তরে অন্তত তিনজন বা তার অধিক রাবী বিদ্যমান, কিন্তু রাবীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌঁছেনি তাকে মাশহূর বলা হয়।

২. উদাহরণ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী,

ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء .... (الحديث)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে (হাত দিয়ে ধরে) ইলম ছিনিয়ে নেন না, বরং তিনি আলিমদেরকে উঠিয়ে নিয়ে (মৃত্যু দিয়ে) ইলম উঠিয়ে নেন।[৯]

৩. মুস্তাফীয (المستفيض)

(ক) আভিধানিক অর্থ : اسم فاعل من استفاض مشتق من فاض الماء-وسمي بذلك لانتشاره - 'ইসতিফায (استفاض) থেকে এটি ইসমে ফায়িল। আরবী প্রবচন ফাযাল মাউ (فاض الماء) (পানি প্রবাহিত হয়েছে) থেকে এর উৎপত্তি। এ খবরটি প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণে একে মুসতাফীয বলা হয়ে থাকে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

এর পারিভাষিক অর্থে তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। যথা–

(১) এটি 'মাশহূর'-এর সমার্থক শব্দ (هو مرادف للمشهور)

(২) এটি 'মাশহূর' এর তুলনায় খাস (বা সংকীর্ণার্থবোধক) (خاص) কেননা মুসতাফীযের ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, তার আদ্যোপান্ত এক রকম হবে। মাশহূর এর ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপ করা হয়নি।

(৩) এটি মাশহূর এর তুলনায় আম (عام) বা ব্যাপকার্থক। অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিমতের বিপরীত।

৪. অ-পারিভাষিক মাশহূর

এর দ্বারা ঐ সব মাশহূর হাদীসকে বুঝানো হয়েছে যা লোখ মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু বাস্তবে মাশহূর এর শর্তাবলী তাতে অবর্তমান। নিম্নের তিন প্রকারের রিওয়ায়াত এর অন্তর্ভুক্ত,

(ক) একটি সনদে বর্ণিত হাদীস।

(খ) একাধিক সনদে বর্ণিত হাদীস।

(গ) সনদ বিহীন হাদীস।

৫. অ-পারিভাষিক মাশহূর এর প্রকারভেদ : অ-পারিভাষিক মাশহূর অনেক ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নরূপ,

---

৯. ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ [illegible]

www.waytojannah.com

(ক) ঐ হাদীস, যা শুধু মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট মাশহুর :

যেমন, হযরত আনাস (রা)-এর হাদীস,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان ـ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস পর্যন্ত 'রা'আল (رعل) ও যাকওয়ান' (ذكوان) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রুকূর পরে বদ দু'আ করেছেন।[১০]

(খ) যা মুহাদ্দিস আলিম এবং সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ বা মাশহুর : যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী,

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ـ

মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ ।[১১]

(গ) যা শুধু ফুকাহায়ে কিরামের নিকট মাশহুর : এর দৃষ্টান্ত এ হাদীসটি : ابغض الحلال الى الله الطلاق ـ হালালের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হচ্ছে তালাক।[১২]

(ঘ) যা উসূলবিদদের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে : এর দৃষ্টান্ত এ হাদীসটি

رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ـ

আমার উম্মতের ওপর থেকে ভুল-ভ্রান্তি জনিত ও বল প্রয়োগ জনিত গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়েছে। হাকিম ও ইবনে হিব্বান হাদিসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

(ঙ) যা ব্যাকরণবিদগণের নিকট মাশহুর : যেমন একটি বানোয়াট রিওয়ায়াত

نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصمه ـ

সুহাইব খুব ভাল লোক, যদি সে আল্লাহকে ভয় না করতো তবে আল্লাহ তাকে হিফাযত করতেন না। এটা ভিত্তিহীন কথা।

(চ) যা সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে : এর দৃষ্টান্ত এ হাদীসটি

العجلة من الشيطان ـ

'তাড়া-হুড়া করা শয়তানের কাজ।' এ হাদীসটি তিরমিযী রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান বলে অভিহিত করেছেন।

---

১০. বুখারী ও মুসলিম।

১১. বুখারী ও মুসলিম।

১২. হাকিম তাঁর 'আলমুসতাদরাক গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। যাহাবীও একে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে তাঁর শব্দাবলী নিম্নরূপ ـ ما احل الله شيئا أبغض اليه من الطلاق

www.waytojannah.com

Contents

৬. খবরে মাশহুর-এর হুকুম

পারিভাষিক মাশহুর এবং অ-পারিভাষিক মাশহুর এর কোনটাকেই নির্দিষ্টভাবে সহীহ বা গায়রে সহীহ বলা যায় না। বরং এর কোনটা সহীহ, কোনটা হাসান, কোনটা যঈফ (বা দুর্বল), এমনকি কোনটা মাওদু (বা বানোয়াট)ও হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন খবর পারিভাষিক মাশহুর রূপে প্রমাণিত হলে, তা আযীয ও গারীব হাদীসের ওপর প্রাধান্য পাবে।

৭. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

পারিভাষিক মাশহুর নয়, বরং লোকমুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এমন হাদীসের কয়েকটি সংকলন হলো,

(ক) আলমাকাসিদুল হাসানাহ্ ফীমাশতাহারা আলাল আলসিনাহ্ (المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الالسنة)-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন সাখাভী (র)।

(খ) কাশফুল খাফায়ি ওয়া মুযীলুল ইল্‌বাস ফীমাশতাহারা মিনাল হাদীসি আলা আলসিনাতিন নাসি।

كشف الخفاء ومزيل الالباس فيما اشتهر من الحديث على السنة الناس -

এটি প্রণয়ন করেছেন, আজলূনী।

(গ) তামীযুত তাইয়িবি মিনাল খাবীসি ফীমা ইয়াদূরু আলা আলসিনাতিন নাস মিনাল হাদীসি।

تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث -

এ গ্রন্থের প্রণেতা ইবনে দীবা আশ শাইবানী।

খবরে আযীয

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ هو صفة مشبهة من عزيعز بالكسر أى قل وندر - أو من عز يعز بالفتح اى قوى واشتد - وسمى بذلك اما لقلة وجوده وندرته - واما لقوته بمجيئه من طريق آخر -

এটি সিফাতে মুশাব্বাহ্। আয্‌যা ইয়াইয্‌যু عزيعز (আইন ع অক্ষরে যেরসহ) থেকে। এর অর্থ স্বল্প ও বিরল। অথবা আয্‌যা ইয়াআয্‌যু عزيعز (আইন ع অক্ষরে

www.waytojannah.com

যবর সহ) থেকে। এর অর্থ শক্তিশালী ও মযবূত হওয়া। যেহেতু এ ধরনের হাদীসের অস্তিত্ব খুব কম, তাই একে 'আযীয' বলা হয়। অথবা অন্য আর একটি সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা এর শক্তি বৃদ্ধি পায় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ ان لايقل رواته عن اثنين فى جميع طبقات السند ـ

যে হাদীসের বর্ণনা কারীর সংখ্যা সনদের প্রত্যেক স্তরে কম পক্ষে দু'জন বিদ্যমান, তাকে পরিভাষায় 'আযীয' বলা হয়।

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ বর্ণনা পরম্পরার সর্বস্তরে অন্তত দু'জন রাবী বিদ্যমান থাকতে হবে। তবে সনদের কোন স্তরে তিন অথবা তার অধিক রাবী হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু শর্ত হলো অন্তত সনদের একটি স্তরে হলেও কমপক্ষে দু'জন রাবী বিদ্যমান থাকবে। কেননা, এর সনদের প্রতিটি স্তরকেই পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনায় আনতে হবে এবং কোন স্তরেই রাবীর সংখ্যা দু-ই-এর কম হবে না।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানীর মতে 'খবরে আযীয এর এ সংজ্ঞাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।[১৩] তবে কোন কোন আলিম এর অভিমত হলো, আযীয ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যা দু' অথবা তিনজন রাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ সংজ্ঞানুযায়ী কোন কোন সময় মাশহুর ও আযীযের মধ্যে কোন পার্থক্য অবশিষ্ট থাকেনা।

৩. উদাহরণ : এর দৃষ্টান্ত ঐ হাদীসটি যা, বুখারী ও মুসলিম আনাস (রা) থেকে এবং বুখারী পৃথকভাবে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يؤمن احدكم حتى اكون أحب اليه من والده وولده والناس اجمعين ـ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা পুত্র ও সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয়তর হই।[১৪]

এ হাদীসটি আনাস (রা) থেকে কাতাদাহ ও আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব রিওয়ায়াত করেছেন, অতঃপর কাতাদাহ থেকে শু'বা ও সাঈদ বর্ণনা করেছেন। আবার আবদুল আযীয থেকে ইসমাঈল ইবনে উলিয়্যা এবং আবদুল ওয়ারিস রিওয়ায়াত করেছেন। পরবর্তীতে এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে বহুসংখ্যক রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১৫]

১৩. শারহু নুখবাতিল ফিক্‌র; পৃ. ২১ ও ২৪।

১৪. সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম।

১৫. যেহেতু তাবিঈদের স্তরে শুধু দু'জন রাবী অর্থাৎ কাতাদাহ ও এবং আবদুল আযীয হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, তাই একে 'আযীয' বলা হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী : উলামায়ে কিরাম নির্দিষ্টভাবে 'খবরে আযীয' এর উপর কোন পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি। কারণ, এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা খুব কম; আর তাই এর উপযোগিতার সম্ভাবনাও কম।

খবরে গারীব

১. সংজ্ঞা

(ক) অভিধানিক অর্থ هو صفة مشبهة - بمعنى المنفرد - او البعيد عن اقاربه -

গারীব আরবী শব্দ; সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ, নিঃসংগ অথবা আপনজন থেকে দূরে অবস্থানকারী।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : هو ما ينفرد بروايته راو واحد -

একজন রাবীর রিওয়ায়াতকে পরিভাষায় গারীব বলা হয়।

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে গারীব বলা হয়। চাই সনদের সকল স্তরে এ সংখ্যা বিদ্যমান থাক অথবা কোন কোন স্তরে এমনকি কোন একটি স্তরে এসংখ্যা বিদ্যমান থাকলেও তাকে গারীব হাদীস বলা হবে। তবে সনদের অন্যান্য স্তরে একাধিক রাবী বিদ্যমান থাকলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা এখানে কোন এক স্তরের সর্বনিম্নটাই ধর্তব্য।

৩. গারীব হাদীসের অপর নাম

অধিকাংশ আলিম গারীব এর অপর নাম দিয়েছেন আলফারদ (الفرد) কারণ গারীব ও আল-ফারদ সমার্থবোধক শব্দ। আবার কোন কোন আলিম এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। তাঁরা এর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী উভয়টিকেই আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমার্থবোধক হিসেবে গণ্য করেছেন। অবশ্য তিনি বলেছেন, পরিভাষা বিশেষজ্ঞগণ ব্যবহারের আধিক্যতা ও স্বল্পতা বিবেচনা করে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। কেননা 'ফারদ' এর ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ফারদে মুতলাক (الفرد المطلق)-এর উপর হয়ে থাকে। আর গারীব-এর ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফারদে নিসবী (الفرد النسبى)-এর উপর হয়ে থাকে।[১৬]

১৬. নুযহাতুন নযর, পৃ. ২৮।

www.waytojannah.com

৪. প্রকারভেদ : খবরে গারীব দু'ভাগে বিভক্ত। যথা :

(ক) গারীবে মুতলাক (غريب مطلق)

(খ) গারীবে নিসবী (غريب نسبى)

(ক) গারীবে মুতলাক অথবা ফারদে মুতলাক

(১) সংজ্ঞা

هو ما كانت الغرابة فى أهل مسنده اى ما ينفرد بروا يته شخص واحد فى اهل سنده ـ

গারীবে মুতলাক ঐ খবরকে বলা হয়, যার মূল সনদে একাকীত্ব পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ কোন রিওয়ায়াত এর মূল সনদে (সাহাবী রাবী) যদি একজন হয় তবে তাকে গরীবে মুতলাক বা ফারদে মুতলাক বলা হয়।

(২) উদাহরণ : যেমন নিয়তের হাদীস- انما الاعمال بالنيات ـ

সমস্ত কাজের সফলতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।[১৭] এ হাদীসের মূল সনদে অর্থাৎ সাহাবীদের স্তরে গারাবাত একাকীত্ব রয়েছে। কেননা, হাদীসটি (মূল সনদে) শুধু উমর ইবনে খাত্তাব (রা) একাই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য পরবর্তীতে অনেকেই তাঁর কাছ থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

(খ) গারীবে নিসবী বা ফারদে নিসবী

(১) সংজ্ঞা

هو ما كانت الغرابة فى أثناء سنده اى ان يرويه أكثر من راو فى اهل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن اولئك الرواة ـ

যে হাদীসের সনদের মধ্যবর্তী কোন স্তরে একাকীত্ব (গারাবাত) পাওয়া যায়। অর্থাৎ সনদের মূলে একাধিক রাবীই রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে একজন রাবী রিওয়ায়াত করলে তাকে গারীবে নিসবী বা ফারদে নিসবী বলা হয়।

(২) উদাহরণ

حديث مالك عن الزهرى عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ـ

১৭. বুখারী ও মুসলিম।

www.waytojannah.com

আনাস (রা) থেকে ইমাম যুহরী, যুহরী থেকে ইমাম মালিক এই সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করার সময় তাঁর মাথায় একটি মিগফার[১৮] (লৌহনির্মিত টুপি) ছিল।[১৯]

(৩) নামকরণ : এ রিওয়ায়াতটিকে গারীবে নিসবী এজন্য বলা হয় যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে একে সম্পৃক্ত করা হয়।

৫. গারীবে নিসবীর প্রকারভেদ

গারাবাত অথবা একাকী রিওয়ায়াত করা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। এগুলোকে গারীবে নিসবীর প্রকারের মধ্যে গণ্য করা যায়। কেননা এই গারাবাত পুরো সনদের মধ্যে নয়, বরং নির্দিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই প্রকারগুলো নিম্নরূপ :

(ক) সিকাহ্ রাবীর পৃথক রিওয়ায়াত : যেমন–এরূপ বলা হয়ে থাকে "তাঁর কাছ থেকে অমুক সিকাহ্ রাবী" ব্যতীত অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেনি।

(খ) কোন নির্দিষ্ট রাবী থেকে কোন একজন রাবীর পৃথক বর্ণনা : যেমন– বলা হয়ে থাকে, "অমুক রাবী থেকে অমুক রাবী এই রিওয়ায়াতটি একাকী বর্ণনা করেছেন।" অবশ্য এ রিওয়ায়াতটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হতে পারে।

(গ) কোন নির্দিষ্ট শহর বা এলাকার পৃথক বর্ণনা : যেমন– কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে এরূপ বলা এটি মক্কাবাসী অথবা সিরিয়া বাসীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(ঘ) কোন নির্দিষ্ট শহর বা এলাকাবাসী থেকে অন্য কোন নির্দিষ্ট শহর বা এলাকাবাসীর পৃথক বর্ণনা

যেমন–মদীনাবাসীদের থেকে বসরাবাসীদের পৃথকভাবে রিওয়াত করা, অথবা হিজাযীদের থেকে সিরিয়াবাসীদের কোন একটি হাদীস পৃথকভাবে বর্ণনা করা।[২০]

৬. খবরে গারীব এর দ্বিতীয় প্রকারভেদ

সনদ অথবা মতন এর গারাবাত হিসেবে উলামায়ে কিরাম খবরে গারীবকে আরো কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন–

(ক) সনদ ও মতন হিসেবে গারীব : এটা ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার মতন শুধু একজন রাবী রিওয়ায়াত করেছেন।

(খ) শুধু সনদ হিসেবে গারীব : যেমন একটি হাদীসের মতন একদল সাহাবী রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু কোন একজন রাবী অপর কোন একজন সাহাবী থেকে এই

---

১৮. মিগফার ঐ টুপিকে বলা হয়, যা যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা মাথায় পরিধান করে থাকেন। এটি সাধারণত লৌহ নির্মিত হয়ে থাকে। ইংরেজীতে একে বলা হয় হেল্‌মেট-যার বাংলা হচ্ছে শিরস্ত্রান।

১৯. বুখারী ও মুসলিম।

২০. সংক্ষিপ্ত করার জন্য উদাহরণ পেশ করা হল না। (লেখক)

www.waytojannah.com

রিওয়ায়াতটি একাকী বর্ণনা করেছেন। এরূপ রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী বলেন, غريب من هذا الوجه রিওয়ায়াতটি এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গারীব।[২১]

৭. গারীব হাদীস-এর প্রাপ্তিস্থান : অর্থাৎ যে সব গ্রন্থে বিপুল সংখ্যক গারীব হাদীস এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন,

(ক) মুসনাদু বায্যার (مسند البزار)

(খ) আলমুজামুল আওসাত লিততাবারানী (المعجم الأوسط للطبراني)

৮. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) দারাকুতনী কৃত গারাইবু মালিক (غرائب مالك للدار قطني)

(খ) দারাকুতনীকৃত আল আফ্‌রাদ (الافراد للدار قطني)

(গ) 'আস্‌সুনালুল্লাতী তাফাররাদা বিকুল্লি সুন্নাতিম্ মিনহা আহলু বালদাতিন। এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন আবূ দাউদ আসসিজিস্তানী (السنن التي تفرد بكل سنة منها اهل بلدة - لابي داود السجستاني)

সবল ও দুর্বল হিসেবে খবরে আহাদ এর প্রকারভেদ : খবরে আহাদ অর্থাৎ মাশহুর, আযীয এবং গারীব হাদীসকে সবল ও দুর্বল হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন,

(ক) মাকবূল (مقبول) : وهو ما ترجح صدق المخبر به -

যে খবর বা হাদীসের মর্মবাণী সত্যতার দিকে অগ্রগণ্য, তাকে খবরে মাকবূল বলা হয়।

হুকুম : এর হুকুম হলো একে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব।

(খ) মারদূদ (مردود) : وهو ما لم يترجح صدق المخبر به -

(যে খবরের সত্যতার দিক অগ্রগণ্য নয় তাকে খবরে মারদূদ বলা হয়।

হুকুম : এর হুকুম হলো, এটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর উপর আমল করাও ওয়াজিব নয়। খবরে মাকবূল এবং মারদূদ এর প্রত্যেকটিই আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। পরবর্তী পরিচ্ছেদদ্বয়ে পৃথকভাবে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

---

২১. ইমাম তিরমিযী প্রতিটি হাদীস সম্পর্কেই নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসের কোন একটি সনদ যদি কোন কারণে গারীব হয়ে থাকে, তবে তিনি সেই নির্দিষ্ট সনদ সম্পর্কে গারীব হওয়ার হুকুম প্রবর্তন করেন। (অনুবাদক)

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
খবরে মাকবূল
প্রথম পাঠ : মাকবূল-এর প্রকারভেদ
দ্বিতীয় পাঠ : আমল করা বা না করা বিষয়ক প্রকারভেদ

প্রথম পাঠ
মাকবূল এর প্রকারভেদ

মাকবূল হাদীস মর্যাদার তারতম্য অনুসারে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। সহীহ ও হাসান। এর প্রত্যেকটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। লিযাতিহী (لذاته) ও লিগাইরিহী (لغيره)। এভাবে খবরে মাকবূল সর্বমোট চার ভাগে বিভক্ত হলো। যথা–

১. সহীহ্ লিযাতিহী (صحيح لذاته)।

২. হাসান লিযাতিহী (حسن لذاته)।

৩. সহীহ্ লিগাইরিহী (صحيح لغيره)।

৪. হাসান লিগাইরিহী (حسن لغيره)।

এবার বিস্তারিত

সহীহ্

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : الصحيح ضد السقيم وهو حقيقة فى الأجسام مجاز فى الحديث وسائر المعانى ـ

সহীহ্ এটি 'সাক্বীম' (ব্যাধিগ্রস্ত) এর বিপরীতার্থক শব্দ। প্রকৃতপক্ষে শারীরিক (সুস্থতার) ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। হাদীস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে একে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذ وذ ولا علة ـ

যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (বা অবিচ্ছিন্ন), বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ সংরক্ষণকারী এবং হাদীসটি যদি শায (গোপনত্রুটি) ও মুআল্লাল (নির্ভরযোগ্যতার বিপরীত অবস্থানে) না হয় এবং সনদের আদ্যোপান্ত এরূপ থাকে তবে সেটি সহীহ্ হাদীস।

www.waytojannah.com

২. **ব্যাখ্যা :** উল্লেখিত সংজ্ঞানুযায়ী হাদীস সহীহ্ হওয়ার জন্য যেসব বিষয় অপরিহার্য, তা নিম্নরূপ।

(ক) সনদ মুত্তাসিল হওয়া : এর মানে হলো, সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক বারী তাঁর স্বীয় উস্তাদ থেকে সরাসরি হাদীস রিওয়ায়াত করবে।

(খ) রাবী আদালাত সম্পন্ন হওয়া : অর্থাৎ সনদের প্রত্যেক রাবী মুসলিম, বালিগ (পূর্ণবয়স্ক) ও আকিল (বিবেকবান) হবেন এবং তিনি ফাসিক ও অসভ্য হবেন না।

(গ) রাবী সংরক্ষণ শক্তি সম্পন্ন হওয়া : অর্থাৎ সনদের প্রত্যেক রাবীকেই পূর্ণ সংরক্ষণ শক্তিসম্পন্ন হতে হবে। চাই এটা স্মৃতি শক্তির মাধ্যমে হোক কিংবা লিখার মাধ্যমে।

(ঘ) শায না হওয়া : এর মানে কোন সিকাহ্ রাবী (নির্ভরযোগ্য) তাঁর চেয়েও অধিক সিকাহ্ রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করবেন না।

(ঙ) মুআল্লাল না হওয়া : অর্থাৎ এমন গোপন সূক্ষ্ম ত্রুটিকে ইল্লাত বলা হয়, যা হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কিন্তু বাহ্যত হাদীসটিকে ত্রুটিমুক্ত বলে মনে হয়।

৩. **শর্তাবলী :** সহীহ্ হাদীসের উল্লেখিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন খবর সহীহ্ হওয়ার জন্য নিম্নের পাঁচটি শর্ত পূরণ হওয়া জরুরী।

(১) সনদ মুত্তাসিল হওয়া (اتصال السند)।

(২) রাবীর ন্যায়পরায়ণ হওয়া (عدالة الرواة)।

(৩) রাবী পূর্ণ সংরক্ষণ শক্তিসম্পন্ন হওয়া (ضبط الرواة)।

(৪) মুআল্লাল না হওয়া (عدم العلة)।

(৫) শায না হওয়া (عدم الشذوذ)।

উল্লেখিত পাঁচটি শর্তের কোন একটি শর্তও যদি কোন হাদীসে অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে সহীহ্ হাদীস বলা যাবে না।

৪. **উদাহরণ :** যেমন ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন,

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور -

www.waytojannah.com

অর্থ : আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট মালিক ইবনে শিহাব খবর দিয়েছেন, তিনি মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা আত-তূর পাঠ করতে শুনেছি।[২১]

এ হাদীসটি সহীহ্। কেননা–

(ক) এর সনদ মুত্তাসিল। এই সনদের প্রত্যেক রাবীই তাঁর উস্তাদ থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর মালিক, ইবনে শিহাব এবং ইবনে জুবাইর আন্আনা পদ্ধতিতে যে রিওয়ায়াত করেছেন তাও মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য। কেননা তাঁরা মুদাল্লিস (ত্রুটি গোপনকারী) নন।[২২]

(খ) এই সনদের প্রত্যেক রাবী-ই দৃঢ় সংরক্ষণকারী ও ন্যায়পরায়ণ। জারাহ ও তা'দীল বিশেজ্ঞগণ এই হাদীসের রাবীদের নিম্নবর্ণিত গুণাবলী উল্লেখ করেছেন।

(১) আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ; তিনি পরম বিশ্বস্ত।

(২) মালিক ইবনে আনাস; তিনি হাদীসের ইমাম ও হাফিয।

(৩) ইবনে শিহাব যুহরী; তিনি ফকীহ এবং হাফিযে হাদীস। তাঁর মর্যাদা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সবাই একমত।

(৪) মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর; তিনি বিশ্বস্ত রাবী।

(৫) জুবাইর ইবনে মুতইম; তিনি সাহাবী রাবী (রা)।

(৬) হাদীসটি শায নয়; কেননা এ বর্ণনাটি এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী কোন বর্ণনার পরিপন্থী নয়।

(৭) এ বর্ণনায় কোন ইল্লাত ও গোপন ত্রুটি পাওয়া যায় না।

৫. হুকুম : হাদীস বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত মতানুযায়ী এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। উসূলবিদ ও ফকীহ্দের মতানুযায়ী খবরে সহীহ শারীআতের দলীল হিসেবে স্বীকৃত। কোন মুসলিমের পক্ষে একে বর্জন করার অবকাশ নেই।

৬. মুহাদ্দিসীনে কিরামের উক্তি এটি সহীহ হাদীস (هذا حديث صحيح) অথবা এটি গায়র সহীহ (অশুদ্ধ) হাদীস (هذا حديث غير صحيح) এর মর্মার্থ :

---

২১. বুখারী, আযান অধ্যায়।

২২. উস্তাদ থেকে আন্ (عن) শব্দ দ্বারা হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আন্আনা (عنعنة) বলা হয়। মুআনআন এর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

www.waytojannah.com

(ক) কোন হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরামের উক্তি 'এটি সহীহ হাদীস' (هذا حديث صحيح)-এর মানে এই যে উল্লেখিত পাঁচটি শর্তই এই হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান। তবে এর অর্থ এই নয় যে, হাদীসটি অকাট্য ভাবে-ই সহীহ। কেননা সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবীর পক্ষ থেকেও ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নয়।

(খ) এভাবে তাঁদের উক্তি 'এটি গায়ের সাহীহ (অশুদ্ধ) হাদীস' (هذا حديث غير صحيح)-এর মানে এই যে, উল্লিখিত পাঁচটি শর্ত এই হাদীসে পূর্ণ মাত্রায় অথবা আংশিকভাবে অনুপস্থিত। তবে এর অর্থ এই নয় যে, প্রকৃতপক্ষেই হাদীসটি মিথ্যা। কেননা, অধিক ভ্রমকারী বারী থেকেও সহীহ হাদীস বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হওয়া অসম্ভব নয়।[২৩]

৭. দৃঢ়ভাবে কোন সনদকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ বলা যায় কি? গ্রহণীয় মতানুযায়ী কোন সনদ সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে একথা বলা যায় না যে, এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ। কেননা, বিশুদ্ধতার বিভিন্ন স্তর সনদ সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল। আর এটা খুবই বিরল যে, কোন সনদে বিশুদ্ধতার সমস্ত শর্তাবলী পূর্ণাংগভাবে পাওয়া যাবে। সুতরাং কোন সনদ সম্পর্কে সর্বাধিক বিশুদ্ধতার আখ্যা আরোপ না করাই উত্তম। এতদসত্ত্বেও কোন কোন ইমাম থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ এ উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ইমামের নিকট যে সনদটি অধিক শক্তিশালী মনে হয়েছে তিনি সেটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নিম্নে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো,

(ক) ইমাম যুহরী সালিম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে।[২৪] (الزهرى عن سالم عن أبيه) ইসহাক ইবনে রাহওয়াই এবং আহমাস (র) এর মতানুযায়ী এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ।

(খ) ইবনে সীরীন উবাইদাহ্ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি 'আলী[২৫] (রা) থেকে। (ابن سيرين عن عبيدة عن على)

ইবনুল মাদীনী ও ফাল্লাস-এর নিকট এটি সর্বোত্তম সনদ।

(গ) আ'মাশ রিওয়ায়াত করেছেন ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামাহ থেকে এবং আলকামাহ আবদুল্লাহ (রা) থেকে (الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله) ইবনে মুঈন-এর নিকট এটি সর্বাধিক শক্তিশালী সনদ।

---

২৩. তাদরীবুর রাবী ১ম খ. পৃ. ৭৫-৭৬।

২৪. তাঁর পিতা হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)।

২৫. অর্থাৎ 'আলী ইবনে আবী তালিব (রা)।

www.waytojannah.com

Contents

(ঘ) যুহরী আলী ইবনে হুসাইন থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা-আলী (রা) থেকে (الزهرى عن على بن الحسين عن ابيه عن على)

আবু বকর ইবনে আবু শাইবাহ এটিকে সর্বোত্তম সনদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(ঙ) মালিক রিওয়ায়াত করেছেন নাফি থেকে, তিনি ইবনে উমর (রা) থেকে (مالك عن نافع عن ابن عمر)

এটি ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট সর্বোত্তম সনদ।

৮. সহীহ্ হাদীসের ওপর রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ : শুধু সহীহ্ হাদীসের ওপর সর্বপ্রথম রচিত গ্রন্থের নাম সহীহ আল বুখারী, এরপর রচিত হয়েছে সহীহ মুসলিম। পবিত্র কুরআনের পরই এ গ্রন্থদ্বয়ের স্থান। গোটা মুসলিম উম্মাহ্ সর্বসম্মতিক্রমে এ গ্রন্থদ্বয়কে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

(ক) কোনটি অধিক বিশুদ্ধ ? এতদুভয়ের মধ্যে সহীহ বুখারীই অধিক বিশুদ্ধ ও অধিক উপকারী গ্রন্থ। কেননা, সহীহ বুখারীর হাদীসসমূহের বর্ণনা পরম্পরা অধিকতর শক্তিশালী এবং তাঁর রাবীগণও খুব বিশ্বস্ত। তাছাড়া এতে ফিক্হী উদ্ভাবন এবং এমন কতকগুলো সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, যা সহীহ মুসলিমে নেই। যাই হোক সার্বিক বিবেচনায় সহীহ বুখারী সহীহ মুসলিম থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ। অবশ্য সহীহ্ মুসলিমেও এমন কিছু হাদীস রয়েছে, যা সহীহ বুখারীর কোন কোন হাদীস থেকে অধিক শক্তিশালী। যদিও কারো কারো মতে সহীহ মুসলিমই অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ। তবে প্রথম অভিমতটিই সঠিক।

(খ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম সমস্ত সহীহ্ হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন কি? অথবা এরূপ কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল কিনা? ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে সমস্ত সহীহ্ হাদীস সন্নিবেশিত করেননি, এর কোন পরিকল্পনাও তাঁদের ছিল না। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন,

ما أدخلت فى كتاب الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول ـ

আমি আমার জামি গ্রন্থে শুধু সহীহ্ হাদীসই সন্নিবেশিত করেছি। তবে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় অনেক সহীহ হাদীসও বর্জন করেছি।[২৭]

ইমাম মুসলিম বলেন,

ليس كل شيئ عندى صحيح وضعته ههنا ـ انما وضعت ما أجمعوا عليه ـ

২৭. কোন কোন রিওয়ায়াতে لعلل الطول বাক্যটি এসেছে। অর্থাৎ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় অনেক সহীহ্ হাদীসও তিনি বর্জন করেছেন।

www.waytojannah.com

সব সহীহ্ হাদীসই আমি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি। বরং ঐ সব হাদীস এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছি, যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরাম একমত।[২৮]

(গ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম-এর বর্জনকৃত সহীহ হাদীসের সংখ্যা কম না বেশি? (১) হাফিয ইবনে আখরাম বলেন, তাঁরা খুব কমসংখ্যক সহীহ্ হাদীসই বাদ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর একথাকে সঠিক বলে গ্রহণ করা হয়নি।

(২) সঠিক কথা হলো, তাঁরা অনেক সহীহ্ হাদীসই বাদ দিয়েছেন। ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, "আমি যেসব সহীহ হাদীস বর্জন করেছি, তার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।" তিনি আরো বলেছেন, "আমি এক লাখ সহীহ হাদীস এবং দু'লাখ গায়ের সহীহ হাদীস মুখস্থ করেছি।"[২৯]

(ঘ) বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কত? (১) বুখারী : পুনঃউল্লিখিত হাদীসসহ সহীহ্ বুখারীতে সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা সাত হাজার দু'শ পঁচাত্তরটি। পুনঃউল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় চার হাজার।

(২) মুসলিম : পুন:উল্লিখিত হাদীসসহ সহীহ মুসলিমে সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা বার হাজার। পুনঃউল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার।

(ঙ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম যেসব সহীহ হাদীস রিওয়ায়াত করেননি, সেগুলো আমরা কোথায় পাবো? এসব সহীহ্ হাদীস অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; যেমন, সহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসতাদরাকে হাকিম, সুনানি আবরাআ,[৩০] দারা কুতনী, বাইহাকী ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যাবে। তবে এসব গ্রন্থে হাদীস পাওয়াটাই বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে গ্রন্থকারের সুস্পষ্ট অভিমত থাকা প্রয়োজন। অবশ্য ঐসব গ্রন্থের জন্য এটা জরুরী নয় যাতে শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করার শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন, সহীহ ইবনে খুযাইমা।

৯. গ্রন্থ পরিচিতি

(ক) মুসতাদরাকে হাকিম : এটা হাদীসের একটি বিশাল গ্রন্থ। এতে গ্রন্থকার ঐসব সহীহ্ হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন যা শাইখাইন অথবা তাঁদের যে কোন একজনের শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। কিন্তু তাঁরা কোন কারণে তা সংকলন করেননি। অধিকন্তু গ্রন্থকার এমন সব হাদীসও রিওয়ায়াত করেছেন, যা তাঁর নিকট সহীহ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে, যদিও তা বুখারী ও মুসলিমের শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। এসব ক্ষেত্রে এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন যে, এর সনদ সহীহ। তিনি কখনো গায়ের সহীহ

২৮. অর্থাৎ যেসব হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরাম একমত এবং হাদীস সহীহ হওয়ার শর্তাবলী যাতে বিদ্যমান আছে।

২৯. উলূমুল হাদীস পৃ. ১৬।

৩০. অর্থাৎ আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।

www.waytojannah.com

হাদীসও রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তার অশুদ্ধতার কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। **(ফলে সহীহ্ এবং গায়ের সহীহ্ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হয়েছে।)** ইমাম হাকিম হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নম্র প্রকৃতির (متساهل) ছিলেন। সুতরাং তাঁর হাদীসসমূহ ভালভাবে অনুসন্ধান করে তা যাচাই বাছাই করে অবস্থানুযায়ী হুকুম প্রয়োগ করা উচিত। ইমাম যাহাবী তাঁর হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করে অবস্থানুযায়ী অধিকাংশ হাদীসের ক্ষেত্রে হুকুম প্রয়োগ করেছেন। এখনো এই গ্রন্থে অনুসন্ধান পরিচালনা করা এবং এর হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।[৩১]

(খ) সহীহ ইবনে হিব্বান : এটি একটি অবিন্যস্ত গ্রন্থ। কোন অধ্যায় কিংবা মুসনাদ' পদ্ধতিতে গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত নয়। এ জন্য এর নাম রাখা হয়েছে আত তাকাসীম ওয়াল আনওয়া (التقاسيم والأنواع) এ গ্রন্থের হাদীস খুঁজে বের করা খুব কঠিন ব্যাপার।

তাই পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউ কেউ একে অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস করেছেন।[৩২] ইবনে হিব্বান হাদীসের বিশুদ্ধতার হুকুম প্রয়োগে উদার মনোভাবাপন্ন হলেও তিনি হাকিমের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম উদার ছিলেন।[৩৩]

(গ) সহীহ্ ইবনে খুযাইমা : এটি ইবনে হিব্বানের গ্রন্থের চেয়ে উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থ। কেননা, এতে হাদীস সংকলনে গ্রন্থকার অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করে ছিলেন। এমনকি কোন একটি সনদে সামান্য ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন না।[৩৪]

১০. সহীহ বুখারী ও মুসলিমের ওপর সংকলিত মুস্তাখরাজ গ্রন্থাবলী

(ক) মুসতাখরাজ এর স্বরূপ : মূল হাদীস গ্রন্থাবলী থেকে হাদীস সংকলন করে অন্য আর একটি হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করা। কিন্তু এতে গ্রন্থকার হাদীস সংকলনের সময় মূল গ্রন্থকারের উস্তাদ অথবা তাঁর পরের কোন রাবী থেকে মূল গ্রন্থের হাদীস (মতন) বর্ণনা করে থাকেন। সুতরাং নতুন সংকলিত ঐ গ্রন্থে হাদীসের মতন হচ্ছে মূল গ্রন্থের আর সনদ হচ্ছে গ্রন্থাকারের নিজের।

---

৩১. বর্তমানে এ গ্রন্থটির ওপর গবেষণা করছেন প্রখ্যাত গবেষক ড. মাহমুদ আল-মীরাহ (محمود الميرة)। ইমাম যাহাবী যেসব হাদীসের ওপর কোন হুকুম প্রয়োগ করেননি তিনি সেসব হাদীস যাচাই বাছাই করে তার ওপর হুকুম প্রয়োগ করছেন। এ কাজ সম্পন্ন হলে গ্রন্থখানা প্রকাশ করার ইচ্ছে তার রয়েছে। আল্লাহ তাকে এ উত্তম কাজ আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন।

৩২. আমীর আলা উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে বলবান (মৃত : ৭৩৯ হি.) এ গ্রন্থখানা সুবিন্যস্ত করে তার নাম দিয়েছেন আল-ইহসান ফী-তাকরীবি ইবনে হিব্বান (الاحسان فى تقريب ابن حبان)

৩৩. তাদরীবুর রাবী ১ম খ. পৃ. ১০৯।

৩৪. তাদরীবুর রাবী ১ম খ. পৃ. ১০৯।

www.waytojannah.com

(খ) সহীহাইন থেকে প্রণীত প্রসিদ্ধ মুসতাখরাজ গ্রন্থাবলী

(১) আবূ বকর আল-ইসমাঈলী রচিত আল-মুসতাখরাজ আলাল বুখারী (المستخرج لابى بكر الاسماعيلى على البخارى)

(২) আবূ আওয়ানা আল-ইসফারাইনী প্রণীত আল-মুসতাখরাজ আলা মুসলিম (المستخرج لأبى عوانة الاسفراييني على مسلم)

(৩) আবূ নাঈম আল আসবাহানী রচিত আল মুস্তাখরাজ গ্রন্থ। (المستخرج لابى نعيم الأصبهانى) এটি বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থ নিয়ে রচিত।

(গ) মুসতাখরাজ প্রণেতাগণ হাদীস সংকলনে সহীহাইনের সাথে শাব্দিক মিলের শর্তারোপ করেছে কি? মুসতাখরাজ গ্রন্থ প্রণেতাগণ হাদীস সংকলনে সহীহাইনের সাথে শাব্দিক মিলের কোন শর্তারোপ করেননি। কেননা তাঁরা ঠিক সেভাবে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যেভাবে তাঁদের উস্তাদের নিকট থেকে তাঁদের নিকটে পৌঁছেছে। এ জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়।

এভাবে ইমাম বাইহাকী ও বাগ্‌বী বুখারী ও মুসলিম থেকে যেসব হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তার শব্দ ও অর্থের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এসব রিওয়ায়াত ইমাম বুখারী ও মুসলিম এর সাথে সম্পৃক্ত করার অর্থ এই যে, তাঁরা উভয়ই মূল হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

(ঘ) মুসতাখরাজ গ্রন্থ থেকে কোন হাদীস রিওয়ায়াত করে সহীহাইনের বরাত দেওয়া জায়েয কি? পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী কোন পাঠকের এ অধিকার নেই যে, মুসতাখরাজ গ্রন্থ অথবা উপরে বর্ণিত কোন গ্রন্থ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে তা বুখারী মুসলিমের নামে চালিয়ে দিবে। তবে নিম্নের দু'টি কারণের যে কোন একটি পাওয়া গেলে তা বৈধ ।

(১) উভয় রিওয়ায়াতের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা হলে।

(২) অথবা মুসতাখরাজ প্রণেতা যদি নিজেই এ কথা স্পষ্ট করে বলে দেন যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি হুবহু এই শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন।

(ঙ) মুসতাখরাজ গ্রন্থের উপকারিতা : সহীহাইনের উপর রচিত মুস্তাখরাজ গ্রন্থের উপকারিতা অনেক। **ইমাম সুয়ূতী তাদরীবুর রাবী[৩৫] গ্রন্থে এর দশটি উপকারিতার** কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ,

৩৫. তাদরীবুর রাবী ১ম খ. পৃ. ১১৫-১১৬।

www.waytojannah.com

(১) উলুউল ইস্‌নাদ (উচ্চতর সনদ) : মুসতাখরাজ প্রণেতা হুবহু ইমাম বুখারীর **সনদ বর্ণনা করলে সে অবস্থায় তার নিজস্ব সনদ নিম্নতর হয়ে যায়।**

(২) সহীহ এর মর্যাদা বৃদ্ধি : অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন এবং কোন কোন হাদীসের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনার মাধ্যমে সহীহ এর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়।

(৩) অনেক সনদে হাদীস বর্ণিত হলে তা অধিকতর শক্তিশালী হয় এবং হাদীসসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সময় একে প্রাধান্য দেওয়া যায়।

১১. শাইখানের রিওয়ায়াতের হুকুম কি? ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের গ্রন্থে শুধু সহীহ্ হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। গোটা উম্মতই এ গ্রন্থদ্বয়কে সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছে। এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহাইনের সব হাদীসই কি সহীহ?

এর উত্তরে বলা যায় যে, ঐসব রিওয়ায়াত যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম মুত্তাসিল সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, তা সবই সহীহ। অবশ্য ঐসব মু'আল্লাক[৩৬] রিওয়ায়াত যা ইমাম বুখারী কেবল শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। এবং যার সনদের গোড়ার দিক থেকে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়েছে অথবা ঐ একটি মাত্র মুআল্লাক রিওয়ায়াত যা ইমাম মুসলিম তায়াম্মুম অধ্যায়ে রিওয়ায়াত করেছেন। এর হুকুম নিম্নরূপ,

(ক) এমন রিওয়ায়াত যা দৃঢ় শব্দে বর্ণিত হয়েছে, যেমন কালা (قال) বা তিনি বলেছেন, আমারা (أمر) তিনি নির্দেশ করেছেন এবং যাকারা (ذكر) তিনি উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি। সহীহ্-এর মধ্যে গণ্য হবে।

(খ) আর দৃঢ় শব্দে বর্ণিত না হলে; যেমন, বর্ণিত আছে (يروى) উল্লেখিত আছে (يذكر) কথিত আছে (يحكى) বর্ণিত হয়েছে (روى) এবং উল্লেখ করা হয়েছে (ذكر) এরূপ রিওয়ায়াত সহীহ হিসেবে পরিগণিত নয়। এতদসত্ত্বেও সহীহাইনে কোন ভিত্তিহীন হাদিসের সন্নিবেশ নেই।

১২. সহীহ হাদীস-এর বিভিন্ন স্তর

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন কোন হাদীসবিদ কোন কোন সনদকে সর্বোত্তম সনদ বলে অভিহিত করেছেন। এ হিসেবে এবং হাদীস সহীহ হওয়ার অন্য শর্তাবলীর ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, সহীহ হাদীসেরও কয়েকটি স্তর রয়েছে।

(ক) এর সর্বোচ্চ স্তরে হলো ঐসব হাদীস যা সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, মালিক নাফি থেকে, নাফি ইবনে উমর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন (مالك عن نافع عن ابن عمر)।

---

৩৬. পরবর্তীতে এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

www.waytojannah.com

(খ) এর পরের স্তরে হলো প্রথমোক্ত সনদে উল্লেখিত রাবীদের চেয়ে নিম্নমানের রাবীদের বর্ণিত হাদীস। যেমন, হাম্মাদ ইবনে সালামা রিওয়ায়াত করেছেন সাবিত থেকে, সাবিত রিওয়ায়াত করেছেন আনাস থেকে (حماد بن سلمة عن ثابت عن انس) এ সনদটি।

(গ) তৃতীয় স্তরে হলো ঐসব বর্ণনাকারীগণের রিওয়ায়াত যাঁদের মধ্যে নির্ভরযোগ্যতার সর্বনিম্ন গুণাগুণ বিদ্যমান। যেমন সুহাইল ইবনে আবু সালিহ তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর পিতা আবু হুরাইরা থেকে (سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن أبى هريرة) এ সনদটি। সুতরাং এ ব্যাখ্যার আলোকে সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। যথা,

(১) বুখারী ও মুসলিম-এর রিওয়ায়াত (সর্বোচ্চ স্তরের)।

(২) তারপর শুধু বুখারীর রিওয়ায়াত।

(৩) অতঃপর শুধু মুসলিম এর রিওয়ায়াত।

(৪) তারপর ঐসব রিওয়ায়াত, যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ের শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কিন্তু তাঁরা তা রিওয়ায়াত করেননি।

(৫) অতঃপর ঐ রিওয়ায়াত, যা বুখারীর শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। কিন্তু তিনি তা রিওয়ায়াত করেননি।

(৬) এরপর ঐসব রিওয়ায়াত, যা মুসলিম এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। কিন্তু তিনি তা রিওয়ায়াত করেননি।

(৭) অতঃপর ঐসব রিওয়ায়াত, যা বুখারী ও মুসলিম-এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। কিন্তু অন্যান্য ইমাম যেমন, ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান-এর নিকট তা সহীহ হিসেবে গণ্য।

১৩. শাইখানের (বুখারী ও মুসলিম) শর্তাবলী : ইমাম বুখারী ও মুসলিম সুস্পষ্টভাবে কোন শর্তের কথা উল্লেখ করেননি। অথবা সহীহ হাদীসের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তের মধ্যে তাঁরা কোন কিছু সংযোজনও করেননি। তবে গবেষক আলিমগণ গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা ও অনুসন্ধান করে তাঁদের হাদীস সংকলন পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধরণা লাভ করেছেন যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এটা শাইখানের শর্ত অথবা তাঁদের যে কোন একজনের শর্ত।

এ প্রসংগে যা কিছু বলা হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো 'শাইখানের শর্ত অথবা তাঁদের কোন একজনের শর্ত'–মানে হাদীসটি ঐ রাবী থেকে রিওয়ায়াত করা হয়েছে যাঁর কাছ থেকে শাইখান অথবা তাদের কোন একজন রিওয়ায়াত করেছেন এবং ঐসব প্রয়োজনীয় শর্তাবলীও এতে বিদ্যমান রয়েছে যা শাইখানের নিকট অত্যাবশ্যকীয়।

www.waytojannah.com

১৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি (متفق عليه) এর অর্থ কোন হাদীসের ব্যাপারে যখন মুহাদ্দিসীনে কিরাম মুত্তাফাকুন আলাইহি বলেন, তখন এর অর্থ হয় এ হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) একমত। এর দ্বারা গোটা উম্মতের ঐকমত্য বুঝায় না। অবশ্য শাইখ ইবনে সালাহ বলেন, শাইখানের অভিন্ন মতের সাথে গোটা উম্মতও একমত। কেননা যে হাদীসের ব্যাপারে বুখারী মুসলিম একমত হয়েছেন, গোটা উম্মতই তা গ্রহণ করে নিয়েছে।[৩৭]

১৫. হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া শর্ত কি? হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ-তার দু'টি সনদ থাকা জরুরী নয়। কেননা সহীহাইন প্রভৃতি গ্রন্থেও এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যা একটি মাত্র সনদে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন আলিমের ধারণা হলো, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া জরুরী। যেমন আবু আলী আল জুবায়ী আল মুতাযিলী ও ইমাম হাকিম প্রমুখ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের এ মত গোটা উম্মতের সর্বসম্মত মতের পরিপন্থী।

হাসান

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هو صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال -

এটি আরবীতে সিফাতে মুশাব্বাহ-এর শব্দ হুসন (حسن) থেকে নির্গত। অর্থ সুন্দর বা মনোরম।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : যেহেতু হাসান হাদীস সহীহ্ এবং যঈফ (বা দুর্বল)-এর মধ্যবর্তী অন্য আর এক প্রকার হাদীস, তাই এর সংজ্ঞা নিরূপণে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু কেউ কেউ একে একটি পৃথক প্রকার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। পৃথক পৃথকভাবে এসব সংজ্ঞা উল্লেখ করার পর গ্রহণযোগ্য অভিমতটি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

১. খাত্তাবির সংজ্ঞা

هو ما عرف مخرجه - واشتهر رجاله - وعليه مدار اكثر الحديث وهو الذى يقبله أكثر العلماء - ويستعمله عامة الفقهاء -

৩৭. উলূমুল হাদীস পৃ. ২৪

www.waytojannah.com

হাসান ঐ হাদীসকে বলা হয় যার উৎস সর্বজন পরিজ্ঞাত, রাবীগণ সুপ্রসিদ্ধ এবং যার উপর অধিকাংশ হাদীসের ভিত্তি স্থাপিত। আর অধিকাংশ আলিমের নিকট তা গ্রহণীয় এবং ফকীহগণ সাধারণত তা দলীল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।[৩৮]

২. ইমাম তিরমিযীর সংজ্ঞা : كل حديث يروى لا يكون فى اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ـ ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن ـ

ইমাম তিরমিযী বলেন, কোন হাদীসের সনদে যদি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন রাবী না থাকে, হাদীসটি শায না হয় এবং একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় তবে সেই হাদীসটি আমাদের নিকট হাসান হিসেবে স্বীকৃত।[৩৯]

৩. ইবনে হাজারের সংজ্ঞা : وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فان خف الضبط فالحسن لذاته ـ

যে খবরে ওয়াহিদ এর রাবীগণ ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং যার সনদ মুত্তাসিল, আর হাদীসটি যদি মুআল্লাল ও শায না হয়, তবে তাকে সহীহ্ লিযাতিহী' বলা হয়।'[৪০] আর যদি রাবীর পূর্ণ স্মরণশক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে তাকে 'হাসান লিযাতিহী' বলা হয়।[৪১]

এসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে হাজারের নিকট ঐ সহীহ রিওয়ায়াতকে হাসান বলা হবে, যার সনদে কোন রাবীর স্মরণশক্তির মধ্যে ত্রুটি বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। এটি হাসান হাদীস সনাক্ত করার সর্বোত্তম পন্থা। খাত্তাবির সংজ্ঞার ব্যাপারে অনেক সমালোচনা রয়েছে। অপরদিকে ইমাম তিরমিযী যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি হাসান লিগাইরিহী এর সংজ্ঞা, হাসান লিযাতিহী এর সংজ্ঞা নয়। আর হাসান লিগাইরিহী প্রকৃতপক্ষেই যঈফ (দুর্বল) রিওয়ায়াত। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার ফলে এটি হাসান এর পর্যায়ে উন্নীত হয়।

৪. গ্রহণীয় সংজ্ঞা : সুতরাং ইবনে হাজার প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই গ্রহণযোগ্য। সংজ্ঞাটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করা যায় :

---

৩৮. মুআলিমুস সুনান, ১ম খ. পৃ. ১১।
৩৯. তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খ. পৃ. ৫১৯।
৪০. শরহু নুখবাতিল ফিকার পৃ. ২৯।
৪১. শরহু নুখবাতিল ফিকার পৃ. ২৯।

www.waytojannah.com

Contents

হাসান ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ মুত্তাসিল, রাবী আদালতসম্পন্ন (ন্যায়পরায়ণ) তবে স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা রয়েছে। আর হাদীসটি শায ও মুআল্লাল হওয়ার ত্রুটি থেকে মুক্ত।

২. হুকুম

হাসান হাদীস কম শক্তিশালী হলেও দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি সহীহ হাদীসের সমমর্যাদাসম্পন্ন। এ কারণে সমস্ত ফুকাহায়ে কিরামই একে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর আমলও করেছেন। অভিজ্ঞ হাদীস বিশারদ ও উসূলবিদগণও একে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত। তবে মুষ্টিমেয় কট্টরপন্থী লোক এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা আরোপ করেছেন। হাকিম, ইবনে হিব্বান এবং ইবনে খুযাইমার ন্যায় উদারপন্থী মুহাদ্দিসগণ একে সহীহ্ হিসেবে গণ্য করেছেন। অবশ্য তারা একথা উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, এটি পূর্বে উল্লেখিত সহীহ্ হাদীস থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন।[৪২]

৩. উদাহরণ

এর উদাহরণ ইমাম তিরমিযীর এ রিওয়ায়াতটি। তিনি বলেন,

حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى عن أبى عمران الجونى عن ابى بكر بن ابى موسى الاشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف ..... (الحديث)

আমাদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন কুতাইবা, তিনি বলেন আমাদের নিকট রিওয়ায়াত করেছেন জাফর ইবনে সুলাইমান আযযাবয়ী, তিনি রিওয়ায়াত করেছেন আবূ ইমরান আলজুনী থেকে, তিনি আবূ বকর ইবনে আবূ মুসা আল আশআরী থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের দরজাসমূহ (জান্নাত) তলোয়ারের ছায়ার নীচে।[৪৩] ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান গরীব হিসেবে অভিহিত করেছেন। সনদ হিসেবে এ হাদীসটি হাসান। কেননা এর সনদের চারজন রাবীই সিকাহ শুধু জাফর ইবনে সুলাইমান আযযাবয়ী ছাড়া। তাঁর স্মৃতিশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। অবশ্য তিনিও সত্যবাদী। এ জন্যে হাদীসটি সহীহ এর স্তর থেকে হাসান এর স্তরে নেমে এসেছে।

৪২. তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. ১৬০ পৃ.।

৪৩. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫ম খ. পৃ. ৩০, জিহাদের ফযীলত পর্ব।

www.waytojannah.com

৪. হাসান এর স্তর

সহীহ্ হাদীস-এর মত হাসান হাদীসেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। ইমাম যাহাবী হাসান হাদীসের দু'টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা–

(ক) সর্বোচ্চ স্তর : এর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে নিম্নোক্ত সনদসমূহ,

بهز بن حكيم عن أبيه عن جده -

বাহয ইবনে হাকীম (রিওয়ায়াত করেছেন) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে। عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده আমর ইবনে শুআইব (রিওয়ায়াত করেছেন) তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে এবং ابن اسحاق عن التيمى তাইমী থেকে ইবনে ইসহাক প্রমুখ এর রিওয়ায়াত। এভাবে অনুরূপ আরো কতিপয় সনদকে সহীহ বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব রিওয়ায়াত সহীহ থেকে নিম্ন স্তরের।

(খ) এর পরের স্তরে রয়েছে ঐসব সনদ যেগুলো হাসান অথবা যঈফ (বা দুর্বল) হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন– হারিস ইবনে আবদুল্লাহ আসিম ইবনে দামারা এবং হাজ্জাজ ইবনে আরতাহ প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস।

৫. সহীহুল ইসনাদ এবং হাসানুল ইসনাদ (ক) মুহাদ্দিসীনে কিরাম কখনো কোন হাদীসের ব্যাপারে সহীহুল ইসনাদ (এর সনদ সহীহ) এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করেন। আবার কখনো কোন হাদীসের ব্যাপারে বলেন, হাযা হাদীসুন সহীহুন (এটা সহীহ হাদীস)।

(খ) অনুরূপ কোন হাদীসের ক্ষেত্রে বলেন, হাযা হাদীসুন হাসানুল ইসনাদ (هذا حديث حسن الإسناد) এ হাদীসের সনদ হাসান। আবার কখনো বলেন– হাযা হাদীসুন হাসানুন (هذا حديث حسن) এটা হাসান হাদীস। এরূপ বলার কারণ, কখনো কোন হাদীসের সনদ সহীহ্ অথবা হাসান হয় বটে, কিন্তু এর মতন হয়ে থাকে শায অথবা মুআল্লাল। সুতরাং যখন কোন মুহাদ্দিস কোন হাদীসের ব্যাপারে হাযা হাদীসুন সহীহ (هذا حديث صحيح) এটা সহীহ্ হাদীস বলবেন, তখন এর অর্থ হবে এ হাদীসের মধ্যে হাদীস সহীহ হওয়ার পাঁচটি শর্তই বিদ্যমান আছে। কিন্তু যখন কোন রিওয়ায়াত এর ব্যাপারে বলবেন (هذا حديث صحيح الإسناد) হাযা হাদীসুন সহীহুল ইসনাদ- এ হাদীসের সদন সহীহ, তখন এর অর্থ হবে, হাদীস সহীহ হওয়ার তিনটি শর্ত এতে বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ এর সনদ মুত্তাসিল এবং রাবীগণ ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ সংরক্ষণশক্তি সম্পন্ন। কিন্তু হাদীসটি শায ও মুআল্লাল হওয়া থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু যদি কোন নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস হাদীসের ব্যাপারে (هذا

www.waytojannah.com

حديث صحيح الإسناد) হাযা হাদীসুন সহীহুল ইসনাদ, এ হাদীসের সনদ সহীহ বলে মন্তব্য করেন এবং এর কোন দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ না করেন, তখন বাহ্যত; এর অর্থ হবে এ হাদীসের মতন সহীহ। কেননা প্রকৃতপক্ষে শায ও ইল্লাতমুক্ত হওয়াটাই হাদীসের মূল বিবেচ্য বিষয়।

৬. ইমাম তিরমিযীর উক্তি হাসানুন সহীহুন-এর মর্মার্থ

মর্যাদাগত দিক দিয়ে হাসান ও সহীহ্ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযীর হাসান ও সহীহ শব্দদ্বয় প্রয়োগের বিষয়টি বাহ্যত একটি কঠিন সমস্যা মনে হয়। ইমাম তিরমিযীর এ উক্তির নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনের জন্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো হাফিয ইবনে হাজারের অভিমতটি। ইমাম সুয়ূতীও এ মতটি গ্রহণ করেছেন। এ মতের সারনির্যাস নিম্নরূপ।

(ক) যদি কোন হাদীসের একাধিক সনদ পাওয়া যায়, তখন এর অর্থ হবে এক সনদ হিসেবে হাদীসটি হাসান এবং অন্য সনদ হিসেবে সহীহ।

(খ) আর যদি হাদীসের সনদ একটি হয় তখন এর অর্থ হবে এক সম্প্রদায়ের নিকট হাদীসটি হাসান এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিকট এটি সহীহ।

সুতরাং এরূপ পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে ইমাম তিরমিযী এ ধরনের হাদীসের হুকুমের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন অথবা এর কোন একটি মতকেও তিনি প্রাধান্য দিতে চাচ্ছেন না।

৭. ইমাম বাগবীর প্রকারভেদ

ইমাম বাগবী তাঁর মাসাবীহ[৪৪] গ্রন্থে সহীহ এবং হাসান হাদীসের এক বিশেষ পরিভাষার প্রবর্তন করেছেন। তিনি সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) অথবা যে কোন একটি গ্রন্থ থেকে সংকলিত হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ এবং সুনানে আরবাআ[৪৫] থেকে সংকলিত হাদীসের ক্ষেত্রে 'হাসান' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ পরিভাষা মুহাদ্দিসীনে কিরামের সাধারণ পরিভাষা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা সুনানে আরবাআ গ্রন্থে সহীহ, হাসান, যঈফ ও মুনকার সব ধরনের হাদীসই বিদ্যমান। এ কারণেই ইবনুস সালাহ ও ইমাম নববী (র) মাসাবীহ গ্রন্থের পাঠকদেরকে ইমাম বাগবীর এ বিশেষ পরিভাষা সহীহ কিংবা হাসান সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন।

---

৪৪. এ গ্রন্থের পূর্ণ নাম হলো মাসাবীহুস সুন্নাহ। এতে সহীহাইন, সুনানে আরবাআ এবং দারেমী গ্রন্থের হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে। খতীব তাবরীযী এ গ্রন্থটিকে সুসজ্জিত করে তার নাম দিয়েছেন মিশকাতুল মাসাবীহ।

৪৫. সুনানে আরবাআ বলতে সাহীহাইন বাদে সিহাহ সিত্তার অন্য চারখানা হাদীস গ্রন্থ। আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহকে বুঝায়।

www.waytojannah.com

Contents

৮. হাসান হাদীসের আকর গ্রন্থাবলী

হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সহীহ্ হাদীসের ন্যায় পৃথকভাবে শুধু হাসান হাদীসের ওপর কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেননি। অবশ্য এমন কিছু গ্রন্থ রয়েছে যাতে বিপুল পরিমাণে হাসান হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এরূপ প্রসিদ্ধ কয়েকখানা গ্রন্থ হচ্ছে,

(ক) জামিউত তিরমিযী

এটি সুনানে তিরমিযী নামে প্রসিদ্ধ। হাসান হাদীস পরিচিতির জন্য এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। হাসান হাদীস রিওয়ায়াতে ইমাম তিরমিযী সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এবং তিনি সবচেয়ে বেশি হাসান হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

কিন্তু তিরমিযীর কোন কোন কপি এমনও আছে, যাতে হাসান কিংবা সহীহ আখ্যার ক্ষেত্রে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে পাঠকের কর্তব্য হলো নির্ভুল কপি অনুসন্ধান করা এবং নির্ভরযোগ্য মৌলনীতির সাথে তুলনা করে দেখা।

(খ) সুনানে আবী দাউদ

ইমাম আবু দাউদ মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে তাঁর 'রিসালাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এতে সহীহ হাদীস এবং তাঁর সমকক্ষ ও অনুরূপ হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত করবেন। যেসব রিওয়ায়াত অত্যধিক ত্রুটিপূর্ণ তা তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। আর যেসব রিওয়ায়াত সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি, তা সহীহ। সুতরাং যেসব রিওয়ায়াতের দুর্বলতা তিনি বর্ণনা করেননি এবং এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন ইমাম প্রত্যয়ন করেননি তা ইমাম আবু দাউদের নিকট হাসান হিসেবে স্বীকৃত।

(গ) সুনানে দারাকুত্নী

ইমাম দারা কুতনী তাঁর সুনান গ্রন্থে হাসান হাদীসই রিওয়ায়াত করেছেন বেশি।

সহীহ্ লিগাইরিহী

১. সংজ্ঞা

هو الحسن لذاته اذا روى من طريق اخر مثله اوا قوى منه وسمى صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له ـ

সহীহ্ লিগাইরিহী প্রকৃতপক্ষে ঐ হাসান লিযাতিহী হাদীসকে বলা হয় যা অনুরূপ আরো একটি সূত্রে কিংবা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে যেহেতু এটি সনদ হিসেবে নয়, বরং অন্য একটি রিওয়ায়াত-এর কারণে সহীহ-এর

www.waytojannah.com

Contents

মানে উন্নীত হয়েছে তাই একে সহীহ লিগাইরিহী (তথা অন্যের কারণে সহীহ) বলা হয়ে থাকে।

২. মর্যাদা বা স্থান : দলীল হিসেবে সহীহ লিগাইরিহীর স্থান হাসান লিযাতিহীর উপরে এবং সহীহ লিযাতিহীর নীচে।

৩. উদাহরণ : এর দৃষ্টান্ত হলো এ হাদীসটি,

محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو لا ان أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ـ

মুহাম্মদ ইবনে আমর আবূ সালামা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময় তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[৪৬]

ইবনুস সালাহ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আলকামাহ সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবীদের অন্তর্ভুক্ত নন। এমনকি কেউ কেউ তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁর সততা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে সিকাহ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং এ হিসেবে তাঁর হাদীসকে হাসান বলা যায়। এখন তাঁর হাদীসকে শক্তিশালী করার জন্য অন্য কোন সূত্রে অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণিত হলে তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতাও দূরীভূত হয়ে যায় এবং হাদীসটিও সহীহ্ এর মানে উন্নীত হয়।[৪৭]

হাসান লিগাইরিহী

১. সংজ্ঞা

هو الضعيف اذا تعددت طرقه ـ ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوى أو كذبه ـ

'হাসান লিগাইরিহী' ঐ যঈফ (দুর্বল) রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর দুর্বলতার কারণ রাবীর ফিস্ক অথবা মিথ্যাচারিতা নয়। এ সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, যঈফ রিওয়ায়াত নিম্নের দু'টি কারণের যে কোন একটির ভিত্তিতে যঈফ থেকে হাসান লিগাইরিহীর স্তরে উন্নীত হতে পারে।

৪৬. তাহারাত অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।
৪৭. উলূমুল হাদীস পৃ. ৩১-৩২।

www.waytojannah.com

Contents

(ক) রিওয়ায়াতটি ঐ যঈফ সনদ ব্যতীত অনুরূপ অথবা তার চেয়ে শক্তিশালী এক বা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে।

(খ) হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণ যদি হয় রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা কিংবা সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা রাবী অপরিচিত হওয়া।

২. মর্যাদা বা স্থান : দলীল হিসেবে হাসান লিগাইরিহীর মর্যাদা বা স্থান হাসান লিযাতিহীর নিম্নে। সুতরাং হাসান লিযাতিহী এবং হাসান লিগাইরিহীর মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে হাসান লিযাতিহীকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৩. হুকুম : হাসান লিগাইরিহী গ্রহণীয় হাদীসের একটি প্রকার। সুতরাং একে দলীল হিসেবে পেশ করা যায়।

৪. উদাহরণ

رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فاجاز -

ইমাম তিরমিযী শুবার সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন। তিনি (শুবা) রিওয়ায়াত করেছেন আসিম ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে রবীআ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, বনী ফুযারা গোত্রের জনৈকা মহিলা এক জোড়া জুতার মাহরের বিনিময়ে বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একজোড়া জুতার বিনিময়ে এই বিয়েতে রাযী আছ? স্ত্রী লোকটি উত্তর দিলো হ্যা, তখন রাসূল (সা) এ বিয়ের বৈধতা ঘোষণা করলেন।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করার পর বলেছেন যে, এ রিওয়ায়াতটি অন্য অধ্যায়ে উমর, আবূ হুরাইরা, আয়েশা ও আবু হাদরাদ[৪৮] (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসের রাবী আসিম তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে যঈফ। কিন্তু অপরাপর সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার কারণে ইমাম তিরমিযী একে হাসান বলেছেন।

---

৪৮. জামিউত তিরমিযী, নিকাহ অধ্যায়।

www.waytojannah.com

Contents

করীনার (বিশেষ চিহ্ন বা কারণ) ভিত্তিতে খবরে আহাদ-এর গ্রহণযোগ্যতা

১. ভূমিকা : মাকবুল হাদীসের প্রকারভেদ আলোচনার পরিসমাপ্তিতে ঐসব গ্রহণীয় হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করা যাক, যার গ্রহণযোগ্যতা বিভিন্ন করীনার (বিশেষ কারণের) উপর নির্ভরশীল। করীনা দ্বারা এখানে গ্রহণযোগ্যতার জন্য জরুরী শর্তাবলীর উপর আরোপিত কতিপয় অতিরিক্ত বিষয় বা কারণকে বোঝানো হচ্ছে। এসব অতিরিক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এ রিওয়ায়াত শক্তিশালী হয় ও গ্রহণযোগ্যতার মানে উন্নীত হয় এবং ঐসব রিওয়ায়াতের ওপর প্রাধান্য পায় যেসব রিওয়ায়াতের মধ্যে ঐসব বিষয় অনুপস্থিত।

২. প্রকারভেদ : করীনা সম্বলিত প্রাধান্যপ্রাপ্ত খবর কয়েক ভাগে বিভক্ত। এর প্রসিদ্ধ কয়েকটি প্রকার নিম্নরূপ,

(ক) ঐসব হাদীস যা বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন। যদিও তা মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌঁছেনি তবুও তা গ্রহণ করার ব্যাপারে কতকগুলো করীনা রয়েছে। প্রসিদ্ধ কয়েকটি করীনা নিম্নরূপ,

(১) হাদীসশাস্ত্রে উভয় ইমামের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত।

(২) গায়র সহীহ্ হাদীস থেকে সহীহ্ হাদীস পৃথক করার ব্যাপারে উভয় ইমামের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

(৩) গোটা আলিম সমাজই তাঁদের গ্রন্থদ্বয়কে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে নিয়েছে। এরূপ গ্রহণযোগ্যতা শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে ঐসব রিওয়ায়াতের চেয়েও অধিক শক্তিশালী যা অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছেনি।

(খ) বিভিন্নসূত্রে বর্ণিত এমনসব মাশহুর রিওয়ায়াত যার রাবীগণ দুর্বলতা ও ইল্লাত (সূক্ষ্মত্রুটি) থেকে মুক্ত।

(গ) এরূপ হাদীস-যা ধারাবাহিকভাবে নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে শর্ত হলো রিওয়ায়াতটি গারীব হবে না। যেমন– এরূপ হাদীস যা ইমাম আহমাদ ইমাম শাফিয়ী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম শাফিয়ী ইমাম মালিক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ ইমাম শাফিয়ী থেকে ঐ হাদীস রিওয়ায়াতে অন্যদের সাথে শরীক ছিলেন। এভাবে ইমাম শাফিয়ীও মালিক থেকে হাদীস রিওয়ায়াতে অন্য রাবীদের সাথে শরীক ছিলেন।

৩. হুকুম : গ্রহণীয় খবরে ওয়াহিদের মধ্যে এ ধরনের বিশেষ করীনা সম্বলিত খবর বা হাদীসই হচ্ছে অধিক শক্তিশালী রিওয়ায়াত। সুতরাং অন্যান্য গ্রহণীয় খবরে ওয়াহিদের সাথে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সময় এটি প্রাধান্য পাবে।

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় পাঠ

আমল করার নিরিখে খবরে মাকবূল (গ্রহণীয় খবর) এর প্রকারভেদ

আমল হিসেবে খবরে মাকবূল দু'ভাগে বিভক্ত। মা'মূল বিহী ও গায়র মা'মূল। এ দু'প্রকার হাদীসের ওপর ইলমে হাদীস-এর অন্যতম দু'টি শাখার উৎপত্তি হয়েছে। যথা– মুহ্কাম ও মুখতালাফুল হাদীস (المحكم ومختلف الحديث) এবং নাসিখ ও মানসুখ (الناسخ والمنسوخ) হাদীস।

মুহকাম ও মুখতালাফুল হাদীস

১. মুহ্কাম-এর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هو اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن

এটি আরবী ভাষায় আহকামা (أحكم) থেকে ইসমে মাফউল। অর্থ মযবূত।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : هو الحديث المقبول الذى سلم من معارضة مثله -

পরিভাষায় এমন হাদীসে মাকবূলকে মুহ্কাম বলা হয় যা অনুরূপ হাদীসের বিরোধিতা থেকে মুক্ত। অধিকাংশ হাদীসই এ প্রকারের। সমগ্র হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বযুক্ত হাদীসের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

২. মুখতালাফুল হাদীস-এর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هو اسم فاعل من الإختلاف ضد الاتفاق - ومعنى مختلف الحديث اى الأحاديث التى تصلنا و يخالف بعضها بعضا فى المعنى - اى يتضادان فى المعنى -

এটি 'ইখতিলাফ' (الإختلاف) থেকে ইসমে ফায়িল। 'ইত্তিফাক' (الاتفاق)-এর বিপরীতার্থক শব্দ। অর্থাৎ-ঐসব হাদীস যা আমাদের নিকট এভাবে পৌঁছেছে যে, তার অর্থ একটা আরেকটার বিপরীত অর্থাৎ পারস্পরিক বিপরীতার্থক।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع امكان للجمع بينهما -

www.waytojannah.com

Contents

পরিভাষায় ঐ হাদীসকে মুখতালাফুল হাদীস বলা হয়, যা অনুরূপ হাদীসের সাথে (শব্দ বা মর্মার্থের নিরিখে) পারস্পরিক দ্বন্দ্বযুক্ত। তবে উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। অর্থাৎ এমন সহীহ কিংবা হাসান হাদীস, যার সাথে সমমর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোন হাদীসের অর্থগত দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞ আলিম ও সঠিক সমঝদার ব্যক্তিদের পক্ষে উভয়ের অর্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে গ্রহণযোগ্যতার রূপ দেয়া সম্ভব।

৩. মুখতালাফ হাদীস-এর উদাহরণ : (ক) ـ لا عدوى و لا طيرة "রোগের মধ্যে কোন সংক্রামক ব্যাধি বা কুলক্ষণ নেই"। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম রিওয়ায়াত করেছেন। এর সাথে নিম্নোক্ত হাদীসের দ্বন্দ্ব রয়েছে।

(খ) فر من المجذوم فرارك من الاسد "কুষ্ঠ রোগ থেকে তোমরা সেভাবে পলায়ন করো, যেভাবে বাঘ থেকে পলায়ন করে থাকো।" এ হাদীসটি ইমাম বুখারী রিওয়ায়াত করেছেন।

এ দু'টি হাদীসই সহীহ। অথচ বাহ্যত উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। কেননা প্রথমোক্ত হাদীসে সংক্রামক ব্যাধিকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় হাদীসে তা স্বীকার করা হয়েছে। এ কারণে আলিমগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও উভয় হাদীসের মর্মার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসংগে হাফিয ইবনে হাজার আস্‌কালানী যে সমাধান পেশ করেছেন, এখানে আমরা তা উল্লেখ করবো। সমাধানটি নিম্নরূপ,

৪. সমন্বয় সাধন : পরস্পর বিরোধী এ হাদীসদ্বয়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, মূলত কোন সংক্রামক ব্যাধির অস্তিত্ব নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : لا يعدى شيء شيئا

কোন বস্তু অন্য কোন বস্তু সংক্রামিত করতে পারে না।[৪৯]

এভাবে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলো যে, খোস-পাঁচড়াযুক্ত অসুস্থ উট সুস্থ উটের মধ্যে ছেড়ে দিলে এক সাথে চলা ফেরা করার কারণে সুস্থ উটও সংক্রামিত বা রোগাক্রান্ত হতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, فمن أعد الأول؟ তাহলে প্রথম উটটিকে কে রোগাক্রান্ত করলো?[৫০]

৪৯. জামিউত তিরমিযী ক্বদর অধ্যায়, ইমাম আহমাদও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৫০. সহীহ্ বুখারী ২য় খ. পৃ. ৮৫৯ কিতাবুতিব। ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ এবং আহমাদও হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রথম উটটির ভেতরে যেভাবে এ রোগ সৃষ্টি করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই দ্বিতীয় উটটির ভেতরও এ রোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আর কুষ্ঠ রোগ থেকে পলায়ন করা এবং সে এলাকা থেকে দূরে চলে যাওয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা মূলত এ কারণে যে, কোন ব্যক্তি কুষ্ঠ রোগী থেকে পৃথক না হয়ে যদি এ রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার মধ্যে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, কুষ্ঠ রোগ সংক্রামকব্যাধি হওয়ার কারণেই সে এর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এভাবে সংক্রামক ব্যাধির অস্তিত্ব স্বীকার করে সে গুনাহর কাজে পতিত হতে পারে। এরূপ গুনাহর আকীদাহ পরিহার করার জন্যই কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে যদি ঐ এলাকা থেকে দূরে অন্য কোথাও গিয়ে এ রোগেই আক্রান্ত হয়, তখন তার বিশ্বাস হবে যে, পূর্ব থেকেই আল্লাহ তাঁর তাকদীরে এ রোগ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। এটা তার মধ্যে সংক্রামিত হয়নি।

৫. পরস্পরবিরোধী দুটি গ্রহণীয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন : দুটি গ্রহণীয় হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হলে–

নিম্নের যে কোন একটি বিষয় অবলম্বন করা যেতে পারে,

(ক) যদি উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়, তবে উভয়টির ওপর আমল করাই ওয়াজিব।

(খ) আর যদি উভয় রিওয়ায়াতের ওপর আমল করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার সমাধান নিম্নরূপ,

১. যদি এটা জানা যায় যে, উভয় হাদীসের একটি নাসিখ এবং অপরটি মানসূখ, তাহলে নাসিখ হাদীসটি প্রাধান্য পাবে ও তার ওপর আমল করতে হবে এবং মানসূখ হদীসটিকে আমলের ক্ষেত্রে শূন্য রাখতে হবে।

২. আর যদি নাসিখ ও মানসূখ সম্পর্কে অবহিত হওয়া না যায়, তাহলে প্রাধান্য প্রদানের জন্য বিদ্যমান পঞ্চাশের অধিক উপায় থেকে যে কোন একটির ওপর ভিত্তি করে একটি রিওয়ায়াতকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিতে হবে এবং আমল করতে হবে।

৩. এরপরও যদি কোন কারণে বিপরীতার্থক আরেকটির উপর প্রাধান্য দেয়া না যায়; অবশ্য এরূপ ঘটনা বিরল। তাহলে উভয় রিওয়ায়াতের ওপর আমল করা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে যতক্ষণ না কোন একটি রিওয়ায়াতের পক্ষে প্রাধান্যের কারণ প্রতিভাত হয়।

৬. এ বিষয়ের গুরুত্ব : হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের এ বিষয়টি ইলমে হাদীসের একটি গুরুত্বপর্ণ বিষয়। সব আলিমই এ বিষয়টি জানার মুখাপেক্ষী। কিন্তু এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কেবল সেইসব ইমাম যাঁরা একই সাথে হাদীস, ফিক্‌হ ও উসূল শাস্ত্রে পারদর্শী এবং সূক্ষ্ম অর্থ উদঘাটনে সক্ষম। এ পর্যায়ের বিজ্ঞ ইমামগণের কাছে খুব কম সংখ্যক হাদীসই জটিল মনে হয়।

www.waytojannah.com

তবে এটা ঠিক যে, দলীলসমূহের এ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মেটাতে উলামায়ে কিরামকেও হিমশিম খেতে হয়। এরই মাধ্যমে তাঁদের পূর্ণতা, সূক্ষ্ম বোধগম্যতা এবং উত্তম দলীল বাছাই করার যোগ্যতা প্রকাশ পায়। এভাবে এর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক অনভিজ্ঞ আলিমের পদস্খলনও ঘটে এবং তারা সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে ভুল করে থাকেন।

৭. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) ইখতিলাফুল হাদীস (اختلاف الحديث) : এর প্রণেতা ইমাম শাফিয়ী (র)। তিনিই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন।

(খ) তাবীলু মুখতালাফুল হাদীস[৫১] (تأويل مختلف الحديث) : এ গ্রন্থের প্রণেতা ইবনে কুতাইবা আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম।

(গ) মুশকিলুল আসার (مشكل الآثار) : প্রণেতা ইমাম তাহাবী[৫২] আবু জা'ফর আহমাদ ইবনে সালামা।

নাসিখ ও মানসূখ হাদীস

১. নাস্খ-এর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

له معنيان : الازالة ومنه نسخت الشمس الظل اى ازالته والنقل ومنه نسخت الكتاب اذا نقلت ما فيه فكأن الناسخ قد ازال المنسوخ او نقله الى حكم اخر ـ

অভিধানে এর দু'টি অর্থ করা হয়েছে। একটি হলো দূরীভূত করা বা মিটিয়ে দেয়া। যেমন, বলা হয়ে থাকে সূর্যের রশ্মি ছায়া দূরীভূত করে দিয়েছে। অপরটি হলো পরিবর্তন করা। যেমন, نسخت الكتاب কিতাবটি পরিবর্তন করা হয়েছে। একথাটি তখন বলা হয় যখন কিতাবে যা আছে তা পরিবর্তন করে দেয়া হয়। সুতরাং আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখন এর অর্থ দাঁড়ায় নাসিখ যেন মানসূখকে মিটিয়ে দিয়েছে অথবা একটি হুকুম থেকে আরেকটি হুকুমে পরিবর্তন করে দিয়েছে।

---

৫১. এটি একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব হলেও বেশ মূল্যবান। জমাদিউল আউয়াল ১৩২৬ হি. পর্যন্ত এটি পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। বর্তমানে এটি মুহাম্মদ যহরী নাজ্জারের টীকাসহ মাকতাবাতু কুল্লিয়াতিল আযহার, কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহ এবং তার অর্থ ও সঠিক ব্যাখ্যাসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। (অনুবাদক)

৫২. ইমাম তাহাবী ফকীহ মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য। রিজাল শাস্ত্রের ইমামদের নিকট তিনি সিকাহ্ ও বিশ্বস্ত। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। মুশকিলুল আসার গ্রন্থটি তাঁর জীবনের সর্বশেষ গ্রন্থ। মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এটি একটি মহামূল্যবান অবদান। (অনুবাদক)

www.waytojannah.com

Contents

(খ) পারিভাষিক অর্থ

رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر -

শারি (বা বিধানদাতার) (شارع)-এর পক্ষ থেকে কোন নতুন বিধান দ্বারা পূর্বের বিধানকে রহিত করে দেয়াকে পরিভাষায় নাস্‌খ বলা হয়।

২. এর গুরুত্ব ও এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ ইমামগণ : নাসিখ ও মানসূখ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হওয়া একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। ইমাম যুহরী বলেন,

اعيا الفقاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه -

নাসিখ ও মানসূখ হাদীসের পরিচয় জানার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম কঠিন সমস্যায় পড়েছেন এবং এর পরিচয় জানতে তাঁরা অপারগ হয়েছেন।

ইমাম শাফিয়ী (র) এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ের অগ্রনায়ক ও খ্যাতিমান ইমাম ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) মিসর থেকে আগত ইবনে ওয়ারাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কি ইমাম শাফিয়ীর কিতাবসমূহ লিপিবদ্ধ করেছ, তিনি বললেন, না। তিনি আরো জানালেন, ইমাম শাফিয়ীর ছাত্র হওয়ার পূর্বে মুজমাল ও মুফাসসার এবং নাসিখ ও মানসূখ হাদীস সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না।

৩. নাসিখ ও মানসুখ চিনবার উপায় : নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ের মাধ্যমে নাসিখ ও মানসূখ হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

(ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা। যেমন, ইমাম মুসলিম বুরাইদা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন,

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الأخرة -

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারাত করো। কেননা তা পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(খ) সাহাবীর উক্তির মাধ্যমে। যেমন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন,

كان اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ আমল ছিল আগুনে পাকানো জিনিস খেয়ে অযূ না করা। সুনান গ্রন্থ প্রণেতাগণ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

www.waytojannah.com

(গ) তারীখ জানার মাধ্যমে। যেমন, শাদদাদ ইবনে আস-এর হাদীস,

أفطر الحاجم والمحجوم -

শিংগা যে লাগায় এবং যাকে লাগায় উভয়েরই রোযা ভংগ হয়ে যায়।[৫৩] এ হাদীসটি ইবনে আব্বাসের (রা) নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে গিয়েছে,

ان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ও ইহরামরত অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।[৫৪] কেননা শাদদাদ-এর হাদীসের কোন কোন সনদের মাধ্যমে জানা যায় যে, এটি ছিল মক্কা বিজয়ের সময়কার ঘটনা। অপরদিকে ইবনে আব্বাস (রা) বিদায় হজ্জের সময় রাসূলের একান্ত সঙ্গ লাভ করেছিলেন।

(ঘ) ইজমা'র মাধ্যমে। যেমন,

من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه -

কেউ মদ্যপান করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। চতুর্থ বার সে মদ্যপান করলে তাকে হত্যা করো।[৫৫]

ইমাম নববী বলেন, হাদীসটি মানসূখ (রহিত) হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও ইজমা নাসিখ বা মানসূখ কোনটিই হতে পারে না। কিন্তু এর দ্বারা রহিতকরণের ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) আল ই'তিবার ফিন্‌নাসিখি ওয়াল মানসূখি মিনাল আসারি : এ গ্রন্থের প্রণেতা আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল হাযিমী।

الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاثار لأبى بكر محمد بن موسى الحازمى

(খ) আন্‌নাসিখু ওয়াল মানসূখু : প্রণেতা ইমাম আহমাদ।

الناسخ والمنسوخ للامام أحمد -

(গ) তাজরীদুল আহাদীসিল মানসূখা : প্রণেতা ইবনুল জাওযী।

تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزى -

---

৫৩. ইমাম আবূ দাউদ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৫. আবু দাউদ ও তিরমিযী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৪. ইমাম মুসলিম এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
খবরে মারদূদ

প্রথম পাঠ : যঈফ

দ্বিতীয় পাঠ : সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মারদূদ
তৃতীয় পাঠ : রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে মারদূদ

খবরে মারদূদ ও রদ-এর কারণসমূহ

১. সংজ্ঞা : هو الذى لم يترجح صدق المخبربه -

যে খবরের সত্যতাকে প্রাধান্য দেয়া যায় না, তাকে খবরে মারদূদ বলা হয়। আর এটি মাকবূল হাদীসের এক বা একাধিক শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে হয়ে থাকে, যা ইতিপূর্বে সহীহ্ পর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

২. প্রকারভেদ ও রদ এর কারণসমূহ : উলামায়ে কিরাম খবরে মারদূদকে বহু প্রকারে বিভক্ত করেছেন।[৫৬] এর অধিকাংশ প্রকারের পৃথক পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন প্রকারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নামের পরিবর্তে সাধারণভাবে যঈফ বলা হয়েছে।

হাদীস মারদূদ হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তবে এর মধ্যে দু'টি মৌলিক কারণ নিম্নরূপ,

(ক) সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া।

(খ) রাবীর দোষক্রটি।

এর প্রত্যেকটি আবার বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। এর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। তবে সর্বপ্রথম মারদূদ এর সাধারণ প্রকার 'যঈফ' সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

---

৫৬. এর প্রকারভেদের সংখ্যা চল্লিশের ওপরে।

www.waytojannah.com

প্রথম পাঠ
যঈফ

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : ضدا القوى - والضعف حسى ومعنوى - والمرادبه هنا الضعف المعنوى -

আরবী যঈফ শব্দটি আলকাভী (القوى) অর্থাৎ শক্তিশালী এর বিপরীতার্থক শব্দ। দুর্বলতা দু ধরনের হতে পারে। যেমন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দুর্বলতা ও অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। হাদীসের দুর্বলতা দ্বারা এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে বুঝানো হয়েছে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : هو مالم يجمع صفة الحسن - بفقد شرط من شروطه -

পরিভাষায় যঈফ' ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যা হাসান হাদীসের শর্তাবলীর কোন একটি শর্ত বাদ পড়ার কারণে হাসান এর স্তরে পৌছতে পারেনি।

বাইকূনী তাঁর মানযুমাত গ্রন্থে কাব্যে বলেন,

وكل ما عن رتبة الحسن قصر * فهو الضعيف وهو اقسام كثر -

হাসান-এর নিম্নমানের রিওয়ায়াতকে যঈফ বলা হয়। আর এটি অনেক প্রকারে বিভক্ত।

২. বিভিন্ন স্তর : সহীহ্ হাদীসের ন্যায় যঈফ হাদীসও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। যেমন–

(ক) যঈফ (ضعيف) দুর্বল।

(খ) যঈফ জিদ্দান (ضعيف جدا) খুব দুর্বল।

(গ) আল-ওয়াহী (الواهى) দুর্বলতম।

(ঘ) মুনকার (المنكر)।

(ঙ) মাওযূ (الموضوع)।[৫৭] এটি যঈফ-এর নিম্নতম স্তর।

৩. দুর্বলতম সনদ : সহীহ পর্বে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে উলামায়ে কিরাম যঈফ পর্বে দুর্বলতম সনদ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। ইমাম হাকিম নীশাপুরী[৫৮] দুর্বলতম সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

৫৭. উলূমুল হাদীস, মারিফাতুল মাওযূ, পৃ. ৮৯

৫৮. মারিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ৭১-৭২

www.waytojannah.com

করেছেন এবং একে বিভিন্ন সাহাবা, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এখানে হাকিম প্রমুখের গ্রন্থ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো,

(ক) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর দিকে নিসবাতকৃত দুর্বলতম সনদ হলো,

صدقة بن موسى الدقيقى عن فرقد السبخى عن مرة الطيب عن ابى بكر -

সাদাকা ইবনে আদদাকীকী রিওয়ায়াত করেছেন ফারকাদ আস্‌সাবখী থেকে, তিনি মুররা আত্‌তীব থেকে, তিনি আবু বকর (রা) থেকে।[৫৯]

(খ) সিরিয়া বাসীদের দুর্বলতম সনদ হলো, محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن ابى أمامة -

মুহাম্মাদ ইবনে কাইস আলমাসলূব রিওয়ায়াত করেছেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে যাহর থেকে, তিনি রিওয়ায়াত করেছেন আলী ইবনে ইয়াযীদ থেকে, তিনি কাসিম থেকে, তিনি আবূ উসামা থেকে।[৬০]

(গ) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত দুর্বলতম সনদ : السدى الصغير محمد بن مروان عن الكلبى عن ابى صالح عن ابن عباس -

আস্‌সাদী আস্‌সাগীর মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান রিওয়ায়াত করেছেন কালবী থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে। হাফিয ইবনে হাজার বলেন, এটি স্বর্ণ-সূত্র নয়, বরং এটি হলো মিথ্যাপূর্ণ সূত্র।[৬১]

৪. উদাহরণ : ইমাম তিরমিযী হাকীম আল-আছরাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবু তামীমা আলহুজাইমী থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে। আবূ হুরাইরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন,

من اتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد -

যে ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অথবা পেছন দ্বার দিয়ে স্ত্রী সহবাস করে কিংবা অদৃশ্যের বিষয়সমূহ বর্ণনা করে, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতারিত ওহীকে অস্বীকার করলো।[৬২]

---

৫৯. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ৭১-৭২।

৬০. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ৭১-৭২।

৬১. তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ১৮১।

৬২. জামিউত তিরমিযী, ১ম খ. পৃ. ৩৮-৩৯, তাহারাত অধ্যায় (باب فى كراهية اتيان الحائض)

www.waytojannah.com

Contents

এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী বলেন, উল্লেখিত সনদ ছাড়া এ হাদীসটি অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয়নি। ইমাম বুখারীও এ সনদটিকে দুর্বল বলেছেন। কেননা এ হাদীসের সনদে হাকীম আল আছরাম নামে জনৈক রাবী রয়েছেন। উলামায়ে কিরাম তাঁকে দুর্বল বলেছেন। হাফিয ইবনে হাজার তাকরীবুত্ তাহযীব গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের সনদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

৫. যঈফ হাদীস রিওয়ায়াতের হুকুম : মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট মাওযূ (মিথ্যা বা বানোয়াট) হাদীস ব্যতীত সমস্ত যঈফ হাদীস দুর্বলতা ও সনদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা ছাড়াই রিওয়ায়াত করা জায়েয। তবে শর্ত হলো,

(ক) হাদীসটি দীনি আকীদাহ সম্পর্কিত হবে না। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলী।

(খ) হাদীসটি শরীআতের বিধি বিধান তথা হালাল ও হারাম বর্ণনাকারী হবে না।

অর্থাৎ উপদেশ, উৎসাহ প্রদান ও ভয় ভীতি প্রদর্শন, কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনা এবং এ জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে যঈফ (দুর্বল) হাদীস রিওয়ায়াত করা জায়েয। মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে সুফইয়ান সাওরী, আবদুর রহমান ইবনে মাহ্দী ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) যঈফ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।[৬৪]

তবে যখন সনদ উহ্য রেখে যঈফ হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়, তখন (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলেছেন একথা বলা যাবে না। বরং বলতে হবে (روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে অথবা (بلغنا عنه كذا) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। যাতে জানা সূত্রে রাসূলের (সা) দিকে দৃঢ়ভাবে এরূপ যঈফ হাদীসের নিসবাত করা না হয়।

৬. হুকুম : যঈফ হাদীসের ওপর আমল করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে তিনটি শর্তসাপেক্ষে ফাযাইলে আ'মাল এর ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা মুসতাহাব। হাফিয ইবনে হাজারের[৬৫] মতে শর্ত তিনটি হলো,

(ক) হাদীসটি অধিক দুর্বল না হওয়া।

---

৬৪. উলূমুল হাদীস পৃ. ৯৩, আল কিফায়াহ পৃ. ১৩৩-১৩৪

باب التشدد فى احاديث الاحكام والتجوز فى فضائل الاعمال

৬৫. তাদরীবুর রাবী ১ম খ. পৃ. ২৯৮-২৯৯ ফাতহুল মুগীস ১ম খ. পৃ. ২৬৮।

www.waytojannah.com

(খ) হাদীসটি আমল উপযোগী হওয়া এবং তা শরয়ী বিধি-বিধান ও উসূলের বিপরীত না হওয়া।

(গ) আমলের সময় হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ না করে বরং সতর্কতার সাথে তার উপর আমল করতে হবে।

৭. যঈফ হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী : যঈফ হাদীসের গ্রন্থাবলী দু'ভাগে বিভক্ত,

(ক) যঈফ রাবীদের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ : যেমন–ইবনে হিব্বান রচিত কিতাবুদ্দুআফা (كتاب الضعفاء لا بن حبان) ইমাম যাহাবী রচিত মীযানুল ই'তিদাল[৬৬] (ميزان الاعتدال للذهبي) তাঁরা গ্রন্থদ্বয়ে এমন হাদীসের উদাহরণসমূহ পেশ করেছেন, যা দুর্বল রাবীদের দুর্বলতার কারণে যঈফ প্রমাণিত হয়েছে।

(খ) যঈফ হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ : যেমন মুরসাল, মু'আল্লাল ও মুদরাজ রিওয়ায়াত ইত্যাদি। এর দৃষ্টান্ত হলো ইমাম আবু দাউদ রচিত কিতাবুল মারাসীল (كتاب المراسيل لأبى داود) এবং ইমাম দারা কুতনী রচিত কিতাবুল ইলাল (كتاب العلل للدارقطني)।

দ্বিতীয় পাঠ

সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মারদূদ

১. সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ : এর অর্থ হলো, সনদের ধারাবাহিকতা থেকে এক বা একাধিক বারী বাদ পড়ে যাওয়া। সেটা প্রথম সনদ থেকে বাদ পড়ুক বা শেষ সনদ থেকে কিংবা মধ্য সনদ থেকে। রাবী ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ুক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, প্রকাশ্যভাবে বাদ পড়ুক বা অপ্রকাশ্যভাবে।

২. রাবী বাদ পড়ার প্রকারভেদ : রাবী বাদ পড়ার প্রক্রিয়াকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা প্রকাশ্যভাবে বাদ পড়া এবং গোপনে বাদ পড়া।

(ক) সিকতে যাহির (سقط ظاهر) বা প্রকাশ্যভাবে বাদ পড়া : রাবী বাদ পড়ার এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও ইলমে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাপর ব্যক্তিগণ অবগত আছেন। রাবী বাদ পড়ার এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মাধ্যম হলো-রাবী ও তাঁর শাইখ বা শিক্ষক এর মধ্যে সাক্ষ্যাৎ না হওয়া। এটা উভয়ের একই যুগের না হওয়ার কারণেও হতে পারে আবার একই যুগের কিন্তু অন্য যে কোন কারণে সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণেও হতে পারে। (যেমন–শাইখ থেকে মৌখিকভাবে কিংবা

---

৬৬. মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থটি যদিও যঈফ রাবীদের জীবনী সম্বলিত তথাপি বেশ কিছু সিকাহ রাবীদের জীবনীও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। চার খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থটি দারুল মারিফ বৈরুত, লেবানন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকারের পূর্ণ নাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ উসমান যাহাবী (র) [illegible]

www.waytojannah.com

লিখিতভাবে হাদীস রিওয়ায়াতের অনুমতি না পাওয়া) এ কারণে ইলমে হাদীসের গবেষকের জন্য রাবীদের জীবন বৃত্তান্ত, তাঁদের জন্ম- মৃত্যু, তাঁদের হাদীস শিক্ষার সময় ও কাল এবং হাদীস অন্বেষণে তাঁদের দেশ ভ্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে স্ববিস্তারে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

রাবী পরিত্যক্ত হওয়ার স্থান অথবা পরিত্যক্ত রাবীদের সংখ্যানুপাতে মুহাদ্দিসীনে কিরাম সিকতে যাহির (প্রকাশ্যভাবে বাদপড়া)কে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা–

(১) মু'আল্লাক (المعلق) (২) মুরসাল (المرسل)

(৩) মু'দাল (المعضل) (৪) মুনকাতি (المنقطع)

(খ) সিকতে খাফী (سقط خفى) বা গোপন বাদ পড়া : ইলমে হাদীসের অভিজ্ঞ ইমাম এবং যিনি হাদীসের বিভিন্ন সনদ ও তার ইল্লাত তথা সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্বন্ধে বিশেষভাবে পারদর্শী একমাত্র তিনিই এ বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত। এরূপ প্রক্রিয়ার দু'টি নাম দেয়া হয়েছে। যথা,

(১) মুদাল্লাস (المدلس)। (২) মুরসালে খাফী (المرسل الخفى)।

এখন পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত ছয় প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হবে।

মু'আল্লাক

১. সংজ্ঞা

هو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء اى ناطه وربطه به وجعله معلقا ـ

এটি আরবীতে আল্লাকা (علق) থেকে ইসমে মাফউল। অর্থ একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সাথে বেঁধে রাখা বা সংযুক্ত করে ঝুলিয়ে রাখা। এ সনদকে মু'আল্লাক এজন্য বলা হয় যে, এর উপরের দিক শুধু মুত্তাসিল থাকে, আর নীচের দিক থাকে মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন। এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন– ছাদের সাথে ঝুলন্ত কোন বস্তু।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما حذف من مبدأ اسناده راو فأكثر على التوالى ـ

সনদের প্রারম্ভ থেকে এক বা একাধিক রাবী পর পর বাদ পড়াকে পরিভাষায় মু'আল্লাক বলা হয়।

২. উদাহরণ : (ক) যেমন রাবী তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পুরো সনদ বিলুপ্ত করে (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا) "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এরূপ বলে হাদীস রিওয়ায়াত করা।

www.waytojannah.com

(খ) শুধু সাহাবী অথবা সাহাবী ও তাবিঈকে রেখে পুরো সনদ বিলুপ্ত করে দেয়া।[৬৭]

৩. **দৃষ্টান্ত :** যেমন, ইমাম বুখারী (র) উরু বিষয়ক অধ্যায় এর সূচনায় উরু সতর হওয়া প্রসংগে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন,

وقال ابو موسى : غطى النبى صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان -

আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন : উসমান (রা) যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাঁর দু'হাটু ঢেকে ফেললেন।[৬৮]

৪. **হুকুম :** মু'আল্লাক হাদীস মারদূদ হাদীসের মধ্যে গণ্য। কেননা মাকবূল হাদীসের শর্তাবলীর মধ্যে সনদ মুত্তাসিল হওয়া অন্যতম অপরিহার্য শর্ত। আর মু'আল্লাক হাদীসের মধ্যে এক বা একাধিক রাবীর নাম বিলুপ্ত থাকার কারণে তাঁদের অবস্থাও অজ্ঞাত থাকে।

৫. **সহীহাইনের মু'আল্লাক হাদীসের হুকুম :** সাধারণত মু'আল্লাক হাদীস বর্জনীয়। অবশ্য মু'আল্লাক হাদীস যদি এরূপ কোন গ্রন্থে রিওয়ায়াত করা হয়, যাতে সহীহ হাদীস রিওয়ায়াত করার শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন, 'সহীহাইন' তবে এর হুকুম হবে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। সহীহ হাদীস পর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু সেদিকে ইঙ্গিত করা হলো,

(ক) যদি দৃঢ়তার সাথে রিওয়ায়াত করা হয়। যেমন, (قال) তিনি বলেছেন, (ذكر) তিনি উল্লেখ করেছেন, (حكى) তিনি বর্ণনা করেছেন' তবে তা সহীহ হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) আর যদি দুর্বল শব্দে হাদীস বর্ণিত হয়। যেমন, (قيل) বলা হয়েছে, (ذكر) উল্লেখিত হয়েছে, (حكى) কথিত আছে, তবে তা সহীহ হিসেবে গণ্য হবে না। বরং এরূপ হাদীস সহীহ, হাসান অথবা যঈফ হতে পারে। অবশ্য সহীহ গ্রন্থে এরূপ হাদীস পাওয়া গেলে তা মাওযূ (মিথ্যা) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। গায়র সহীহ্ থেকে সহীহ্ হাদীস পৃথক করার পদ্ধতি এই যে, সনদ বিশ্লেষণ করার পর হাদীসটি যে মানের প্রমাণিত হবে, অনুরূপ হুকুম সে হাদীসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।[৬৯]

---

৬৭. শরহু নুখবাতিল ফিক্‌র, পৃ. ৪২।

৬৮. বুখারী, কিতাবুস সালাত ১ম খ. পৃ. ৯০। এটি মু'আল্লাক হাদীস। কেননা ইমাম বুখারী (র) সাহাবী আবূ মূসা আশআরী (রা) ব্যতীত সনদের অন্য কোন রাবীর নাম উল্লেখ করেননি।

৬৯. মুহাদ্দিসীনে কিরাম বুখারীর মু'আল্লাকাত সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং এর ওপর পৃথকভাবে গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। এতে বুখারীর মু'আল্লাক হাদীস সমূহ মুত্তাসিল সনদ সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। হাফিয ইবনে হাজারের তালীকুত্ তালীক (تعليق التعليق) এ বিষয়ের একটি উত্তম গ্রন্থ।

www.waytojannah.com

Contents

মুরসাল

– ১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

هو اسم مفعول من ارسل بمعنى اطلق فكأن المرسل اطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف .

এটি আরবী ভাষার 'আরসালা' (أرسل) থেকে ইসমে মাফউল। এর মানে ছেড়ে দেওয়া, মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ মুরসাল হাদীস যেন সনদ ছেড়ে দিয়েছে এবং নির্দিষ্ট রাবীর শর্ত থেকে মুক্ত হয়েছে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : هو ما سقط من أخر اسناده من بعد التابعى -

সনদের শেষাংশ থেকে তাবিঈর[৭০] পরে কোন রাবী বাদ পড়ে গেলে তাকে মুরসাল বলা হয়।

২. **ধরন :** মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট মুরসাল হাদীস-এর ধরন হলো, যেমন, কোন বয়োকনিষ্ঠ কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ কর্তৃক সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কথা, কর্ম কিংবা তাকরীর (মৌনসমর্থন) বর্ণনা করা।

৩. **উদাহরণ :** ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন,

حدثنى محمد بن رافع ثنا حجين ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة -

আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে রাফি, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন হুজাইন, তিনি বলেন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন লাইস, তিনি আকীল থেকে আকীল ইবনে শিহাব থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুযাবানা'[৭১] পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।[৭২]

---

৭০. নুযহাতুননযর : পৃ. ৪৩।
তাবিঈ : যিনি মুসলমান অবস্থায় কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন।

৭১. বৃক্ষের তরু তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করবে 'মুযাবানা বলা হয়। হিদায়া তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম মাওলানা তাকী উসমানী করাচী পৃ. ১ম খ. পৃ. ৪৪ (অনুবাদক)

৭২. মুসলিম, কিতাবুল বুয়ু।

www.waytojannah.com

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব একজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ। তিনি সাহাবীর নাম উল্লেখ ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসটি সরাসরি রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীসের সনদের শেষাংশ থেকে তাবিঈর পরবর্তী রাবীকে বাদ দেওয় হয়েছে। রাবী বাদ পড়ার সর্বনিম্ন পর্যায় হলো সাহাবী পরিত্যক্ত হওয়া। কারণ, সাহাবী সাথে অন্য কোন তাবিঈ রাবীও এসব ক্ষেত্রে বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. ফকীহ ও উসূলবিদদের দৃষ্টিতে মুরসাল : ইতিপূর্বে মুরসাল-এর যে সংজ্ঞ ও ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে, তা ছিল মুহাদ্দীসিনে কিরামের দৃষ্টি ভংগী। ফকীহ্ ও উসূলবিদদের দৃষ্টিতে মুরসাল এর অর্থ আরো ব্যাপক। তাঁদের নিকট প্রতিটি মুনকাতি রিওয়ায়াতই মুরসাল, সনদের যে কোন স্তর থেকেই রাবী বাদ পড়ুক না কেন। খতীব বাগ্‌দাদীরও এ অভিমত।

৫. হুকুম : প্রকৃতপক্ষে মুরসাল হাদীসও যঈফ ও বর্জনীয়। কেননা এতে সনদ মুত্তাসিল হওয়া যা হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য একটি মৌলিক শর্ত, তা অনুপস্থিত। আর যেহেতু অনুল্লেখিত রাবীর অবস্থাও অজ্ঞাত এবং তিনি সাহাবী না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই মুরসাল হাদীস যঈফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু 'মুরসাল'-এর হুকুম ও তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে হাদীস বিশারদ ও ফিকহ্‌বিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেননা সনদের শেষাংশ থেকে বাদ পড়া রাবী সাধারণত সাহাবী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর সব সাহাবীই আদালাত সম্পন্ন বা ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং তাঁদের অবস্থা অজানা থাকলেও তা হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তেমন কোন অন্তরায় নয়।

মুরসাল প্রসংগে উলামায়ে কিরামের তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। যথা,

(ক) যঈফ মারদূদ : অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম এবং উসূল ও ফিক্‌হবিদদের নিকট মুরসাল হাদীস যঈফ-মারদূদ (দুর্বল ও বর্জনীয়)। তাঁদের যুক্তি হলো, অনুল্লেখিত রাবীর অবস্থা যেহেতু অজ্ঞাত, তাই তিনি সাহাবী না হয়ে একজন তাবিঈও হতে পারেন।

(খ) মুরসাল হাদীস সহীহ ও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য : এটি ইমাম আবু হানীফা, মালিক ও আহমাদের প্রসিদ্ধ উক্তি এবং একদল আলিমের অভিমত। তবে তা এই শর্তে যে, তাবিঈ রাবীকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) হতে হবে এবং কেবল সিকাহ্ রাবী থেকেই রিওয়ায়াত করতে হবে। তাঁদের যুক্তি হলো, একজন সিকাহ্ তাবিঈ রাবী কোন একজন সিকাহ রাবী থেকে শ্রবণ না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর নামে কোন কথা চালিয়ে দিতে পারেন না।

www.waytojannah.com

Contents

(গ) কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে এটি গ্রহণযোগ্য : অর্থাৎ কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে মুরসাল রিওয়ায়াত সহীহ হিসেবে গণ্য হবে। এটি ইমাম শাফিঈ ও কোন কোন আলিমের অভিমত। এরূপ শর্ত হলো চারটি। যার মধ্যে তিনটির সম্পর্ক রাবীর সাথে এবং একটির সম্পর্ক রিওয়ায়াতের সাথে। শর্তগুলো নিম্নরূপ,

(১) রাবীকে বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈ হতে হবে।

(২) রাবী যে উস্তাদের নাম উল্লেখ করবেন তিনি সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য হবেন।

(৩) রিওয়ায়াতটি নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীসের বিওয়ায়াত এর পরিপন্থী হবে না।

(৪) উল্লেখিত তিনটি শর্তের সাথে নিম্নের যে কোন একটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে।

(ক) অন্য একটি মুত্তাসিল সনদে হাদীসটি বর্ণিত হবে।

(খ) অথবা প্রথম মুরসাল সনদ ব্যতীত অন্য আর একটি মুরসাল সনদে হাদীসটি বর্ণিত হবে।

(গ) অথবা রিওয়ায়াতটি অন্য কোন সাহাবীর রিওয়ায়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

(ঘ) অথবা অধিকাংশ আলিম বর্ণিত হাদীসের স্বপক্ষে ফাতওয়া প্রদান করবেন।[৭৩]

যখন উল্লেখিত চারটি শর্ত পাওয়া যাবে, তখন মুরসাল হাদীসের বিশুদ্ধতা প্রকাশ পাবে। এমতাবস্থায় একটি মুরসাল হাদীস এবং তার সাহায্যকারী অন্য আর একটি মুরসাল হাদীস রিওয়ায়াত করা যাবে। এমনকি এ দু'টি রিওয়ায়াতের সাথে যদি অন্য আর একটি সহীহ রিওয়ায়াতের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব না হয় তাহলে একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে মুরসাল হাদীসটিই প্রাধান্য পাবে।

৭. সাহাবীর মুরসাল : এটা হলো কোন সাহাবী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন কোন কথা বা কাজের বিবরণ দেওয়া যা তিনি শুনেননি কিংবা দেখেননি। এটা তাঁর বয়স কম হওয়ার কারণে হতে পারে অথবা অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করার কারণেও হতে পারে কিংবা ঘটনাস্থলে তাঁর অনুপস্থিতির কারণেও হতে পারে। বয়োকনিষ্ঠ সাহাবীদের থেকে এরূপ অনেক রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে যুবাইর (রা) প্রমুখের রিওয়ায়াত।

৭. সাহাবীর মুরসাল-এর হুকুম : অধিকাংশের নিকট সাহাবীর মুরসাল হাদীস সহীহ ও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। আর এটাই বিশুদ্ধ ও মাশহুর অভিমত। কেননা,

৭৩. আররিসালাহ্ লিশ্ শাফিঈ, পৃ. ৪৬১

www.waytojannah.com

তাবিঈ থেকে সাহাবীর রিওয়ায়াত এর দৃষ্টান্ত বিরল। যদি এরূপ হতো, তবে তাঁরা ত উল্লেখ করে দিতেন। যখন তাঁরা একথা উল্লেখ না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে কোন হাদীস বর্ণনা করেন তখন এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে তাঁরা অন্য কোন সাহাবী থেকে তা শুনেছেন। কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। আর এটি সনদের নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে তেমন ক্ষতিকর কোন বিষয় নয়। যেমন, ইতিপূর্বে এ প্রসংগে আলোচনা করা হয়েছে।

কারো কারো মতে সাহাবীর মুরসালও অন্যান্যের মুরসাল রিওয়ায়াত-এর পর্যায়ভুক্ত। তবে এটি একটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য অভিমত।

৮. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) ইমাম আবূ দাউদ প্রণীত, আলমারাসীল (المراسيل لأبى داود)।

(খ) ইবনে আবূ হাতিম রচিত, আলমারাসীল (المراسيل لابن أبى حاتم)।

(গ) আলায়ী[৭৪] রচিত, জামিউত তাহসীল লিআহকামিল মারাসীল

(جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائى)

মু'দাল

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : اسم مفعول من أعضل بمعنى اعياه - আরবী (أعضل) (আ'দালা) থেকে ইস্‌মে মাফউল। অর্থ দুর্বল করে দেওয়া।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما سقط من اسناده اثنان فأكثر على التوالى -

সনদ থেকে পর পর দু'জন বা ততোধিক সংখ্যক রাবী পড়ে যাওয়া।

২. উদাহরণ : ইমাম হাকিম তাঁর মারিফাতু উলূমিল হাদীস গ্রন্থে 'মালিক থেকে কা'নাবী' এ সনদে আবূ হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف - ولايكلف من العمل الاما يطيق -

দাস-দাসীকে সততার সাথে খাবার ও পোশাক দিতে হবে এবং যে কাজ করতে তারা সক্ষম নয় এমন কাজ তাদের ওপর চাপানো যাবে না।

---

৭৪. তার পূর্ণ নাম সালাহুদ্দীন আবূ সাঈদ খলীল ইবনে কফিল আল আলায়ী। তিনি ৬৯৪ হি. সনে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৬১ হি. সনে ইন্তিকাল করেন। আর রিসালাতুল মুসতাতরাফা পৃ. ৮৫-৮৬।

www.waytojannah.com

Contents

এ রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে ইমাম হাকিম বলেন, এটি মালিক থেকে মু'দাল হয়েছে। ইমাম-মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে মু'দাল হিসেবেই এটি রিওয়ায়াত করেছেন।[৭৫]

এ হাদীসটি মু'দাল এ কারণে যে, ইমাম মালিক ও আবূ হুরাইরার (রা) মধ্যবর্তী দু'জন রাবী পর পর বাদ পড়েছেন। মুআত্তা ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে এ তথ্য জানা যায়। সেসব গ্রন্থে হাদীসটির সনদ বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن ابى هريره -

মালিক মুহাম্মাদ ইবনে আজলান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।[৭৬]

৩. হুকুম : উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে মু'দাল হাদীস যঈফ। এর সনদ থেকে অধিক রাবী বাদ পড়ার কারণে দলীল হিসেবে মু'দাল হাদীস মুনকাতি ও মুরসাল'-এর চেয়েও নিম্নমানের।[৭৭]

৪. মু'দাল ও মু'আল্লাক-এর পার্থক্য : মু'দাল ও মু'আল্লাক-এর মধ্যে 'আম-খাস মিন ওয়াজহিন (عام خاص من وجه)-এর সম্পর্ক বিদ্যমান।

(ক) একটি অবস্থায় মু'দাল ও মু'আল্লাক এর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন, সনদের প্রথমাংশ থেকে পর পর দু'জন রাবী পরিত্যক্ত হলে একই সাথে তা মু'দাল ও মু'আল্লাক।

(খ) নিম্নের দু'টি অবস্থায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

(১) মধ্য সনদ থেকে পর পর দু'জন রাবী বাদ পড়লে সেটি মু'দাল বটে, মু'আল্লাক নয়।

(২) আর সনদের প্রথমাংশ থেকে শুধু একজন রাবী বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়, কিন্তু সেটি মু'দাল নয়।

৫. মু'দাল হাদীস সম্বলিত গ্রন্থাবলী : ইমাম সুয়ূতীর[৭৮] মতে মু'দাল, মুনকাতি ও মুরসাল হাদীস সম্বলিত গ্রন্থাবলী নিম্নরূপ,

(১) সাঈদ ইবনে মানসূর রচিত, কিতাবুসসুনান

(كتاب السنن لسعيد بن منصور)

(২) ইবনে আবুদ্‌দুনিয়া কর্তৃক রচিত, মুআল্লাফাত

(مولفات ابن أبى الدنيا)

---

৭৫. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ৪৬।
৭৬. মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ৪৭।
৭৭. দেখুন : আলকিফায়া পৃ. ২১; তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২৯৫।
৭৮. তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২১৪।

www.waytojannah.com

মুনকাতি

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هو اسم فاعل من الإنقطاع ضد الإتصال

এটি আরবী শব্দ : আল ইনকিতা (الإنقطاع) থেকে ইসমে ফায়িল। 'আল ইত্তিসাল (অবিচ্ছিন্ন)-এর বিপরীতার্থক শব্দ।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما لم يتصل اسناده على اى وجه كان انقطاعه ـ

বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়- তা সে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি যে কোন কারণেই হোক না কেন, তাকে মুনকাতি বলা হয়।

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ সনদের যে কোন স্থান থেকে রাবী বিচ্ছিন্ন হওয়াকে মুনকাতি বলা হয়। সেটা সনদের প্রথমাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক, কিংবা শেষাংশ থেকে অথবা মধ্যাংশ থেকে। মুনকাতি এর এ সংজ্ঞানুযায়ী মুরসাল, মু'আল্লাক এবং মু'দাল সবই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু উলামায়ে মুতাআখখিরীন (শ্রেষ্ঠ তিন শতাব্দীর শেষাংশের আলিমগণ) মুনকাতি-কে এমন একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন, যা মুরসাল, মু'আল্লাক এবং মু'দাল থেকে ভিন্নতর। মুনকাতির এ অর্থটি উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন (প্রথমাংশের আলিমগণ) এর নিকটও বেশ ব্যবহৃত ছিল। এ কারণে ইমাম নববী বলেন, 'অধিকাংশ সময় এ শব্দটির প্রয়োগ ঐ সনদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যেখানে তাবিতাবিঈ তাবিঈকে বাদ দিয়ে সরাসরি সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন। যেমন, مالك عن ابن عمر ইবনে উমর (রা) থেকে মালিক-এর রিওয়ায়াত।[৭৯]

৩. মুতাআখখিরীন-এর নিকট মুনকাতি-এর সংজ্ঞা : মুতাআখখিরীন এর নিকট মুনকাতি বলা হয় ঐ হাদীসকে, যার সনদ মুত্তাসিল নয় এবং তা মুরসাল, মু'আল্লাক কিংবা মু'দালও নয়। সুতরাং বলাযায় যে, মুনকাতি এমন একটি পরিভাষা যা সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার এ তিনটি অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হবে। যেমন,

(ক) সনদের প্রথমাংশ থেকে কোন রাবী বিলুপ্ত হওয়া।

(খ) অথবা সনদের শেষাংশ থেকে কোন রাবী বিলুপ্ত হওয়া।

(গ) অথবা সনদের মধ্যাংশের যে কোন স্থান থেকে পর পর দু'জন রাবী বিলুপ্ত হওয়া। হাফিয ইবনে হাজার (র) শরহু নুখবাতিল ফিক্‌র গ্রন্থে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৮০]

---

৭৯. আত্‌তাকরীব মাআত্‌ তাদবীর, ১ম খ. পৃ. ২০৮।

৮০. শরহু নুখবাতিল ফিকর পৃ. ৪৪।

www.waytojannah.com

অতঃপর রাবী বিচ্ছিন্ন হওয়ার এ প্রক্রিয়া সনদের কোন এক স্থান থেকেও হতে পারে। আবার একাধিক স্থান থেকেও হতে পারে।

৪. উদাহরণ

رواه عبد الرزاق عن الثورى عن أبى اسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا ان وليتموها أبا بكر فقوى أمين -

আবদুর রাযযাক সাওরী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবূ ইসহাক থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে ইয়াছি থেকে, তিনি হুযাইফা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আবূ বকরকে তাঁর ওয়ালী (অভিভাবক) নিয়োগ কর তবে তিনি হচ্ছেন শক্তিশালী আমানতদার।[৮১]

এ সনদে সাওরী ও আবূ ইসহাকের মধ্য থেকে একজন রাবী বাদ পড়েছেন। তিনি হলেন, শুরাইক। কেননা সাওরী সরাসরি আবূ ইসহাক থেকে হাদীস শুনেননি, বরং তিনি শুনেছেন শুরাইক-এর নিকট থেকে। আর শুরাইক শুনেছেন আবূ ইসহাকের নিকট থেকে। এরূপ ইনকিতাকে মুরসালও বলা যায় না মু'আল্লাকও বলা যায় না; এমনকি মু'দালও বলা যায় না। একে বলা হয় মুনকাতি।

৫. হুকুম : উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, বিলুপ্ত রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত থাকার কারণে মুনকাতি হাদীস যঈফ হিসেবে গণ্য।

মুদাল্লাস

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

المدلس اسم مفعول من التدليس والتدليس فى اللغة كتمان عيب السلعة عن المشترى - وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما فى القاموس -

আরবী 'মুদাল্লিস' শব্দটি তাদলীস থেকে ইসমে মাফউল। তাদলীস-এর আভিধানিক অর্থ হলো, ক্রেতার নিকট থেকে পণ্য দ্রব্যের দোষত্রুটি গোপন করা। তাদলীস (تدليس) শব্দটি মূলত (دلس) থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ অন্ধকার অথবা অন্ধকারাচ্ছন্ন। অভিধানে এভাবেই শব্দটির অর্থ বর্ণিত হয়েছে।[৮২]

---

৮১. হাকিম, মারিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ৩৬।

৮২. আলকামুস ১ম খ, পৃ. ১১৪।

www.waytojannah.com

মুদাল্লিস হাদীসে যেহেতু মুদাল্লিস রাবী হাদীস বিশেষজ্ঞ থেকে এমন কিছু তথ্য গোপন করার চেষ্টা করে যার ফলে হাদীসের উপরে এক প্রকার আঁধার নেমে আসে, এ কারণে সেই হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়ে থাকে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

اخفاء عيب فى الاسناد - وتحسين لظاهره -

সনদের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে তার সৌন্দর্য প্রকাশ তথা-নির্দোষ বলে চালিয়ে দেয়াকে পরিভাষায় তাদলীস বলা হয়।

২. তাদলীস-এর প্রকারভেদ : তাদলীস প্রধানত দু'প্রকার। যথা, তাদলীসুল ইসনাদ (সনদের তাদলীস) ও তাদলীসুশ শুয়ূখ (শাইখের তাদলীস)।

৩. তাদলীসুল ইসনাদ (সনদের তাদলীস) : তাদলীসুল ইসনাদ-এর সংজ্ঞা নিরূপণে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে গ্রন্থকারের মতে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ইমাম আবু আহমাদ ইবনে আমর আল বায্যার ও ইমাম আবু হাসান ইবনে কাত্তান। তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ,

(ক) সংজ্ঞা

ان يروى الراوى عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير ان يذكر انه سمعه منه - রাবী এমন একজন শাঈখ থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন, যার কাছ থেকে তিনি নিজে হাদীসটি শ্রবণ করেননি; এবং বর্ণনার সময় তিনি সেই শাইখ থেকে শ্রবণ করেননি, একথাটিও উল্লেখ করেননি।[৮৩]

(খ) ব্যাখ্যা : এ সংজ্ঞার মর্মার্থ এই যে, রাবী এমন একজন শাইখ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যাঁর কাছ থেকে তিনি অন্য কিছু হাদীস শ্রবণ করেছেন, কিন্তু এ মুদাল্লাস হাদীসটি তাঁর থেকে শ্রবণ করেননি। বরং তিনি এটি অন্য কোন শাইখ থেকে শুনেছেন। এমতাবস্থায় তিনি ঐ শাইখ-এর নাম বাদ দিয়ে তাঁর থেকে এমন শব্দে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যাতে শ্রবণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, قال (কালা) তিনি বলেছেন, অথবা عن (আন) তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। এতে লোকের ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, তিনি এ রিওয়ায়াতটি তাঁর কাছ থেকেই শ্রবণ করেছেন। কিন্তু তিনি সুস্পষ্টভাবে একথা উল্লেখ করেন না করে যে, سمعت (সামিতু) আমি তার থেকে শুনেছি, অথবা حدثنى (হাদ্দাসানী) তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে তিনি মিথ্যাবাদীও সাব্যস্ত হন না। আর এরূপ বিলুপ্ত রাবীর সংখ্যা এক বা একাধিকও হতে পারে।

৮৩. শরহু আলফিয়াতিল ইরাকী, ১ম খ. পৃ. ১৮০।

www.waytojannah.com

Contents

(গ) মুদাল্লাস ও মুরসাল-ই- খাফীর (সুপ্ত মুরসাল) পার্থক্য : উল্লেখিত সংজ্ঞা প্রদানের পর আবুল হাসান ইবনে কাত্তান বলেন, মুদাল্লাস ও মুরসাল এর মধ্যে পার্থক্য হলো, ইরসাল ঐ শাইখ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে বলা হয়, যার কাছ থেকে রাবী হাদীস শুনেননি। অর্থাৎ মুদাল্লিস ও মুরসালে খাফীর রাবীগণ শাইখ থেকে এমন বিষয় রিওয়ায়াত করেন, যা তাঁর কাছ থেকে তাঁরা শুনেননি, অথচ শোনার সম্ভাবনা প্রকাশ পায় এমন শব্দে রিওয়ায়াত করেন। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, মুদাল্লিস রাবী তাঁর শাইখ থেকে ঐ মুদাল্লাস হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীস শ্রবণ করেছেন আর 'মুরসালে খাফী'-এর রাবী তাঁর শাইখ থেকে আদৌ কোন হাদীসই শ্রবণ করেননি (মুরসাল রিওয়ায়াতও না কিংবা অন্য কোন হাদীসও না) তবে ঐ রাবী তাঁর শাইখ-এর সমসাময়িক যুগের হতে পারে অথবা তাঁর সাথে শুধু সাক্ষাৎ প্রমাণিত হতে পারে।

(ঘ) উদাহরণ : ইমাম হাকিম[৮৪] আলী ইবনে খাশ্‌রাম-এর সনদে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আলী ইবনে খাশ্‌রাম বলেন, আমাদের সামনে ইবনে উয়াইনা যুহরী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনে উয়াইনাকে জিজ্ঞেস করা হলো যুহরী থেকে আপনি কি এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন না, তাঁর থেকেও শুনিনি যিনি যুহরী থেকে শুনেছেন। এরূপ সাওয়াল জওয়াবের পর তিনি বললেন,

حدثنى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى-

আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুর রাযযাক, তিনি রিওয়ায়াত করেছেন মা'মার থেকে মা'মার যুহরী থেকে।

এ উদাহরণে ইবনে উয়াইনা তাঁর ও ইমাম যুহরীর মধ্যকার দু'জন রাবী বিলুপ্ত করেছেন।

৪. তাদলীসুত তাস্‌বিয়া (تدليس التسويه) : এটি মূলত তাদলীসে ইসনাদেরই (সনদের মধ্যে গোপন করা) একটি প্রকার।

(ক) সংজ্ঞা : শাইখ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে পারস্পরিক সাক্ষাৎ হয়েছে এমন দু'জন সিকাহ্ রাবীর মধ্যস্থলের একজন দুর্বল রাবীকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে তাদলীসে তাসবিয়া বলা হয়। যেমন, একজন রাবী সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) শাইখ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করছেন এবং আর ঐ শাইখ একজন দুর্বল রাবী থেকে, আর ঐ দুর্বল রাবী একজন সিকাহ রাবী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আর এ সিকাহ রাবীদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাৎও হয়েছে। এমতাবস্থায় মুদাল্লিস রাবী তাঁর শাইখ থেকে হাদীস বর্ণনা

৮৪ মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস, পৃ. ১৩০।

www.waytojannah.com

করার সময় ঐ দু'জন সিকাহ রাবীর মধ্যস্থিত দুর্বল রাবীকে বাদ দিয়ে অন্য সিকাহ র থেকে শ্রবণের সম্ভাবনাময় শব্দে হাদীস রিওয়ায়াত করছেন, যাতে সনদের সব রাবী সমভাবে সিকাহ প্রমাণিত হয়। তাদলীসের এ প্রকারটি সর্বনিকৃষ্ট প্রকার। কেননা প্রথ সিকাহ্ রাবী মুদাল্লিস হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। এমতাবস্থায় সনদ সম্পর্কে অবহি ব্যক্তিও যখন দেখবেন যে, একজন সিকাহ রাবী অন্য একজন সিকাহ্ রাবী থে রিওয়ায়াত করছেন তখন তিনিও প্রতারিত হয়ে রিওয়ায়াতটিকে সহীহ বলবেন।

(খ) তাদলীসে তাসবিয়া এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রসিদ্ধ রাবী (১) বাকিয়াহ ইব ওয়ালীদ। আবূ মাস্হার বলেন, বাকিয়াহ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাদলীস থেকে মু নয়। সুতরাং তাঁর হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকো।[৮৫] (২) ওয়ালীদ ইব মুসলিম।

(গ) উদাহরণ : ইবনে আবূ হাতিম আল ইলাল গ্রন্থে তাঁর পিতা থেকে এক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর পিতা ইসহাক ইবনে রাহওয়াই থেকে, তিনি বাকিয়াহ থেকে। বাকিয়াহ বলেন, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ ওয়াহা আসাদী, তিনি রিওয়ায়াত করেছেন নাফি থেকে, নাফি রিওয়ায়াত করেছেন ইবনে উম (রা) থেকে, لا تحمدوا اسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رايه - কে ব্যক্তির রায় ভালভাবে না জেনে তার ইসলামের প্রশংসা করো না।[৮৬]

ইবনে আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা বলেছেন এ হাদীসে এমন একটি বিষ আছে যা খুব কম লোকেই বুঝে থাকে। আর তাহলো এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ ইবে আমর (সিকাহ রাবী) রিওয়ায়াতে করেছেন ইসহাক ইবনে আবূ ফারওয়া (দুর্ব রাবী)থেকে, তিনি নাফি (সিকাহ্ রাবী) থেকে নাফি ইবনে উমর (রা) থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। এ হাদীসের রাবী উবাইদুল্লাহ ইবে আমর-এর কুনিয়াত হলো আবূ ওয়াহাব, আর তিনি হলেন 'আসাদ' গোত্রের লোক এখানে বাকিয়াহ উবাইদুল্লাহ ইবনে আমরের নামের পরিবর্তে তাঁর কুনিয়াত ও গোত্রে কথা উল্লেখ করেছেন যাতে উবাইদুল্লাহর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয় এব ইসহাক ইবনে আবূ ফারওয়ার (দুর্বল রাবী) বিলুপ্তির কথা অজ্ঞাত থাকে। [৮৭]

---

৮৫. মীযানুল ই'তিদাল, ১ম খ. পৃ. ৩৩২।

৮৬. ইবনে আবূ হাতিম : ইলালুল হাদীস ২য় খ. পৃ. ১৫৪ (অনুবাদক)।

৮৭. শরহু আলফিয়াতিল ইরাকী, ১ম খ. পৃ. ১৯০; তাকরীবুর রাবী ১ম খ. পৃ. ২২৫।

www.waytojannah.com

৫. তাদলীসে শুয়ুখ (تدليس الشيوخ) : **(ক) সংজ্ঞা :** শাইখের তাদলীসের অর্থ এই যে, কোন একজন রাবী তাঁর শাইখ থেকে এমন একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, যা তাঁর থেকে তিনি শুনেছেন। কিন্তু ঐ রাবী তাঁর শাইখের পরিচিত নামের পরিবর্তে এমন অপরিচিত নাম, কুনিয়াত, গোত্র অথবা গুণের কথা উল্লেখ করেছেন যাতে তাঁর পরিচয় অজ্ঞাত থাকে।[৮৮]

(খ) উদাহরণ : কারীদের একজন বিশিষ্ট ইমাম আবূ বকর ইবনে মুজাহিদ বলেন,

حدثنا عبد الله بن أبى عبد الله ـ

আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আবু আবদুল্লাহ। এর দ্বারা এখানে আবূ বকর ইবনে আবূ দাউদ সিজিস্তানীকে বুঝানো হয়েছে।

৬. তাদলীস-এর হুকুম (ক) তাদলীসুল ইস্‌নাদ : এটি খুবই অপছন্দনীয় কাজ। অধিকাংশ আলিমই এর নিন্দা করেছেন। ইমাম শু'বা কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছেন। তিনি যে সব ভাষায় এর নিন্দা করেছেন তার মধ্যে একটি হলো التدليس اخو الكذب তাদলীস হচ্ছে মিথ্যার ভাই। **(খ) তাদলীসে তাসবিয়া :** এটি তাদলীসুল ইসনাদ-এর চেয়ে অপছন্দনীয়। আল্লামা ইরাকী বলেন, কেউ ইচ্ছা করে জেনে শুনে একাজ করলে তার হাদীস গ্রহণীয় নয়। **(গ) তাদলীসে শুয়ুখ :** এটি তুলনামূলকভাবে তাদলীসে ইসনাদ-এর চেয়ে কম নিন্দনীয় কাজ। কেননা, এতে মুদাল্লিস রাবী কোন রাবীকে বিলুপ্ত করে না। তবে এটি অপছন্দনীয় এ কারণে যে, রাবী যে শাইখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর নাম গোপন রেখেছেন, ফলে শ্রোতাদের জন্য সনদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

৭. তাদলীস-এর উদ্দেশ্যাবলী (ক) সাধারণত চারটি কারণে বা উদ্দেশ্যে তাদলীসে শাইখ করা হয়ে থাকে। যথা,

(১) শাইখ দুর্বল অথবা গায়র সিকাহ (অনির্ভরযোগ্য) হওয়া কারণে।

(২) রাবীর মৃত্যু বিলম্বিত (দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি) হওয়ার কারণে তার শাইখের কাছ থেকে অনেকেই হাদীস শ্রবণ করেছেন। ফলে, তাঁকে ছাড়াও ঐ হাদীসের আরো অনেক রাবী ইতোমধ্যে হয়ে যাওয়া।

(৩) শাইখের বয়স রাবীর বয়সের চেয়ে কম হওয়া।

(৪) শাইখের কাছ থেকে রাবী এত বেশি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, কোন এক অবস্থায় এসে বার বার তাঁর নাম উল্লেখ করতে বিব্রতবোধ করা।

---

৮৮. উলূমুল হাদীস, পৃ. ৬৬।

www.waytojannah.com

(খ) তাদলীসে ইসনাদ-এর কারণ (উদ্দেশ্য) পাঁচটি। যথা, (১) সনদ সম্পর্কে উঁচুমানের ধারণা সৃষ্টি করা।

(২) যে শাইখ থেকে রাবী বেশি হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর কিছু হাদীস বাদ দেওয়া।

(৩ ৪ ও ৫) উপরোল্লেখিত তাদলীসে শাইখ এর প্রথম তিনটি কারণ।

৮. মুদাল্লিস রাবী নিন্দনীয় হওয়ার কারণ : এর কারণ তিনটি। যথা,

(ক) এতে এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস শ্রবণের ধারণা সৃষ্টি করা হয়, যার কাছ থেকে রাবী হাদীস শোনেননি।

(খ) রাবী সন্দেহমুক্ত পথ পরিহার করে সন্দেহের পথ অবলম্ব করে।

(গ) মুদাল্লিস রাবীর নাম উল্লেখ করা তাঁর মনপূত না হওয়া।[৮৯]

৯. মুদাল্লিস রাবীর রিওয়ায়াত এর হুকুম : মুদাল্লিস রাবীর রিওয়ায়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে আলিমগণের বেশক'টি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ অভিমত দু'টি। যথা,

(ক) শ্রবণের কথা উল্লেখ থাকলেও মুদাল্লিস এর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাদলীস মানেই সমালোচিত হওয়া। এটি নির্ভরযোগ্য অভিমত নয়)

(ক) বিশ্লেষণ সাপেক্ষে : (এটি বিশুদ্ধ অভিমত)

(১) মুদাল্লিস রাবী যদি শ্রবেণর কথা যেমন, سمعت (আমি শুনেছি) বা এ জাতীয় শব্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, তবে তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য ।

(২) আর যদি শ্রবণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করেন, বরং عن (অমুক থেকে) বা এ জাতীয় শব্দে হাদীস রিওয়ায়াত করেন তবে তাঁর রিওয়ারাত গ্রহণযোগ্য নয়।[৯০]

১০. তাদলীস চিহ্নিতকরণের উপায়

তাদলীস চিনবার উপায় দু'টি। যথা,

(ক) প্রশ্ন করা হলে মুদাল্লিস রাবী যদি তিনি নিজেই বলে দেন, যেমনটি ইতিপূর্বে ইবনে উয়াইনার উদাহরণে আলোচনা করা হয়েছে।

(খ) এ বিষয়ের কোন বিজ্ঞ ইমাম যদি গবেষণা ও অনুসন্ধান করে তাদলীস সংক্রান্ত কোন দলীল পেশ করেন।

১১. তাদলীস ও মুদাল্লিস রাবীদের উপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

এ বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হচ্ছে,

৮৯. আলকিফায়া (খাতীব আল বাগদাদী পৃ. ৩৫৮।

৯০. উলূমুল হাদীস, পৃ. ৬৭-৬৮।

www.waytojannah.com

Contents

(ক) এ বিষয়ের ওপর খতীব আল বাগদাদীর তিনটি গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, মুদাল্লিস রাবীদের নাম সম্বলিত, এ গ্রন্থটির নাম হলো 'আত্তাবয়ীন লিআসমাইল মুদাল্লিসীন।[৯১] التبيين لأسماء المدلسين ـ আর অপর দু'টি গ্রন্থে তাদলীস-এর বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।[৯২]

(খ) বুরহানুদ্দীন ইবনে হাল্‌বী রচিত আত্তাবয়ীন লিআসমায়িল মুদাল্লিসীন।

التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين بن الحلبى ـ

(গ) হাফিয ইবনে হাজার প্রণীত তা'রীফু আহলিত তাকদীস বিমারাতিবিল মাওসূফীন বিত্তাদলীস।

تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر ـ

মুরসালে খাফী

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الاطلاق ـ كأن المرسل أطلق الاسناد ولم يصله والخفى ضدا الجلى ـ

মুরসাল– শব্দটি আরবী ইরসাল থেকে ইসমে মাফউল, অর্থ ছেড়ে দেওয়া। ইরসাল এর সাথে সংযুক্ত রাবী সনদ থেকে কোন রাবীকে বাদ দেন ফলে সেটি আর মুত্তাসিল থাকে না তাই একে মুরসাল বলা হয়। আর খাফী الخفى (অস্পষ্ট)-এটি জালী (الجلى) স্পষ্ট-এর বিপরীতার্থক শব্দ। এ প্রকারের মুরসাল হাদীস অস্পষ্ট থাকার কারণে গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা ব্যতীত এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় না।

(খ) পারিভাষিক অর্থ ان يروى الراوى عمن لقيه او عاصره مالم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيرهك ؛قال؛ ـ

শাইখের সাথে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়েছে এমন কোন রাবী সমকালীন কোন রাবী কর্তৃক তাঁর শাইখ থেকে এমন হাদীস বর্ণনা করাকে মুরসালে খাফী বলা হয়, যা বাস্তবে

৯১. আলকিফায়া, পৃ. ৩৬১।
৯২. আলকিফায়া পৃ ৩৫৭।

www.waytojannah.com

তিনি তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শোনেননি। অথচ তাঁর বর্ণনার ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি নিজেই হয়তো বর্ণনাটি সরাসরি শাইখের কাছ থেকে শুনেছেন, যেমন 'قال' 'তিনি বলেছেন' ধরনের ভাষার ব্যবহার।

২. উদাহরণ

رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة ابن عامر مرفوعا ، رحم الله حارس الحرس -

ইবনে মাজাহ উমর ইবনে আবদুল আযীয-এর সনদে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি উকবাহ ইবনে আমির থেকে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা জিহাদের ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণকারীর প্রতি কৃপা করুন।[৯৩] ইমাম মিযযি তাঁর আতরাফ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের রাবী উকবার সাথে উমরের সাক্ষাৎ হয়নি।

৩. ইরসালে খাফী কিভাবে চিনা যাবে? ইরসালে খাকী চিহ্নিত হবে তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে। সেগুলো হচ্ছে,

(ক) রাবী সম্পর্কে হাদীসের কোন ইমামের যদি এরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় যে, এ রাবীর সাথে তাঁর কথিত উস্তাদের সাক্ষাৎ হয়নি কিংবা তাঁর থেকে তিনি আদৌ কোন হাদীস শ্রবণ করেননি।

(খ) রাবী যদি নিজেই স্বীকার করেন যে, যাঁর থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি কিংবা তাঁর কাছ থেকে তিনি কোন হাদীস শ্রবণও করেননি।

(গ) মুরসাল হাদীসটি যদি অন্য আর একটি সনদে বর্ণিত হয় এবং তাতে যদি রাবী ও তাঁর উস্তাদের মাঝে অতিরিক্ত আরেকজন রাবী বিদ্যমান থাকে। এ তৃতীয় বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আলিমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা এটিকে আল মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ (المزيد فى متصل الاسانيد)-এর মধ্যেও গণ্য করা হয়ে থাকে।

৪. **হুকুম** : মুরসাল রিওয়ায়াতও যঈফ (দুর্বল)। কেননা, এটি মুনকাতি এরই একটি প্রকার। এর সনদ থেকে রাবী বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রমাণিত হলে এর হুকুমও মুনকাতি-এর হুকুমেরই অনুরূপ হবে।

৫. **এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ** : কিতাবুত তাফসীল লিমুবহামিল মারাসীল। এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন খতীব আল বাদগাদী।

كتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادى -

৯৩. ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জিহাদ, ২য় খ. পৃ. ৯২৫।

www.waytojannah.com

Contents

মুআন্‌আন্ মুআন্‌নান

১. ভূমিকা : সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ছয় প্রকার মারদূদ হাদীসের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মুআনআন (المعنعن) মুআন্‌নান (المؤنن)-এর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এটি কি মুনকাতি এর প্রকার না মুত্তাসিল-এর। সুতরাং এ উভয় প্রকার হাদীসের সনদকে মারদূদ রিওয়ায়াতের প্রকার-প্রকরণের সাথেই উল্লেখ করলাম।

২. মুআন্‌আন-এর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : المعنعن اسم مفعول من عنعن بمعنى قال عن عن -

আরবী عنعن (আন্‌আন) থেকে ইসমে মাফউল, অর্থ عن عن (আন আন) বলা।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : قول الراوى – فلان عن فلان - কোন রাবীর এরূপ বলা فلان عن فلان অমুক থেকে অমুক রিওয়ায়াত করেছেন।

৩. উদাহরণ

رواه ابن ماجه قال : حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله وملائكته يصلون على ميا من الصفوف "" -

ইবনে মাজাহ্ বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন উসমান ইবনে আবু শাইবাহ, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন মু'আবিয়া ইবনে হিশাম, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফইয়ান, তিনি রিওয়ায়াত করেছেন উসামা ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি উসমান ইবনে উরওয়াহ থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এবং তার ফেরেশতাগণ সাড়িবদ্ধভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো লোকদের উপর যথাক্রমে রহমত ও দরুদ পাঠ করেন।[৯৪]

৯৪.ইবনে মাজাহ্, ১ম খ., পৃ. ৩২১ কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ১৩০৪।

www.waytojannah.com

৪. মুআনআন হাদীস মুত্তাসিল না মুনকাতি? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের দু'টি অভিমত রয়েছে।

(ক) কারো কারো মতে এটি সুস্পষ্টভাবে মুত্তাসিল প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মুনকাতি এর মধ্যে গণ্য হবে।

(খ) অধিকাংশ হাদীসবিশারদ, ফিকহ্‌বিদ ও উসূলবিদগণের মতে এটি কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে মুত্তাসিল। এটি বিশুদ্ধ অভিমত এবং এর উপরই আমল করা হয়। এর দু'টি শর্তের ব্যাপারে আলিমগণ একমত। এছাড়া অন্যান্য শর্তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যে শর্ত দু'টির ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত সে দু'টি শর্ত মুআনআন হওয়ার জন্য বিদ্যমান থাকা জরুরী। ইমাম মুসলিম (র)-এর মতে এ দু'টি শর্তই যথেষ্ট। শর্ত দু'টি নিম্নরূপ,

(ক) মুআনআন রাবী মুদাল্লিস (তাদলীস কারী) না হওয়া।

(খ) মুআনআন রাবী ও তাঁর উস্তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকা।

যেসব শর্তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে তা নিম্নরূপ,

(ক) উস্তাদের সাথে রাবীর সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া। এটি ইমাম বুখারী, ইবনে মাদীনী এবং অভিজ্ঞ আলিমগণের অভিমত।

(খ) দীর্ঘদিন উস্তাদের সাহচর্য লাভ করা। এটি আবুল মুযাফফার সামআনীর অভিমত।

(গ) উস্তাদ থেকে রাবীর হাদীস বর্ণনার বিষয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করা। এটি আবূ আমর দানীর অভিমত।

৫. মুআননান (المؤنن)-এর সংজ্ঞা (ক) আভিধানিক অর্থ : اسم مفعول من أنن بمعنى قال أن - أن -

আরবী আন্নান (أنن) থেকে ইসমে মাফউল। অর্থ আন্‌না আন্‌না (أن - أن) বলা।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

هو قول الراوى : حدثنا فلان أن فلانا قال .....

আমাদের নিকট অমুক ব্যক্তি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন অমুক থেকে, তিনি বলেছেন ...।' রাবীর এরূপ উক্তিকে পরিভাষায় মুআননান বলা হয়।

৬. হুকুম (ক) ইমাম আহমাদ ও আলিমগণের একটি সম্প্রদায়ের মতে এটি মুত্তাসিল প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত মুনকাতি এর মধ্যে গণ্য হবে।

(খ) অধিকাংশের মতে এটি পূর্বোক্ত আন (عن)-এর মতই এবং আন এ উল্লেখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে মুত্তাসিল-এর মধ্যে গণ্য হবে।

www.waytojannah.com

তৃতীয় পাঠ

রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে মারদূদ

১. রাবী অভিযুক্ত হওয়ার অর্থ : তাঁর সমালোচনা অর্থাৎ রাবীর ন্যায়পরায়ণতা, তাঁর দীনদারী, তাঁর সংরক্ষণ শক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং তাঁর সচেতনতা ইত্যাদি সম্পর্কে সমালোচনা প্রকাশ পাওয়া।

২. রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণসমূহ : রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণ দশটি। এর মধ্যে পাঁচটির সম্পর্ক ন্যায়পরায়ণতার সাথে, আর পাঁচটির সম্পর্ক যবত (সংরক্ষণশক্তি) এর সাথে।

(ক) আদালাত (বা ন্যায়পরায়ণতা)এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণগুলো নিম্নরূপ,

(১) الكذب : মিথ্যা বলা।

(২) التهمة بالكذب : মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া।

(৩) الفسق : গুনাহর কাজ করা।

(৪) البدعة : বিদআতপন্থী হওয়া।

(৫) الجهالة : অজ্ঞাত পরিচয় হওয়া।

(খ) 'যবত' এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণগুলো নিম্নরূপ :

(১) فحش الغلط : অধিক ভুল ভ্রান্তি হওয়া।

(২) سوء الحفظ : স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়া।

(৩) الغفلة : অমনোযোগী হওয়া।

(৪) كثرة الاوهام : অধিক সন্দেহ পরায়ণ হওয়া।

(৫) مخالفة الثقات : সিকাহ রাবীদের বিপরীত রিওয়ায়াত করা।

উল্লিখিত কারণসমূহের ফলশ্রুতিতে মারদূদ হওয়া হাদীসের প্রকারভেদ সম্পর্কে এখন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে এবং সবচেয়ে অধিক সমালোচিত প্রকার দ্বারা আলোচনা শুরু করা হবে।

মাওযূ (জাল বা বানোয়াট)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কোন রাবীর মিথ্যা বলা প্রমাণিত হলে তার রিওয়ায়াতকে মাওযূ বলা হয়ে থাকে।

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

هو اسم مفعول من وضع الشيئ اى حطه سمى بذلك لانحطاط رتبته

www.waytojannah.com

আরবী وضع (ওয়াদ্উন) থেকে এটি ইসমে মাফউল। অর্থ কোন বস্তুকে নীচে রাখা। যথাযথ মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করার কারণে একে মাওযূ বলা হয়।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله ^ ـ

বানোয়াট ও মিথ্যা কথাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে চালিয়ে দেয়াকে পরিভাষায় মাওযূ (বা মিথ্যা বর্ণনা) বলা হয়।

২. মাওযূ-এর স্থান : এটি সর্বনিকৃষ্ট ও জঘন্যতম যঈফ হাদীস। কোন কোন আলিম একে একটি পৃথক প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁদের নিকট এটি যঈফ হাদীসের প্রকারের মধ্যে গণ্য নয়।

৩. হুকুম : উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কারো জন্য কোন অবস্থাতেই মাওযূ (মিথ্যা) রিওয়ায়াত করা বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ মাওযূ কথাটি উল্লেখ করে তা রিওয়ায়াত করা বৈধ। কেননা সহীহ মুসলিমে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ـ

যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে সে মিথ্যাবাদীদের একজন।[৯৫]

৪. মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস রচনাকারীদের পদ্ধতি (ক) মাওযূ হাদীস রচনাকারীরা সাধারণত মনগড়া কথার সাথে একটি সনদ জুড়ে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে চালিয়ে দেয়। (খ) আবার কখনো কোন দার্শনিক কিংবা বিজ্ঞ লোকের বাণী সংগ্রহ করে তার সাথে একটি মনগড়া সনদ তৈরী করে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বলে চালিয়ে থাকে।

৫. মাওযূ হাদীস কিভাবে চেনা যায় ? যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাওযূ হাদীস চেনা যায়, তার কয়েকটি নিম্নরূপ, (ক) মাওযূ হাদীস রচনাকারীর নিজের স্বীকারোক্তি। যেমন আবূ আসামা নূহ ইবনে আবূ মারইয়াম নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি কুরআনের সূরার ফযীলত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা)-এর সনদে মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

(খ) অথবা স্বীকারোক্তির কাছাকাছি বক্তব্য। যেমন, যে শাইখ থেকে রাবী হাদীস রিওয়ায়াতে করছেন তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এমন একটি

৯৫. ইমাম নববীর ব্যাখ্যা সম্বলিত মুসলিম-এর মুকদ্দিমা, ১ম খ. পৃ. ৬২।

www.waytojannah.com

Contents

তারিখের কথা উল্লেখ করেন, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর জন্মের পূর্বেই ঐ শাইখ মৃত্যুবরণ করেছেন আর এ হাদীসটি তিনি ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি।

(গ) অথবা রাবীর মধ্যে যদি মিথ্যার কোন কারীনা (আলামত)পাওয়া যায়। যেমন, হাদীসটি যদি আহলে বাইত এর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয় এবং রাবী যদি শীআ (রাফিযী) হন।

(ঘ) অথবা রিওয়ারাতের মধ্যে যদি চিহ্ন বা আলামত বিদ্যমান থাকে। যেমন, হাদীসটির শব্দ বক্তব্য যদি ফাসাহাত পরিপন্থী বা দুর্বল হয়, কিংবা রিওয়ায়াতটি যদি ইন্দ্রীয় বা বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী হয়। অথবা সরাসরি কুরআনের ভাষ্যের পরিপন্থী হয়।

৬. মাওযূ-হাদীস রচনার কারণ ও রচনাকারীদের শ্রেণী বিভাগ

(ক) আল্লাহর নৈকট্য অর্জন : লোকদেরকে নেক কাজে উৎসাহিত এবং অশ্লীল ও খারাপ কাজের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য অনেক মাওযূ (মিথ্যা)– হাদীস রচনা করা হয়েছে। এ ধরনের মাওযূ (মিথ্যা হাদীস) রচনাকারীরা নিজেদেরকে যাহিদ (দুনিয়া বিমুখ আবিদ) ও মুত্তাকী হিসেবে পরিচয় দিত। প্রকৃতপক্ষে মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস রচনাকারীদের মধ্যে এরাই হলো নিকৃষ্টতম শ্রেণী। কেননা, লোকেরা তাদেরকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) মনে করে তাদের মিথ্যা হাদীস গ্রহণ করেছে। এ শ্রেণীর মধ্যে মাইসারা ইবনে আবদু রাব্বিহি এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনে হিব্বান আদ-দু'আফা (الضعفاء) গ্রন্থে ইবনে মাহদী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন, 'আমি মাইসারা ইবনে আবদু রাব্বিহিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি অমুক সুরার ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসগুলো কার কাছ থেকে শ্রবণ করেছ ? এর জবাবে সে বললো, আমি লোকদেরকে কুরআন পাঠে উৎসাহিত করার জন্য এগুলো নিজে রচনা করেছি।[৯৬]

(খ) স্বীয় মাযহাবের সমর্থনে : নিজস্ব দল ও মতের পক্ষে মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস তৈরীর প্রবণতা বিশেষত ফিতনার যুগের পরে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায়– যেমন, খারিজী ও শিআ সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পরে শুরু হয়।

এরা প্রত্যেকেই স্বীয় মাযহাব তথা মত ও পথের সমর্থনে মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস রচনা করেছে। যেমন, এ রিওয়ায়াতটি : علي خير البشر - من شك فيه كفر

অর্থ : আলী (রা) সর্বোত্তম ব্যক্তি, এ ব্যাপারে যে সন্দেহ পোষণ করবে, সে কুফরী করলো।

(গ) ইসলামের সমালোচনা করা : যিন্দীক বা নাস্তিকদের একটি সম্প্রদায় সরাসরি ইসলামের বিরোধিতা করতে অপারগ হয়ে মাওযূ হাদীস রচনা করার মত ঘৃণ্য পথটি

৯৬. তাদরীবুর রাবী ১ম খ. পৃ. ২৮৩।

www.waytojannah.com

Contents

বেছে নেয়। তারা ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ ও অভিযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস রচনা করে। এদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ শামী এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একে যিন্দীকী আকীদাহ পোষণ করার কারণে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয়েছিল বলে মাসলূব (ক্রুশবিদ্ধ) হিসেবে পরিচিতি পায়।

এ ব্যক্তি কথিত হুমাইদ থেকে, তিনি আনাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, এ সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে নিম্নের মাওযূ (মিথ্যা) হাদীসটি বর্ণনা করেছে,

انا خاتم النبيين لانبى بعدى الا ان يشاء الله -

অর্থ : আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী[৯৭] আসবে না, তবে আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর বিশেষ রহমতে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ জাতীয় মাওযূ হাদীসের ওপর সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

(ঘ) শাসকদের নৈকট্য লাভ করা : অর্থাৎ কোন কোন দুর্বল ঈমানের লোক কোন শাসকের নৈকট্য লাভের জন্য এমন কিছু মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে, যা দীনের প্রতি ঐসব শাসকদের উদাসীনতার পরিচয় বহন করে। যেমন, এ প্রসংগে গিয়াস ইবনে ইবরাহীম-এর ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিন গিয়াস ইবনে ইবরাহীম নাখয়ী কুফী-আব্বাসী খলীফা মাহ্দীর নিকট প্রবেশ করে দেখতে পেলেন খলীফা কবুতর নিয়ে খেলছেন। তখন তিনি মুত্তাসিল সনদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি তাঁকে পাঠ করে শুনালেন :

لا سبق الا فى نصل أوخف اوحافر -

প্রতিযোগিতা একমাত্র তীরন্দাজী অথবা উট ও অশ্বদৌড়ে, এছাড়া অন্য কিছুতে নয়।[৯৮] এ হাদীসে গিয়াস ইবনে ইবরাহীম[৯৯] খলীফা মাহ্দী সন্তুষ্টির জন্য বাড়িয়ে দিলেন اوجناح অথবা কবুতর খেলায়।

(ঙ) অর্থ উপার্জন : যেমন কোন কোন ওয়ায়েয বা কাহিনীকার অর্থ উপার্জনের জন্য হাদীসের নামে লোকদেরকে অদ্ভুত ও আশ্চর্য ধরনের কিচ্ছা কাহিনী শুনায়। ফলে লোকেরা এসব কাহিনী শোনার জন্য তাদের নিকট ভীড় জমায় এবং তাদের কথায়

---

৯৭. তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২৮৪।

৯৮. সুনানে আরবাআ ও মুসনাদে আহমাদে হাদীসটি বর্ণিত হয়ে। (অনুবাদক)

৯৯. গিয়াস ইবনে ইবরাহীম সম্পর্কে জারাহ ও তা' দীল এর ইমামদের অভিমত হলো, তিনি একজন মিথ্যাবাদী ও মাওযূ হাদীস রচনাকারী। (অনুবাদক) খলীফা মাহ্দী একথা শোনার পর কবুতরটিকে যবেহ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, এ মিথ্যা হাদীসটি আমার কারণেই রচনা করা হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

বিমুগ্ধ হয়ে কিছু দান-খয়রাত করে থাকে। যেমন, এদের মধ্যে আবূ সাঈদ মাদাইনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(চ) প্রসিদ্ধি লাভের জন্য : এরূপ অদ্ভুদ আশ্চর্য ধরনের কথা তৈরী করে তা রিওয়ায়াত করা যা হাদীসের কোন শাইখ থেকে বর্ণিত হয়নি। এরূপ মনগড়া কথার সাথে হাদীসেরসনদ রদ-বদল করে দেয়াতে তা অপরিচিত মনে হতো। ফলে লোকেরা অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে এরূপ কথা শ্রবণ করে তা গ্রহণ করতো। এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইবনে আবূ দাহইয়া ও হাম্মাদ নাসীবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০০]

৭. মাওযূ হাদীস সম্পর্কে কারামিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি বা মাযহাব

মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস সম্পর্কে বিদআতী দল কারামিয়াদের অভিমত হলো তারগীব[১০১] (উৎসাহ প্রদান) ও তারহীব[১০২] (ভীতি প্রদর্শন) এর ক্ষেত্রে মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস রচনা করা বৈধ। এর স্বপক্ষে দলীল হিসেবে তারা এ হাদীসটি পেশ করেন,

من كذب على متعمدا * ليضل الناس -

আমার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা কথা বলে + লোকদের গোমরাহ করার জন্য। এ হাদীসে ليضل الناس (লোকদের গোমরাহ করার জন্য) এ বাক্যটি কারামিয়াদের তৈরী করা অতিরিক্ত সংযোজন। মূল হাদীসে একথাটি নেই এবং কোন হাফিযে হাদীসের নিকট এ অতিরিক্ত বাক্যটি গ্রহণযোগ্যও নয়।

তাঁদের কেউ কেউ একথাও বলেন, نحن نكذب له لا عليه - আমরা তো রাসূলুল্লাহর (সা)পক্ষে মিথ্যা বলি, তাঁর বিরুদ্ধে নয়। এরূপ দলীল পেশ করা তো-আরো নির্বোধের কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শারীআতের বিধি বিধান প্রবর্তনের জন্য এ ধরনের মিথ্যাবাদীর নিকট মুখাপেক্ষী নন।

এরূপ ধারণা ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী, এমনকি শেখ আবূ মুহাম্মদ জুওয়াইনী মাওযূ হাদীস রচনাকারীদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।

৮. মাওযূ হাদীস রিওয়ায়াতে কোন কোন মুফাসসিরের ভুল-ভ্রান্তি

কোন কোন মুফাসসির তাঁদের তাফসীর গ্রন্থে মাওযূ কথাটি উল্লেখ না করে মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস রিওয়ায়াত করে মারাত্মক ভুল করেছেন। বিশেষত ফাযাইলে কুরআন অধ্যায়ে পৃথক পৃথকভাবে সূরার ফযীলত সম্পর্কে উবাই ইবনে কা'ব থেকে যেসব

---

১০০. তাদরীবুর রাবী ইমাম সুয়ূতী, ১ম খ. পৃ. ২৮৬।
১০০. তাদরীবুর রাবী--ইমাম সুয়ূতী, ১ম খ., পৃষ্ঠা ২৮৬।
১০১. তারগীব : মানে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করা।
১০২. তারহীব : খারাপ কাজের প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা।

www.waytojannah.com

Contents

হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়েছে তা সবই মাওযূ। এরূপ মাওযূ (মিথ্যা) হাদীস বর্ণনাকারী মুফাস্‌সিরদের কয়েকজন হলেন,

(ক) আস্ সা'লাবী (الثعلبى)।

(খ) আল ওয়াহিদী (الواحدى)।

(গ) আয যামাখশারী (الزمخشرى)।

(ঘ) আল বাইযাবী (البيضاوى)।

(ঙ) আশ শাওকানী (الشوكانى।)

৯. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) কিতাবুল মাওযূআত, প্রণেতা ইবনুল জাওযী।

كتاب الموضوعات : لابن الجوزى -

এটি এ বিষয়ের প্রাচীনতম গ্রন্থ। কিন্তু গ্রন্থকার এতে মাওযূ (মিথ্যা) হাদীসের হুকুমের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। এজন্য উলামায়ে কিরাম এর সমালোচনা করেছেন এবং এর ওপর টীকা লিখেছেন।

(খ) 'আললাআলিউল মাসনূআ ফিল আহাদীসিল মাওযূআ, এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইমাম সুয়ূতী।

اللالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : للسيوطى -

এটি ইবনুল জাওযী রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। এতে তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা করা হয়েছে এবং এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, যা ইবনুল জাওযী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

(গ) 'তান্‌যীহুশ শারীআহ আলমারফূআ আনিল আহাদীসিশশানী আতিল মাওযূআ। এর প্রণেতা হলেন, ইবনে ইরাক আল কিনানী।

تنريه الشريعة المرفوعة عن الا حاديث الشنيعة الموضوعة - لا بن عراق الكنانى -

এটি উল্লেখিত গ্রন্থদ্বয়ের সারনির্যাস সম্বলিত একটি পরিপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত গ্রন্থ।[১০৩]

---

১০৩. এছাড়া ও এবিষয়ের ওপর ইমাম বুখারী রচিত كتاب الضعفاء ,كتاب الضعفاء الصغير ইমাম শাওকানী রচিত الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة الـتروكين মুল্লা আলী কারী রচিত الموضوعات الكبير এবং ইবনু তাহির আল মাক্‌দিসী রচিত تذكرة الموضوعات গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى للدكتور مصطفى حسنى السباعى

www.waytojannah.com

Contents

মাতরূক[১০৪]

মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত রাবীর রিওয়ায়াতকে 'মাতরূক' বলা হয়। এটি রাবী অভিযুক্ত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ।

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

اسم مفعول من الترك وتسمى العرب البيضة بعد ان يخرج منها الفرخ التريكة اى متروكة لا فائدة منها ـ

এটি আরবী الترك (আত্তুরকু) থেকে ইসমে মাফউল। ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার পর তার অবশিষ্টাংশ (খোশা) কে আরবদেশে التريكة (আত্তারীকাহ) বা অপ্রয়োজনীয় অংশ বলা হয়।[১০৫]

(খ) পারিভাষিক অর্থ

هو الحديث الذى فى اسناده راو متهم بالكذب ـ

যে হাদীসের সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন রাবী বিদ্যমান, তাকে মাতরূক বলা হয়।

২. রাবী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার কারণসমূহ এর কারণ দুটি। যথা, (ক) রাবী থেকে একটি মাত্র সনদে হাদীসটি বর্ণিত হওয়া এবং তা সাধারণ মূলনীতির[১০৬] পরিপন্থী হওয়া ।

(খ) হাদীস রিওয়ায়াতে রাবীর মিথ্যা বলা প্রমাণিত না হলেও সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা তার অভ্যাসে পরিণত হওয়া।

৩. উদাহরণ

عمرو بن شمر الجعفى الكوفى الشيعى عن جابر عن الطفيل عن على وعمار قالا : كان النبى صلى الله عليه وسلم يقنت فى الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ـ ويقطع صلاة العصر اخر ايام التشريق ـ

---

১০৪. হাফিয ইবনে হাজারই সর্বপ্রথম এ প্রকার হাদীসের নাম নুখবাতুল ফিকার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে ইবনে সালাহ কিংবা ইমাম নববীও এ প্রকারটির কথা উল্লেখ করেননি।

১০৫. আল কামূস, ৩য় খ. পৃ. ৩০৬।

১০৬. সাধারণ মূলনীতি দ্বারা ঐ মূলনীতিকে বুঝানো হয়েছে যা উলামায়ে কিরাম বিশুদ্ধ নস থেকে গ্রহণ করেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

আমর ইবনে শামার আল জুফী আল কুফী আশ শিআয়ী জাবির থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি তুফাইল থেকে, তিনি আলী ও আম্মার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দিনের সালাতুল ফজরে কুনূত পড়তেন এবং আরাফার দিন ফজর থেকে আইয়ামে তাশরীকের আসরের সালাত পর্যন্ত তাকবীর পড়তেন।

ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী প্রমুখের মতে আমর ইবনে শামার মাতরূকুল হাদীস।[১০৭] অর্থাৎ তার থেকে বর্ণিত হাদীসটি মাতরূক (পরিত্যাজ্য)।

৪. **মাতরূক এর স্থান :** নিকৃষ্টতার দিক দিয়ে যঈফ হাদীসের শ্রেণীগত মান বা ক্রমধারা নিম্নরূপ ,

১. মাওযূ (الموضوع)। এটি যঈফ এর সর্বনিকৃষ্ট প্রকার।

২. মাতরূক (المتروك)।

৩. মুনকার (المنكر)।

৪. মু'আল্লাল (المعلل)।

৫. মুদ্‌রাজ (المدرج)।

৬. মাক্‌লুব (المقلوب)।

৭. মুযতারাব (المضطرب)। হাফিয ইবনে হাজার এভাবেই এর শ্রেণীগত মান নিরূপণ করেছেন।[১০৮]

মুনকার

রাবী যদি অধিক ভ্রমকারী, অমনোযোগী কিংবা গুনাহর কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তবে তার হাদীসকে বলা হয় মুনকার। এটি রাবী অভিযুক্ত হওয়ার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কারণ।

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هو اسم مفعول من الانكار ضد الاقرار ـ

এটি আরবী ইনকার শব্দ থেকে ইসমে মাফউল। ইকরার এর বিপরীতার্থক শব্দ।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : উলামায়ে কিরাম মুনকার হাদীসের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে দু'টি সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ। যথা,

---

১০৭. মীযানুল ই'তিদাল : ইমাম যাহাবী ৩য় খ. পৃ. ২৬৮।

১০৮. ইমাম সুয়ূতী : তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২৯৫; শরহু নুখবাতিল ফিকার পৃ. ৪৬।

www.waytojannah.com

(১) মুনকার ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদে অধিক ভুল-ভ্রান্তি সংঘটনকারী অমনোযোগী কিংবা ফাসিক রাবী বিদ্যমান থাকে। এ সংজ্ঞাটি হাফিয ইবনে হাজার (র) উল্লেখ করে একে অন্যান্য আলিমের সংজ্ঞা বলে অভিহিত করেছেন।[১০৯]

(২) যঈফ রাবীর রিওয়ায়াত সিকাহ্ রাবীর রিওয়ায়াত এর বিপরীত হলে তাকে মুনকার বলা হয়। এটি ইবনে হাজার প্রদত্ত নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা। এতে যঈফ রাবীর রিওয়ায়াত সিকাহ্ রাবীর রিওয়ায়াত এর বিপরীত হওয়া–এ শর্তটি প্রথমোক্ত সংজ্ঞার উপর অতিরিক্ত সংযোজন।

২. মুনকার ও শায-এর পার্থক্য

(ক) গ্রহণীয় রাবী[১১০] যদি তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করে, তবে তাকে শায বলা হয়।

(খ) আর সিকাহ্ রাবীর বিপরীতে যঈফ রাবীর রিওয়ায়াতকে বলা হয় মুনকার।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সিকাহ রাবীর বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এখানে যে, শায রিওয়ায়াত এর রাবী গ্রহণীয় আর মুনকার রিওয়ায়াতের রাবী দুর্বল। ইবনে হাজার বলেন, যারা শায ও মুনকার এর মধ্যে পার্থক্য করেনি তারা ভুল করেছে।[১১১]

৩. উদাহরণ

(ক) প্রথম সংজ্ঞার উদাহরণ : ইমাম নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ আবূ যুকাইর ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাইস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كلوا البلح بالتمر فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان .

তোমরা পাঁকা শুকনো খেজুরের সাথে কাঁচা-সবুজ খেজুরও খাও। কেননা আদম সন্তানেরা যখন এটা খায় তখন শয়তান ক্রোধান্বিত হয়।

ইমাম নাসাঈ বলেন, এটি মুনকার হাদীস। আবূ যুকাইর এটি একা রিওয়ায়াত করেছেন। রাবী হিসেবে তিনি গ্রহণযোগ্য। ইমাম মুসলিম মুতাবাআত-এর মধ্যে তাঁর হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি এ পর্যায়ের রাবী নন যে তাঁর একাকী রিওয়ায়াত-এর ওপর নির্ভর করা যায়।[১১২]

---

১০৯. শরহু নুখবাতিল ফিকার, পৃ. ৪৭।

১১০. গ্রহণীয় রাবী দ্বারা সহীহ্ ও হাসান হাদীসের রাবীকে বুঝানো হয়েছে।

১১১. শরহু নুখবাতিল ফিকার, পৃ. ৩৭, এর দ্বারা তিনি ইব্নুস সালাহ-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা তাঁর মতে শায ও মুনকার এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দেখুন উলূমুল হাদীস, পৃ. ৭৭২।

১১২. তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২৪০।

www.waytojannah.com

Contents

(খ) দ্বিতীয় সংজ্ঞার উদাহরণ : ইবনে আবু হাতিম হাবীব ইবনে হাবীব আযযিয়াত থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবূ ইসহাক থেকে, তিনি আইযার ইবনে হারীছ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে, ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

من أقام الصلاة واتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে, সিয়াম পালন করবে এবং মেহমানদের যত্ন-আপ্যায়ন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবূ হাতিম বলেন, হাবীবের এ রিওয়ায়াতটি মুনকার। কেননা, তিনি ছাড়া অন্যান্য সিকাহ্ রাবীগণ আবূ ইসহাক থেকে এ হাদীসটি মাওকুফ হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন এবং এটিই মাশহুর।

৪. মুনকার-এর স্থান : মুনকার-এর উল্লেখিত সংজ্ঞাদ্বয় থেকে স্পষ্ট যে, এটি সর্বনিম্ন পর্যায়ের দুর্বল হাদীসের মধ্যে গণ্য। কেননা, এ হাদীসের রাবী অত্যধিক ভুল-ভ্রান্তি, অমনোযোগিতা এবং গুনাহ্র কাজে জড়িত থাকা ছাড়াও সিকাহ্ রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করে থাকে। এ উভয় প্রকার রিওয়ায়াতের মধ্যেই অত্যধিক দুর্বলতা বিদ্যমান। এ জন্যে 'মাতরূক' পর্বে আলোচিত হয়েছে যে, সর্বনিম্ন দুর্বল হাদীসের মধ্যে মাতরূক-এর পরেই মুনকার এর স্থান।

মা'রূফ[১১৩]

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هو اسم مفعول من عرف

এটি আরবী আরফ (عرف) থেকে ইসমে মাফউল।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعيف ـ

যঈফ রাবীর বিপরীত সিকাহ্ রাবীর রিওয়ায়াতকে মা'রূফ বলা হয়।

মা'রূফ-এর এ সংজ্ঞাটি হাফিয ইবনে হাজার প্রদত্ত 'মুনকার' এর নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞার সম্পূর্ণ বিপরীত।

১১৩. মা'রূফ ও মুনকার পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়ার কারণে এখানে মারদূদ –এর প্রকারের মধ্যে মা'রূফ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। নচেৎ মা'রূফ মূলত গ্রহণীয় খবরে ওয়াহিদের মধ্যে গণ্য।

www.waytojannah.com

Contents

২. **উদাহরণ** : এর উদাহরণ হলো 'মুনকার'-এর দ্বিতীয় সংজ্ঞার উদাহরণে উল্লেখিত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত মাওকূফ রিওয়ায়াতটি। কেননা, ইবনে আবু হাতিম এ রিওয়ায়াতটিকে মা'রূফ বলেছেন। অপরদিকে হাবীব ইবনে হাবীব থেকে বর্ণিত মারফূ রিওয়ায়াতটিকে তিনি মুনকার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মু'আল্লাল

সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে রাবী অভিযুক্ত হলে তাঁর হাদীসকে মু'আল্লাল বলা হয়। এটি রাবী অভিযুক্ত হওয়ার ষষ্ঠ কারণ।

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : اسم مفعول من أعله ـ এটি আরবী أعل থেকে ইসমে মাফউল। ইলমুস সারফ এর প্রসিদ্ধ নিয়মানুসারে এর ইসমে মাফউল হলো معل। আরবী ভাষায় এরূপ প্রয়োগ বিশুদ্ধ। কিন্তু হাদীস বিশেষজ্ঞগণ মু'আল্লালকে যে অর্থে ব্যবহার করেন, তা প্রচলিত আভিধানিক অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত।[১১৪]

কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ একে মু'আল'আল (معلعل) নামে অভিহিত করেছেন। আরবী অভিধান অনুযায়ী এ শব্দটি খুবই দুর্বল ও অপ্রসিদ্ধ।[১১৫]

(খ) পারিভাষিক অর্থ : هو الحديث الذى اطلع فيه على علة فقدح فى صحته مع أن الظاهر السلامة منها ـ

মু'আল্লাল ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে এমন ইল্লাত বা অস্পষ্ট দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, যা হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অথচ বাহ্যত হাদীসটিকে এ ইল্লাত থেকে মুক্ত বলে মনে হয়।

২. **ইল্লাত (العلة)-এর সংজ্ঞা** هى سبب غامض خفى قادح فى صحة الحديث ـ

ইল্লাত এমন একটি সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট কারণ, যা হাদীস সহীহ্ হওয়ার পথে ক্ষতি কারক। এ সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, ইল্লাতের জন্য হাদীসবেত্তাদের নিকট নিম্নের দু'টি শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরী।

---

১১৪. কেননা, علل থেকে ইসমে মাফউল معلل-এর অর্থ ভুলিয়ে দেয়া।

১১৫. কেননা رباعى রুবায়ী থেকে مفعول ওযনে ইসমে মাফউল হয় না। দেখুন : উলূমুল হাদীস পৃ. ৮১।

www.waytojannah.com

(ক) কারণটি দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হওয়া (الغموض والخفاء)।

(খ) কারণটি হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ক্ষতিকর হওয়া।

(القدح فى صحة الحديث)।

এ দু'টি শর্তের কোন একটি অবর্তমান থাকলে অর্থাৎ ইল্লাতটি যদি স্পষ্ট হয়, কিংবা ক্ষতিকর না হয় তাকে পরিভাষায় ইল্লাত বলা যাবে না।

৩. **ইল্লাত-এর ভিন্ন অর্থ** : ইল্লাত-এর উল্লেখিত সংজ্ঞাটি হলো মুহাদ্দিসীনে কিরাম প্রদত্ত ইল্লাত-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা। কিন্তু কোন কোন সময় ইল্লাত শব্দটি এরূপ ত্রুটির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় যা অস্পষ্ট নয় কিংবা হাদীসের জন্য ক্ষতিকরও নয়।

(ক) প্রথম প্রকার : যেমন রাবী মিথ্যাবাদী, অমনোযোগী কিংবা দুর্বল স্মৃতি শক্তিসম্পন্ন হওয়া। এমনকি ইমাম তিরমিযী (نسخ) নাসখকেও ইল্লাতের মধ্যে গণ্য করেছেন।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার : কোন সিকাহ রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করা যা হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ক্ষতিকর নয়। যেমন, এমন একটি হাদীস মুরসাল হিসেবে রিওয়ায়াত করা, যা একজন সিকাহ্ রাবী মুত্তাসিল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করে কোন কোন মুহাদ্দিস সহীহ হাদীসের একটি প্রকারকে সহীহ মু'আল্লাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. **হাদীসের ইল্লাতের পরিচয়** : হাদীসের ইল্লাতের পরিচয় জানা ইলমে হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাত্ত্বিক বিষয়। কেননা ইলমে হাদীসের অভিজ্ঞ ও বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এরূপ দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। ইলমে হাদীসের অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হাফিযে হাদীসগণের পক্ষেই এ বিষয়ের সূক্ষ্ম তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব। এজন্যে হাতে গোনা খুব অল্প সংখ্যক ইমামই এ বিষয়ে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। এদের মধ্যে ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, বুখারী, আবু হাতিম ও ইমাম দারা কুতনী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৫. **তা'লীল উপযোগী সনদ** : শুধু ঐ সনদই তা'লীল উপযোগী, যাতে বাহ্যত হাদীস সহীহ হওয়ার শর্তাবলী পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। কেননা যঈফ হাদীস মারদূদ ও আমলঅযোগ্য বলে তার ইল্লাত সম্পর্কে যাচাই বাছাই করার কোন প্রয়োজন নেই।

৬. **ইল্লাত সনাক্ত করার উপায়** : ইল্লাত-এর পরিচয় জানার ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করা যায়।

www.waytojannah.com

(ক) কোন রাবী কর্তৃক এককভাবে (একাকী) হাদীস রিওয়ায়াত করা।

(খ) অন্যান্য রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করা।

(গ) উপরোল্লেখিত ক ও খ উপধারার সাথে সংযুক্ত আরো কতিপয় করীনা বা আলামত।

উল্লেখিত বিষয়াবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পারদর্শী ব্যক্তিকে ঐ সব সন্দেহের ব্যাপারে সতর্ক করে, যা রাবী থেকে কোন মুত্তাসিল হাদীসকে মুরসাল হিসেবে কিংবা মারফূ হাদীসকে মাওকুফ হিসেবে রিওয়ায়াত করার সময় অথবা একটি হাদীসকে অন্য একটি হাদীসের সাথে মিলিয়ে রিওয়ায়াত করার সময় ঘটে থাকে। অথবা এ জাতীয় অন্যান্য ভুল ধারণার ব্যাপারে সতর্ক করে থাকে যা বিভিন্ন সময় সংঘটিত হয়ে থাকে।

এমনকি পরিশেষে এ ধরনের একটি প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি সহীহ নয় বলে রায় প্রদান করা হয়ে থাকে।

৭. মু'আল্লাল রিওয়ায়াতের পরিচয় : মু'আল্লাল রিওয়ায়াতের পরিচয় জানার পদ্ধতি হলো হাদীসের সমস্ত সনদ একত্রিত করে রাবীদের মতভেদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তাঁদের তাকওয়া, নির্ভরযোগ্যতা ও সংরক্ষণ শক্তির মধ্যে তুলনা করে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। অতঃপর বর্ণনাটি মা'লূল (ইল্লাতের দোষে দুষ্ট) কিনা, সে ব্যাপারে রায় প্রদান করতে হবে।

৮. ইল্লাতের অবস্থান

(ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইল্লাত পরিলক্ষিত হয় সনদের মধ্যে। যেমন রিওয়ায়াতকে মাওকূফ অথবা মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করে তাকে মু'আল্লাল করে দেয়া হয়।

(খ) কোন কোন সময় মতনের মধ্যেও ইল্লাত পরিলক্ষিত হয়। তবে এরূপ ইল্লাতের সংখ্যা খুবই কম। এর উদাহরণ হলো নামাযের মধ্যে বিসমিল্লাহ না পড়ার হাদীসটি।

৯. সনদের ইল্লাত মতনের জন্য ক্ষতিকর কিনা ?

(ক) কোন কোন সময় সনদের ক্ষতিকর ইল্লাত-এর প্রভাব মতনের উপরও পরিলক্ষিত হয়। যেমন হাদীস মুরসাল হওয়ার কারণে মু'আল্লাল হলে মতনের উপর তার প্রভাব পড়ে।

(খ) আবার কখনো সনদের ইল্লাত সনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে মতনের উপর প্রভাব বিস্তার করে না। বরং মতন বিশুদ্ধই থাকে। যেমন সাওরী থেকে ইয়ালা ইবনে উবাইদ রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে, ইবনে উমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত

www.waytojannah.com

করেছেন, তিনি বলেছেন, البيعان بالخيار। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের খিয়ার বা ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে।

এখানে সুফইয়ান সাওরীর ব্যাপারে ইয়ালা এ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-এর পরিবর্তে আমর ইবনে দীনার এর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের মতন সহীহ। যদিও এর সনদে ইল্লাতের ত্রুটি বিদ্যমান। কারণ আমর ইবনে দীনার এবং আবদুল্লাহ ইবনে দীনার উভয়ই সিকাহ রাবী। আর সিকাহ্ রাবীকে সিকাহ রাবী দ্বারা পরিবর্তন করার হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রভাব পড়ে না। যদিও সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে এটি ত্রুটি হিসেবে গণ্য।

১০. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) ইবনুল মাদীনী রচিত কিতাবুল ইলাল (كتاب العلل لابن المدينى)।

(খ) ইবনে আবু হাতিম রচিত ইলালুল হাদীস (علل الحديث لا بن ابى حاتم)।

(গ) আহমাদ ইবনে হাম্বল রচিত আলইলালু ওয়া মারিফাতুর রিজাল

(العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل)।

(ঘ) ইমাম তিরমিযী রচিত আলইলালুল কাবীর ওয়াল ইলালুস সাগীর

(العلل الكبير و العلل الصغير للترمذى)।

(ঙ) ইমাম দারা কুতনী রচিত আল-ইলালুল ওয়ারিদাতু ফিল আহাদীসিন্ নাবাবিয়াহ

(العلل الواردة فى الاحاديث النبوية للدار قطنى) এটি এ বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল গ্রন্থ।

সিকাহ্ রাবীর বিরোধিতা করা

সিকাহ্ রাবীর বিরোধিতা করা রাবী অভিযুক্ত হওয়ার সপ্তম কারণ। এর ফলে ইলমুল হাদীস এর আরো পাঁচটি প্রকরণের উদ্ভব হয়। যথা–

১. মুদরাজ (المدرج)।

২. মাকলূব (المقلوب)।

৩. আলমাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ (المزيد فى متصل الاسانيد)।

৪. মুযতারিব (المضطرب)।

৫. মুসাহহাফ (المصحف)।

Contents

১. সিফাহ রাবীর বিরোধিতা সনদে রদবদল কিংবা মাওকুফ হাদীসকে মারফু হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হলে তাকে মুদরাজ নামে অভিহিত করা হয়।

(২) আর এ বিরোধিতা যদি তাকদীম ও তাখীর (পূর্বাপর) এর ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, তবে তাকে মাকলুব বলা হয়।

(৩) রাবীর অতিরিক্ত সংযোজনের ফলে এ বিরোধিতা পরিলক্ষিত হলে তাকে আলমাযীদ ফী মুত্তাসিলি আসানীদ (মুত্তাসিল সনদে অতিরিক্ত সংযোজন) বলা হয়ে থাকে।

(৪) এ বিরোধিতা যদি রাবী পরিবর্তন কিংবা মতন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় এবং কোন একটিকে আরেকটির ওপর প্রাধান্য দেয়া না যায়। তবে তাকে মুযতারিব বলা হয়।

(৫) রিওয়ায়াতের পূর্বাপর ঠিক রেখে শাব্দিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সিকাহ্ রাবীর বিরোধিতা করা হলে তাকে মুসাহ্হাফ বলা হয়ে থাকে।[১১৬]

উল্লেখিত প্রকারভেদ সম্পর্কে এখন ধারাবাহিকভাবে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে।

মুদরাজ

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : এটি আরবী আদরাজা (ادرج) থেকে ইসমে মাফ্উল। অর্থ কোন একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া বা মিলিয়ে দেয়া।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : সনদ কিংবা মতন বহির্ভূত কোন কথা সনদ অথবা মতনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যকরণ ছাড়া সংযোজন করে দেয়াকে পরিভাষায় মুদ্‌রাজ বলা হয়।

২. প্রকারভেদ : মুদরাজ দু'প্রকার। যথা–

(ক) মুদরাজুল ইসনাদ (مدرج الاسناد)।

(খ) মুদরাজুল মতন (مدرج المتن)।

মুদরাজুল ইসনাদ

১. সংজ্ঞা : সনদ উল্লেখ না করে যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করা হয় তাকে মুদরাজুল ইসনাদ বলা হয়।

---

১১৬. শারহু নুখবাতিল ফিকার, পৃ. ৪৮–৪৯

www.waytojannah.com

২. ধরন : এর ধরন হলো, যেমন– কোন একজন রাবী সনদ বর্ণনার এক পর্যায়ে এসে নিজের কিছু কথা এভাবে বর্ণনা করলেন, যাতে শ্রোতাদের ধারণা হয় যে, এটি এ সনদেরই মতন। অতঃপর এর সাথেই মুত্তাসিল রিওয়ায়াতের মূল অংশ বর্ণনা করে দিলেন।

৩. উদাহরণ : এর উদাহরণ হলো সূফী সাবিত ইবনে মূসার ঘটনাটি যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ـ

যে রাতে অধিক নামায আদায় করবে দিনে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল আলোকময় হবে।[১১৭]

প্রকৃত ঘটনা হলো, সাবিত ইবনে মূসা একদিন কাযী শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে হাদীস লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন এবং বলছেন,

حدثنا الأعمش عن ابى سفيان عن جابر قال قال رسول الله ـ

আমাদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আ'মাশ, তিনি সুফইয়ান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি জাবির থেকে, জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন। এতটুকু বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, যাতে ছাত্ররা তা লিখে নিতে পারে। অতঃপর কাযী শুরাইক সাবিতের দিকে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন,

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ـ

একথা দ্বারা কাযী সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল সাবিতের অধিক ইবাদত বন্দেগী ও তাকওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা; কিন্তু সাবিত এ উক্তিকে ঐ সনদের মতন মনে করে তা রিওয়ায়াত করতে থাকেন।

মুদরাজুল মতন

১. সংজ্ঞা : মতন বহির্ভূত কোন বিষয়কে কোন পার্থক্যকরণ ছাড়া মতনের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়াকে 'মুদরাজুল মতন' বলা হয়।

২. প্রকারভেদ : মুদরাজুল মতন তিন প্রকার। যথা–

(ক) হাদীসের প্রথমাংশে ইদরাজ (অতিরিক্ত কথা সংযোজন করা)। যার নজীর কম। অধিকাংশ ইদরাজ সংঘটিত হয়ে থাকে হাদীসের মধ্যবর্তী অংশে।

(খ) হাদীসের মাঝখানে ইদরাজ। এর অস্তিত্ব প্রথমটির চেয়েও অনেক কম।

(গ) হাদীসের শেষাংশে ইদরাজ আর এটিই অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে।

১১৭.ইবনে মাজাহ, কিয়ামুল লাইল অধ্যায়, ১ম খ. পৃ. ৪৪২, হাদীস নং ১৩৩৩।

www.waytojannah.com

Contents

৩. উদাহরণ

(ক) হাদীসের প্রারম্ভে মুদরাজ-এর উদাহরণ : এটি সাধারণত এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাবী হাদীসের পক্ষে দলীল পেশ করতে গিয়ে হাদীসের মতনের পূর্বে কিছু কথা বলে কোন পার্থক্যকরণ ছাড়াই হাদীস রিওয়ায়াত করা শুরু করেন। ফলে শ্রোতাদের ধারণা হয় যে, সবটুকুই হয়তো হাদীসের অংশ। যেমন, খতীব আবূ কাতন ও শাবাবাহ রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁরা উভয়ই শু'বা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আবু হুরাইরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন,

اسبغو الوضوء ـ ويل للاعقاب من النار ـ

তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে অযূ কর, কেননা যাদের পায়ের গোড়ালী শুকনো থাকবে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত।

এ হাদীসে اسبغوا الوضوء বাক্যটি আবূ হুরাইরার (রা) নিজের উক্তি। যেমন ইমাম বুখারীর এ রিওয়ায়াত থেকে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। ইমাম বুখারী আদাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি শু'বা থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار ـ

তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে অযূ কর কেননা আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ (সা)) বলেছেন, যাদের পায়ের গোড়ালী শুকনো থাকবে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত।[১১৮]

এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করার পর খতীব বাগদাদী বলেন, পূর্বের বর্ণনানুযায়ী এটি আবু কাতন ও শাবাবার ভুল। তারা শু'বা থেকে রিওয়ায়াত করার সময় এ ভুলটি করেছেন; নচেৎ বহু সংখ্যক রাবী শু'বা থকে আদাম-এর রিওয়ায়াতের মত অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।[১১৯]

(খ) হাদীসের মাঝখানে ইদরাজ এর উদাহরণ : ইমাম বুখারী ওহীর সূচনা পর্বে আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন,

---

১১৮. ويل للاعقاب এ বাক্যটি আবু হুরাইরা ছাড়াও ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮ অযূ অধ্যায়।

১১৯. তাদরীবুর রাবী, ১ম খ. পৃ. ২৭০।

www.waytojannah.com

وكان (النبى صلى الله عليه وسلم) يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد ـ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিরা পর্বতের গুহায় রাতে ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। অর্থাৎ লাগাতর কয়েক রাত ইবাদাতে মশগুল থাকতেন।[১২০]

এখানে تحنث শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে هو التعبد দ্বারা। আর এটি হলো ইমাম যুহরীর কথা (বা মুদরাজ)।

(গ) হাদীসের শেষাংশে ইদরাজ এর উদাহরণ : আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

للعبد المملوك أجران ـ والذى نفسى بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبرأمى لأحببت أن اموت وانا مملوك ـ

ক্রীতদাসের জন্য দু'টি প্রতিদান। ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ যদি আল্লাহর পথে জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের সাথে সদাচরণ করতে না হতো, তাহলে ক্রীতদাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাটা আমার নিকট অধিক শ্রেয় মনে হতো।[১২১]

এ হাদীসে والذى نفسى بيده الخ এ বাক্যটি আবু হুরাইরার উক্তি। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ক্রীতদাস হয়ে মৃত্যুবরণ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেননি; তাঁর মাতাও তখন জীবিত ছিলেন না যে, তিনি তাঁর সাথে সদাচরণ করবেন।

৩. ইদরাজ-এর কারণসমূহ : বিভিন্ন কারণে ইদরাজ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নরূপ,

(ক) শরীআতের কোন হুকুম বর্ণনা করা।

(খ) হাদীসের বর্ণনা শেষ করার পূর্বেই তার থেকে শরীআতের কোন বিধান বের করা।

(গ) হাদীসের অন্তর্ভুক্ত কোন জটিল শব্দের ব্যাখ্যা করা।

৪. ইদরাজ চিনবার উপায় : নিম্নলিখিত উপায়ে ইদরাজ চিহ্নিত করা যায়।

(ক) পৃথকভাবে অন্য কোন রিওয়ায়াত মারফত বর্ণিত হলে।

(খ) এ বিষয়ে পারদর্শী কোন বিশিষ্ট ইমামের মন্তব্য পাওয়া গেলে।

(গ) রাবী যদি স্বীকার করেন যে, এ বাক্যটি তিনি নিজেই হাদীসের মধ্যে ইদরাজ করিয়ে দিয়েছেন।

(ঘ) বাক্যটি এরূপ হওয়া যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হওয়া অসম্ভব।

---

১২০. সহীহ বুখারী, ১ম খ. পৃ. ৩।

১২১. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইতক।

www.waytojannah.com

Contents

৫. ইদরাজ-এর হুকুম : হাদীসবিদ, ফিকহ্‌বিদ এবং অন্য উলামায়ে কিরাম ইদরাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। তবে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নতুন কোন জটিল শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা নিষিদ্ধ নয়। এজন্য ইমাম যুহরী এবং আরো কতিপয় ইমাম এরূপ করেছেন।

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী (ক) খতীব বাগদাদী রচিত আল ফাসলু লিলওয়াসলিল মুদরাজ ফিন নাকলি

(الفصل للوصل المدرج فى النقل للخطيب البغدادى -)

(খ) ইবনে হাজার রচিত তাকরীবুল মানহাজ বিতারতীবিল মুদরাজ

(تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر) এটি খতীবের গ্রন্থের সারসংক্ষেপ হলেও তার ওপর কিছু অতিরিক্ত সংযোজন রয়েছে।

মাকলূব

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هو اسم مفعول من القلب وهو تحويل الشيئ عن وجهه -

এটি আরবী القلب (আলকালব) থেকে ইসমে মাফউল। কোন বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দেয়াকে কালব বলা হয়।[১২২]

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ابدال لفظ بأخرفى سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه -

হাদীসের সনদে কিংবা মতনে কোন শব্দ আগে পরে উল্লেখের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে পরিবর্তন করাকে পরিভাষায় মাকলূব বলা হয়।

২. প্রকারভেদ : মাকলূব প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

(ক) মাকলূবে সনদ (مقلوب السند)।

(খ) মাকলূবে মতন (مقلوب المتن)।

(ক) মাকলূবে সনদ : সনদের মধ্যে রাবীর নাম পরিবর্তন করাকে মাকলূবে সনদ বলা হয়। এর দু'টি অবস্থা হতে পারে। যথা–

১. কোন একজন রাবী অন্য আরেকজন রাবীর নাম ও তাঁর পিতার নামের মধ্যে রদ বদল করে আগে-পরে উল্লেখ করা। যেমন– কা'ব ইবনে মুররা এর স্থলে মুররা ইবনে কা'ব এর নামে হাদীস বর্ণনা করা।

১২২. দেখুন : আল কামূস ১ম খ. পৃ. ১২৩।

www.waytojannah.com

২. নতুনত্ব সৃষ্টি করার জন্য রাবীর নাম পরিবর্তন করে হাদীস রিওয়ায়াত করা। যেমন, সালিমের কোন মাশহুর হাদীসকে নাফি এর নামে রিওয়ায়াত করা। হাম্মাদ ইবনে আমর নাসীবী নামক একজন রাবী সাধারণত এরূপ করে থাকেন। যেমন, হাম্মাদ নাসীবী আ'মাশ থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে, আবু হুরাইরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন,

اذالقيتم المشركين فى طريق فلا تبدئوهم بالسلام -

রাস্তায় কোন মুশরিকের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হলে প্রথমে তোমরা তাদেরকে সালাম দেবে না।

এ হাদীসটি মাকলূব। কেননা হাম্মাদ হাদীসের মূল রাবীর নাম পরিবর্তন করে আ'মাশ থেকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সুহাইল ইবনে আবু সালিহ তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে এভাবে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। এ প্রকারের মাকলূব হাদীসের রাবীকে হাদীস চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে।

২. মাকলূবে মতন : হাদীসের মতন পরিবর্তনকে মাকলূবে মতন বলা হয়। এরও দু'টি অবস্থা হতে পারে। যথা–

১. রাবী কর্তৃক হাদীসের মতনের পূর্বের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে পূর্বে উল্লেখ করা।

উদাহরণ : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সেই দিন তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম নিম্নোক্ত শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন,

ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله -

এবং তাদের একজন হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি কিছু দান করেন, তা এমন গোপনীয়তার সাথে যে, তাঁর ডান হাতও জানে না তাঁর বাম হাতে তিনি কি খরচ করেছেন। কোন কোন রাবী এ রিওয়ায়াতটি পরিবর্তন করে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসের শব্দমালার ক্রমধারা হবে নিম্নরূপ,

حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه -

এমনকি তার বাম হাতও জানে না যে তাঁর ডান হাত কী খরচ করেছে।[১২৩]

১২৩. বুখারী ও মুসলিম।

www.waytojannah.com

Contents

২. এক হাদীসের মতনের সাথে অন্য হাদীসের সনদ এবং এক হাদীসের সনদের সাথে অন্য হাদীসের মতন উলট পালট করে রিওয়ায়াত করা। আর এটি সাধারণত কাউকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। যেমন বাগদাদবাসীরা ইমাম বুখারীর স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য একশটি হাদীসের সনদ ও মতন উলট-পালট করে তাঁর সামনে পেশ করেন। ইমাম বুখারী (র) প্রত্যেকটি হাদীসেরই সনদ ও মতনের সঠিক অবস্থান বর্ণনা করে দেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি একটি ভুলও করেননি।[১২৪]

৩. হাদীস মাকলূব করার কারণসমূহ : বিভিন্ন কারণে হাদীস মাকলূব করা হয়ে থাকে। নিম্নে এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো,

(ক) হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে নতুন স্টাইল সংযোজন করা, যাতে লোকেরা আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে তার কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত ও গ্রহণ করে।

(খ) মুহাদ্দিস এর স্মৃতিশক্তি ও সংরক্ষণ শক্তির দৃঢ়তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

(গ) অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির কারণে।

৪. মাকলূব-এর হুকুম (ক) নতুন স্টাইল সংযোজনের উদ্দেশ্যে মাকলূব করা হলে তা নিঃসন্দেহে নাজায়েয। কেননা, এতে হাদীসের মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, যা মূলত মাওযূ হাদীস রচনাকারীদের কর্ম।

(খ) আর মুহাদ্দিস-এর স্মৃতিশক্তি ও তাঁর পাণ্ডিত্য পরীক্ষার জন্যে এরূপ করা হলে তা জায়েয। তবে শর্ত হলো সমবেত লোকের বৈঠক সমাপ্তির পূর্বেই লোকদেরকে সঠিক তথ্য জানিয়ে দিতে হবে।

(গ) আর ভুল-ত্রুটির কারণে এরূপ হলে রাবী মাযূর হিসেবে গণ্য হবেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল বলে প্রমাণিত হবে এবং এ কারণে তাঁকে দুর্বল রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

আর মাকলূব হাদীস যে যঈফ মারদূদ (দুর্বল ও পরিত্যাজ্য) হাদীসেরই একটি প্রকার তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী : খতীব বাগদাদী রচিত রাফিউল ইরতিয়াব ফিল মাকলূবি মিনাল আসমা-ই-ওয়াল আলকাব :

كتاب رافع الا رتياب فى المقلوب من الاسماء والالقاب ـ للخطيب البغدادى ـ

এ গ্রন্থের নাম থেকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, এটি বিশেষভাবে শুধু সনদের মাকলূব সম্পর্কেই রচিত হয়েছে।

---

১২৪. তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে এ ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তারীখে বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০।

www.waytojannah.com

Contents

মুত্তাসিল সনদের মধ্যে সংযোজন

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : المزيد اسم مفعول من الزيادة والمتصل ضد المنقطع والاسانيد جمع اسناد

আলমাযীদ الزيادة (আযযিয়াদাতু) থেকে ইসমে মাফউল। মুত্তাসিল মুনকাতি এর বিপরীতার্থক শব্দ। আর اسانيد (আসানীদ) ইসনাদ এর বহুবচন।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : زيادة راو فى اثناء سند ظاهره الاتصال ـ

বাহ্যত মুত্তাসিল সনদে কোন রাবীর অতিরিক্ত সংযোজনকে পরিভাষায় আলমাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ বলা হয়।

২. উদাহরণ : ইবনেল মুবারক বলেন, আমাদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন সুফইয়ান। তিনি আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন বাসর ইবনে উবাইদুল্লাহ। তিনি বলেন, আমি আবু ইদরীস থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি ওয়াসিলা থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবু মুরসিদকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

لاتجلسو اعلى القبور ولا تصلوا اليها ـ

তোমরা কবরের উপর উপবেশন করো না এবং সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করো না।[১২৫]

৩. এ উদাহরণে অতিরিক্ত সংযোজন : এ উদাহরণের দু'টি স্থানে অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে। প্রথম স্থান হলো সুফইয়ান আর দ্বিতীয় স্থানটি হলো আবু ইদরীস। উভয় স্থানেই ভুলের কারণে অতিরিক্ত রাবী সংযোজন করা হয়েছে।

(ক) ইবনুল মুবারক এর ছাত্রগণ সুফইয়ানকে অতিরিক্ত রাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটা তাঁদের ভুল। কেননা, অনেক সিকাহ্ রাবীই আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেছেন, এরূপ সনদে (সুফইয়ানকে বাদ দিয়ে), হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সুস্পষ্টভাবে শ্রবণের কথাও উল্লেখ করেছেন।

---

১২৫. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, ৭ম খ. পৃ. ৩৮ এবং তিরমিযী। এঁরা উভয়ই আবু ইদরীসের নাম যথাক্রমে বাদ দিয়ে ও উল্লেখ করে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

www.waytojannah.com

(খ) আর আবু ইদরীস এর নাম অতিরিক্ত রাবী হিসেবে উল্লেখ করা এটা ইবনুল মুবারক এর ধারণা মাত্র। কেননা অনেক সিকাহ রাবীই আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন; কিন্তু তাঁরা আবু ইদরীস-এর নাম উল্লেখ করেননি। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ওয়াসিলা থেকে বাসর-এর হাদীস শ্রবণও প্রমাণ করেছেন।

৪. **অতিরিক্ত রাবী প্রত্যাখ্যান করার শর্তাবলী :** সনদের মধ্যে কথিত অতিরিক্ত রাবীকে প্রত্যাখ্যান করা এবং একে রাবীর ভুল সাব্যস্ত করার জন্য শর্ত দু'টি। যথা,

(ক) যিনি অতিরিক্ত রাবী সংযোজন করেননি, তাঁকে ঐ রাবীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য হতে হবে। যিনি অতিরিক্ত রাবী সংযোজন করেছেন।

(খ) অতিরিক্ত রাবী সংযোজনের সময় সুস্পষ্টভাবে শ্রবণের কথা উল্লেখ থাকতে হবে।

এ শর্তদ্বয়ের উভয়টি অথবা যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে, অতিরিক্ত সংযোজন প্রাধান্য পাবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর এ অতিরিক্ত সংযোজনবিহীন রিওয়ায়াতটিকে মুনকাতি হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু এ বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটি যেহেতু খাফী বা অস্পষ্ট তাই একে মুরসালে খাফী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৫. **অতিরিক্ত রাবী সংযোজনের উপর আরোপিত অভিযোগ :** সনদের মধ্যে এরূপ অতিরিক্ত রাবী সংযোজনের ওপর সাধারণত দু'টি অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে। যথা–

(ক) সনদটি অতিরিক্ত সংযোজনবিহীন হলে এবং অতিরিক্তের স্থানে عن (আন) দ্বারা বর্ণিত হলে সে রিওয়ায়াতকে মুনকাতি বলা হবে।

(খ) আর যদি শ্রবণের কথা উল্লেখ থাকে তবে এ সম্ভাবনা থাকে যে, ঐ রাবী ইতিপূর্বে হয়তো অন্য কারো থেকে এ রিওয়ায়াতটি শুনেছেন; অতঃপর সরাসরি ঐ রাবী থেকে শুনেছেন। এ উভয় অভিযোগের উত্তর এভাবে দেওয়া যায়,

(১) প্রথম অভিযোগের জবাব তো সেটাই যা অভিযোগকারী নিজেই উল্লেখ করেছেন।

(২) আর দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর এই যে, উল্লেখিত অভিযোগ থাকতে পারে। কিন্তু উলামায়ে কিরাম অতিরিক্ত রাবী সংযোজনের উপর ভুলের হুকুম কেবল তখনই প্রয়োগ করেন, যখন কোন করীনা বা আলামাত দ্বারা তা প্রমাণিত হয়।

৬. **এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী :** খতীব আল বাগদাদী রচিত তামযীযুল মাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ।

كتاب تمييز المزيد فى متصل الأسانيد للخطيب البغدادى -

www.waytojannah.com

মুযতারিব

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هو اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الأمر وفساد نظامه وأصله من اضطراب الموج اذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا ـ

এটি আরবী الاضطراب (আলইযতিরাব) থেকে ইসমে ফাইল। কোন বিষয় এলোমেলো ও বিশৃংখল হয়ে যাওয়াকে আলইযতিরাব বলা হয়। মূলত এটি اضطراب الموج (উত্থাল তরঙ্গ) থেকে উদ্ভুত।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

ما روى على أوجه مختلفة متساوية فى القوة ـ

সম শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন সনদ ও শব্দে বর্ণিত রিওয়ায়াতকে মুযতারিব বলা হয়।

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ ঐ রিওয়ায়াত যা, এরূপ পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়। আর ঐ রিওয়ায়াতগুলো সার্বিকভাবে মানগত দিক দিয়ে এরূপ সমমর্যাদাসম্পন্ন যে, কোন দিক দিয়েই একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়।

৩. ইযতিরাব প্রমাণিত হওয়ার শর্তাবলী : মুযতারিব হাদীসের সংজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দু'টি শর্ত পাওয়া না গেলে কোন হাদীসকে মুযতারিব নামে অভিহিত করা যায় না। যথা,

(ক) এরূপ বিভিন্ন সনদে হাদীস বর্ণিত হওয়া যার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়।

(খ) রিওয়ায়াতগুলো মানগত দিক দিয়ে এরূপ সম মর্যাদাসম্পন্ন যে, তার কোন একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়াও সম্ভব নয়।

যদি রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে কোন একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় অথবা এ দু'টির মধ্যে যদি সামঞ্জস্য বিধানের কোন একটি গ্রহণীয় উপায় খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে ঐ হাদীসটি ইযতিরাব থেকে মুক্ত বলে গণ্য হবে। সুতরাং প্রাধান্যের সময় আমরা শক্তিশালী রিওয়ায়াতটির উপর আমল করবো এবং সামঞ্জস্য বিধানের সময় সম্ভব হলে সবগুলো রিওয়ায়াতের উপরই আমল করবো।

৪. প্রকারভেদ : মুযতারিব দু'ভাগে বিভক্ত। মুযতারিবুস সনদ (مضطرب السند) ও মুযতারিবুল মতন। সনদের ইযতিরাবই বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে।

(ক) মুযতারিবুস সনদ এর উদাহরণ হলো, আবূ বকর (রা)-এর এ হাদীসটি। তিনি বলেন,

www.waytojannah.com

Contents

يا رسول الله اراك شبت ـ قال : شيبتنى هود وأخواتها ـ

হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, সূরা হুদ এবং এ জাতীয় অন্য সূরাগুলো আমাকে বুড়ো বানিয়ে ফেলেছে।[১২৬]

ইমাম দারা কুতনী বলেন, এটি মুযতারিব হাদীস। কেননা এটি আবু ইসহাক ছাড়া অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেনি। আবু ইসহাক থেকে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারে প্রায় দশটি ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ তাঁর কাছ থেকে মুরসাল হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন, আবার কেউ মুত্তাসিল হিসেবে আবার কেউ কেউ একে মুসনাদে আবূ বকর হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ মুসনাদে সাআ'দ আবার কেউবা একে মুসনাদে আয়েশা ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। এসব বর্ণনাকারী রাবীগণ সকলেই সিকাহ (নির্ভরযোগ্য)। এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও সম্ভব নয় এবং কোন একজন রাবীর ওপর অন্য কোন রাবীকে প্রাধান্য দেওয়াও সম্ভব নয়।

(খ) মুযতারিবুল মতন-এর উদাহরণ : ইমাম তিরমিযী শুরাইক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবূ হামযাহ্ থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি ফাতিমা বিনতে কাইস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন,

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال : ان فى المال لحقا سوى الزكاة ـ

যাকাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও নিশ্চয় গরীবদের অধিকার রয়েছে। এ রিওয়ায়াতটি ইবনে মাজাহ্- গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

ليس فى المال حق سوى الزكاة ـ

সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া অন্য কোন হক নেই। আল্লামা ইরাকী বলেন, এটি এমন ধরনের ইযতিরাব যার কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব নয়।

৫. ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা (ক) ইযতিরাব কখনো একজন রাবীর পক্ষ থেকেও সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, একজন রাবী থেকে বিভিন্ন শব্দে হাদীস বর্ণিত হওয়া।

(খ) আবার কখনো একটি দলের পক্ষ থেকেও ইযতিরাব সংঘটিত হতে পারে। যেমন, ঐ দলের প্রত্যেক রাবী থেকেই এরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা পরস্পর বিরোধী।

---

১২৬. ইমাম তিরমিযী তাফসীর অধ্যায়ে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। (সূরা আলওয়াকিয়াত তাফসীর দ্র.) কিন্তু সেখানে এ শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ... شيبتنى هود والواقعة والمرسلات الحديث এ হাদীসটিকে তিনি হাসান এবং গারীব বলে অভিহিত করেছেন।

www.waytojannah.com

৬. **মুযতারিব হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণ :** মুযতারিব হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণ এই যে, ইযতিরাব রাবীর সংরক্ষণ শক্তির দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন করে।

৭. **এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ :** হাফিয ইবনে হাজার রচিত আলমুকতারিব ফী বায়ানিল মুযতারিব। এ বিষয়ের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

المقترب فى بيان المضطرب للحافظ ابن حجر ـ

মুসাহ্হাফ

১. সংজ্ঞা

(ক) **আভিধানিক অর্থ :** اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ فى الصحيفة ـ ومنه الصحفى ـ وهو من يخطئ فى قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها سبب خطئه فى قراء تها ـ

এটা আততাস্হীফ থেকে ইসমে মাফউল। অর্থাৎ পুস্তিকায় ভুল করা। এর থেকেই আস্সুহফী শব্দটি গৃহীত। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যিনি সহীফা[১২৭] পুস্তিকা পড়তে ভুল করেন এবং পড়ায় তার এই ভুলের কারণে সহীফার কোন কোন শব্দ পরিবর্তন করে ফেলেন।

(খ) **পারিভাষিক অর্থ :** تغيير الكلمة فى الحديث الى غير ما ـ روا ها الثقات لفظا أو معنى ـ

হাদীসের শব্দকে এমন শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা যা শব্দগত অথবা অর্থগত দিক দিয়ে কোন সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী থেকে বর্ণিত হয়নি।

২. **গুরুত্ব ও তাৎপর্য :** এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিষয়। এর গুরুত্ব ঐ সময় প্রকাশ পায় যখন ঐসব ভুল-ত্রুটি উদঘাটিত হয় যা কোন কোন রাবী থেকে হয়ে থাকে। এহেন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হাফিযে হাদীসগণই আঞ্জাম দিতে পারেন। যেমন–ইমাম দারা কুতনী (র)।

৩. **প্রকারভেদ :** হাদীস বিশেষজ্ঞগণ মুসাহহাফকে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

(ক) স্থান বিবেচনায় (باعتبار موقعة)।

স্থান বিবেচনায় মুসাহ্হাফ দু'ভাগে বিভক্ত,

---

১২৭. আল্কামূস, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

www.waytojannah.com

(১) সনদের মধ্যে তাসহীফ (تصحيف فى الإسناد)

উদাহরণ - حديث شعبة عن العوام ابن مراجم -

আওয়াম ইবনে মারাজিম থেকে শু'বা রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসের সনদের মধ্যে ইবনে মুঈন তাস্হীফ করেছেন এবং বলেছেন - عن العوام بن مزاحم

অর্থাৎ আওয়াম ইবনে মাযাহিম থেকে বর্ণিত।

(২) মতনের মধ্যে তাস্হীফ (تصحيف فى المتن)

উদাহরণ, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর হাদীস,

ان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم فى المسجد -

ইবনে লুহাইআ-এর মতনের মধ্যে তাসহীফ করে এরূপ রিওয়ায়াতে করেছেন

ان النبى ^ احتجم فى المسجد

(খ) উৎস বিবেচনায় (باعتبار منشئه)

উৎস বিবেচনায়ও মুসাহ্হাফ দু'প্রকার।

(১) তাসহীফে বাসার (تصحيف بصر) এটাই বেশি হয়ে থাকে। অর্থাৎ–পাঠকের চোখে রাবীর লেখা সুস্পষ্ট না হওয়ায় অথবা নুকতা না থাকায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে এরূপ হয়ে থাকে।

উদাহরণ ..... من صام رمضان واتبعه ستا من شوال

(যিনি রমযানের রোযা রাখবেন এবং এর পরে শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখবেন.....)[১২৮]

আবূ বকর সূলী এর মধ্যে তাস্হীফ করে এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন

من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال ..... -

(যিনি রমযানের রোযা রাখবেন এবং এর পরে এর সাথে শাওয়ালের কিছু সংযোজন করবেন.....) আবূ বকর সূলী এখানে ستا (ছয়টি)-এর পরিবর্তে شيئا (কিছু) লেখে তাস্হীফ করেছেন।

(২) তাসহীফে সাম' (تصحيف السمع) শ্রবণের তাস্হীফ) : অর্থাৎ-শ্রবণ শক্তির দুর্বলতা অথবা দূরে থাকার কারণে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন

১২৮. ইবনে আবী হাতিম, ইলালুল্ হাদীস, ১ম খ., পৃ. ২৫৩, হাদীস নং ৭৪৪।

www.waytojannah.com

কারণে কোন কোন এক জাতীয় শব্দ অথবা একই ওযনবিশিষ্ট শব্দ কখনো শ্রোতার কানে সন্দেহের উদ্রেক করে।

উদাহরণ : আসিম আল আহওয়াল (عاصم الاحوال)-এর হাদীস তাস্হীফ করে কেউ কেউ ওয়াসিল আল আহদাব (واصل الاحدب)-এর কাছ থেকে রিওয়ায়াত করে থাকেন।

(গ) শব্দ অথবা অর্থ বিবেচনায় (باعتبار لفظه او معناه) : এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তাসহীফ দু'প্রকার।

(১) শব্দের মধ্যে তাস্হীফ (تصحيف فى اللفظ) : এটাই বেশি হয়ে থাকে। যেমন, পূর্বের উদাহরণে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) অর্থের মধ্যে তাস্হীফ (تصحيف فى المعنى) : অর্থাৎ রাবী মুসাহ্হাফ এর শব্দ তার স্বস্থানে বহাল রেখে ঐ শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা করেন যদ্দারা বুঝা যায় যে, তিনি এর যে অর্থ বুঝেছেন সেটা প্রকৃত অর্থ নয়।

উদাহরণ : আবূ মূসা আলআনাযীর এই উদ্ধৃতি,

نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى بنا الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم -

আমরা আনাযাহ্ সম্প্রদায়ের লোক আমাদের এই মর্যাদা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য দু'আ করেছেন। এর দ্বারা এই হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাযার দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন।

এখানে আবূ মূসা 'আনাযাহ্' দ্বারা তার সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। অথচ এখানে আনাযাহ্ দ্বারা ঐ সুতরাহ বা লাকড়ীকে বুঝানো হয়েছে যা নামাযের সময় মুসল্লীদের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।

৪. হাফিয ইবনে হাজারের প্রকারভেদ : হাফিয ইবনে হাজার তাস্হীফকে অন্য আর এক দৃষ্টিভঙ্গীতে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(ক) আল্মুসাহ্হাফ (المصحف) : আর তা হলো শব্দের প্রকৃত অবস্থা ঠিক থাকবে কিন্তু নুকতার মধ্যে পরিবর্তন হবে।

(খ) আল্মুহাররাফ (المحرف) : এর ধরন হলো শব্দের প্রকৃত অবস্থা ঠিক রেখে তার কাঠামোগত অবস্থা পরিবর্তন করা।

www.waytojannah.com

৫. রাবীর উপর তাসহীফ-এর প্রভাব

(ক) তাস্‌হীফ যদি রাবী থেকে কদাচিৎ হয়ে থাকে তবে তা তাঁর সংরক্ষণশক্তির উপর তেমন প্রভাব ফেলবে না। কেননা, সাধারণ ভুল-ত্রুটি ও সামান্য তাস্‌হীফ থেকে কেউই নিরাপদ নয়।

(খ) কিন্তু যদি তাস্‌হীফ অধিক হারে সংঘটিত হয়, তাহলে সেটা রাবীর সংরক্ষণশক্তির ওপর প্রভাব ফেলবে এবং এটা তাঁর দুর্বলতার প্রমাণও বটে। রাবীর অবস্থা এরূপ হওয়া সমীচীন নয়।

৬. রাবী থেকে অধিক হারে তাসহীফ সংঘটিত হওয়ার কারণ

সাধারণত রাবী থেকে ঐ সময় তাস্‌হীফ হয়ে থাকে, যখন তিনি শাইখ এর সামনে পাঠ না করে কিতাব ও সহীফাহ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে থাকেন। এ কারণেই ইমামগণ শুধু শুধু কিতাব থেকে হাদীস সংগ্রহ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, لايؤخذ الحديث من صحفى

শুধু পুস্তক থেকে হাদীস সংগ্রহকারী থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না যিনি শুধু কিতাব দেখে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

৭. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) দারা কুতনী রচিত আত্‌তাস্‌হীফ (التصحيف للدار قطنى)।

(খ) ইমাম খাত্তাবী রচিত ইসলাহ খাতায়িল মুহাদ্দিসীন

(اصلاح خطأ المحدثين للخطابى)।

(গ) আবূ আহমাদ আল আসকারী রচিত তাসহীফাতুল মুহাদ্দিসীন

(تصحيفات المحدثين لأبى أحمد العسكرى)।

শায ও মাহফূয

১. শায-এর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

لغة : اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور -

এটি শায্‌যা (شذ) থেকে ইসমে ফা'ইল। অর্থ একাকী হয়ে যাওয়া। সুতরাং শায-এর আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় জুমহুর (অধিকাংশ) থেকে পৃথক অবস্থানকারী।

www.waytojannah.com

(খ) পারিভাষিক অর্থ

اصطلاحا : ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه ـ

কোন গ্রহণযোগ্য রাবী কর্তৃক তাঁর থেকে অধিক শক্তিশালী রাবীর বিপরীত হাদীস রিওয়ায়াত করাকে পরিভাষায় শায বলা হয়।

২. সংজ্ঞার ব্যাখ্যা : আল্‌মাকবূল المقبول; এখানে গ্রহণযোগ্য (المقبول) বলতে ঐ আদালাতসম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ রাবীকে বুঝানো হয়েছে, যিনি পূর্ণ সংরক্ষণশক্তির অধিকারী অথবা ঐ আদালাতসম্পন্ন রাবীকে বুঝানো হয়েছে, যাঁর সংরক্ষণ (স্মরণ) শক্তির মধ্যে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে।

আর من هو اولى منه মান্‌হুয়া আওলা মিনহু (যিনি তার থেকে উত্তম)-এর অর্থ হচ্ছে যিনি সংরক্ষণশক্তির দিক দিয়ে তাঁর থেকে অধিক শক্তিশালী অথবা সংখ্যাধিক্য বা অন্য কোন প্রাধান্যের কারণের ভিত্তিতে শক্তিশালী। শায-এর সংজ্ঞা নির্ধারণে আলিমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার এ সংজ্ঞাটিই গ্রহণ করেছেন যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, এটাই 'শায'-এর নির্ভরযোগ্য পারিভাষিক অর্থ।[১২৯]

৩. শায সংঘটিত হওয়ার স্থান : শায সংঘটিত হওয়ার স্থান দু'টি সনদের মধ্যে ও মতনের মধ্যে।

(ক) সনদের মধ্যে শায-এর উদাহরণ

এর উদাহরণ ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজার এই রিওয়ায়াতটি

ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس : ان رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولى هو أعتقه ـ

ইবনে উয়াইনাহ আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি আওসাজাহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাননি। ঐ মুনীব ব্যতীত যিনি তাকে আযাদ করেছেন। ইবনে জুরাইজ প্রমুখও এ হাদীসটি মুত্তাসিল হওয়ার ব্যাপারে ইবনে উয়াইনাকে সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু তাঁরা হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-এর বিরোধিতা করেছেন। কেননা হাম্মাদ 'আন আমর ইবনে দীনার আন আওসাজাহ' 'আওসাজাহ থেকে আমর ইবনে দীনার রিওয়ায়াত করেছেন' এই সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাতে ইবনে আব্বাস (রা) এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এজন্য আবু

১২৯. দেখুন : শরহু নুখবাতুল ফিকর পৃ. ৩৭।

www.waytojannah.com

হাতিম বলেছেন "যদিও হাম্মাদ আদালাতসম্পন্ন ও পূর্ণ স্মরণ শক্তিসম্পন্ন রাবী তথাপি সংখ্যাধিক্যের কারণে ইবনে উয়াইনার রিওয়ায়াত অগ্রগণ্য ও মাহফূয হিসেবে বিবেচ্য।

(খ) মতনের মধ্যে শায-এর উদাহরণ : এর উদাহরণ ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযীর এই রিওয়ায়াতটি

عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن ابي هريرة مرفوعا ـ

আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ আ'মাশ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবূ সালিহ্ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে একটি মারফূ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন,

اذا صلى احدكم الفجر فليضطجع عن يمينه ـ

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ফজরের নামায আদায় করবে, সে যেন তার ডান কাতে শুয়ে যায়।

ইমাম বাইহাকী বলেন, আবদুল ওয়াহিদ এক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক রাবীর খেলাফ রিওয়ায়াত করেছেন। কেননা তাঁরা এটা নবী করীম (সা)-এর আমল (فعل) হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন, বাণী হিসেবে নয়। আ'মাশ এর নির্ভরযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে আবদুল ওয়াহিদ একাই এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৪. আল মাহফূয : শায এর বিপরীত রিওয়ায়াতকে মাহফূয বলা হয়। আর তা হলো– ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة ـ

অধিক সিকাহ্ রাবী কম সিকাহ্ রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করা।

উদাহরণ : শায প্রসংগে উল্লেখিত উদাহরণ দু'টোই-এর উদাহরণ।

৫. শায ও মাহফূয-এর হুকুম : শায হচ্ছে মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত) আর মাহফূয হচ্ছে মাকবুল (গ্রহণীয়) হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

রাবী অপরিচিত হওয়া[১৩০]

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : مصدر جهل ضد علم والجهالة بالراوى بمعنى عدم معرفته ـ

আরবী জাহ্ল (جهل) মাসদার থেকে এটি ইল্‌ম علم-এর বিপরীতার্থক শব্দ। 'আলজাহালাহ্ বিররাবী' অর্থ রাবী অপরিচিত হওয়া।

১৩০. এটা হলো রাবী মাতউন হওয়ার ৮ম কারণ।

www.waytojannah.com

(খ) পারিভাষিক অর্থ : عدم معرفة عين الراوى او حاله

রাবীর নিজের অথবা তাঁর অবস্থার পরিচিতি না জানা ।

২. জাহালাত-এর কারণসমূহ : রাবী অপরিচিত হওয়ার কারণ তিনটি,

(ক) রাবী অধিক গুণসম্পন্ন হওয়া : রাবী তাঁর নিজের নাম, উপনাম, উপাধি, গুণ, পেশা অথবা বংশের মধ্যে যে কোন একটিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এরূপ রাবীর এমন অপ্রসিদ্ধ নাম উল্লেখ করা, যাতে ধারণা জন্মে যে, ইনি হয়তো বা অন্য কোন রাবী। এভাবে রাবীর অবস্থা অপরিচিত থেকে যায়।

(খ) তাঁর সংখ্যা কম হওয়া : তাঁর রিওয়ায়াত কম হওয়ার কারণে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যাও কম হয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর থেকে শুধুমাত্র একজন রাবী রিওয়ায়াত করেছেন।

(গ) রাবীর নাম অনুল্লেখিত থাকা : সংক্ষিপ্ত করার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে রাবীর নাম উল্লেখ না করে তাঁর কোন অপরিচিত নাম উল্লেখ করা।

৩. উদাহরণসমূহ

(ক) অধিকগুণের উদাহরণ : মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব ইবনে বাশার আলকালবী একজন রাবী। কেউ কেউ তাঁকে তাঁর দাদার দিকে সম্পৃক্ত করে মুহাম্মাদ ইবনে বাশার বলে থাকেন। কেউ কেউ তাঁকে হাম্মাদ ইবনে সায়িব নামেও ডেকে থাকেন। আবার কেউ কেউ তাঁর কুনিয়াত (উপনাম)দিয়েছেন আবু নাযার, কেউ আবু সাঈদ, আবার কেউ আবূ হিশাম, এত অধিক নাম-উপনামের কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এটি কয়েকজন রাবীর নাম অথচ তিনি একই ব্যক্তি।

(খ) স্বল্প রিওয়ায়াতের উদাহরণ : আবুল আশরা আদ্‌দারিনী একজন তাবিঈ। তাঁর থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ-ই রিওয়ায়াত করেনি।

(গ) নাম উল্লেখ না থাকার উদাহরণ : রাবী কর্তৃক তাঁর উস্তাদের নাম উল্লেখ না করে এরূপ বলা আমাকে অমুক অথবা শাইখ অথবা এক ব্যক্তি খবর দিয়েছেন।

৪. আলমাজহুল-এর সংজ্ঞা : هو من لم تعرف عينه او صفة

যাঁর ব্যক্তিসত্তা অথবা গুণাগুণ (অবস্থা) অপরিচিত। অর্থাৎ ঐ রাবী যাঁর ব্যক্তিসত্তা অপরিচিত, অথবা ব্যক্তিসত্তা পরিচিত কিন্তু তাঁর অবস্থা অজ্ঞাত, অর্থাৎ তাঁর সিফাতে আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা) ও যবত (সংরক্ষণকারিতা) ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা।

www.waytojannah.com

৫. মাজহুল-এর প্রকারভেদ : মাজহুলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(ক) মাজহুলুল আইন هو من ذكر اسمه و لكن لم يرو عنه الا راو واحد

(১) সংজ্ঞা : ঐ রাবী যাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন শুধুমাত্র একজন।

(২) হুকুম : শুধুমাত্র রাবী নির্ভরযোগ্য হলেই এরূপ রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় নয়।

(৩) রাবীর নির্ভরযোগ্যতা : নিম্নের দু'টো বিষয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে রাবীর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায়।

(ক) যে রাবী তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোন রাবী যদি তাঁর নির্ভরযোগ্যতার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেন।

(খ) আর তিনি নিজেই যদি তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই জারাহ ও তাদীল (الجرح والتعديل) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে।

(গ) এরূপ হাদীসের কোন বিশেষ নাম আছে কি?

এরূপ হাদীসের কোন (পরিভাষাগত) পৃথক নাম নেই। তবে এ ধরনের রাবীর হাদীসকে যঈফ (দুর্বল) বলা হয়ে থাকে।

(খ) মাজহুলুল হাল : (একে মাস্তুরও বলা হয়ে থাকে)

هو من روى عنه اثنان فاكثر لكن لم يوثق -

(১) সংজ্ঞা : যাঁর কাছ থেকে দুই বা ততোধিক রাবী রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা হয়নি।

(২) অধিকাংশ আলিমের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এরূপ রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত (মারদূদ)।

(৩) এরূপ হাদীসের বিশেষ কোন নাম আছে কি?

এ হাদীসের কোন পৃথক নাম নেই। এটাও যঈফ হাদীসের মধ্যে গণ্য।

(গ) আলমুবহাম : (অস্পষ্ট) যদিও হাদীস বিশেষজ্ঞগণ মুবহাম-এর একটি পৃথক নাম দিয়েছেন। তথাপি এর হাকীকত (তাৎপর্য) অজ্ঞাত থাকার কারণে সন্দেহমুক্ত নয়, এজন্য একে মাজহুল-এর প্রকারের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

(১) সংজ্ঞা : هو من لم يصرح باسمه في الحديث হাদীস রিওয়ায়াতের মধ্যে যাঁর নাম উল্লেখ নেই।

www.waytojannah.com

(২) **হুকুম :** এরূপ রাবীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত রাবী তাঁর নাম উল্লেখ না করবে। অথবা অন্য কোন সনদের মাধ্যমে তাঁর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত না হবে।

এরূপ রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ এই যে, রাবী নিজেই অপরিচিত। তাঁর সিফাত তথা আদালাতও (ন্যায়পরায়ণতা) অজ্ঞাত থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণ করা যায় না।

(৩) নাম অস্পষ্ট রেখে তা'দীল-এর শব্দ প্রয়োগ করে রিওয়ায়াত করলে তা গ্রহণযোগ্য কিনা:

এর উদাহরণ হলো রাবীর এরূপ উক্তি। যেমন (اخبر نى الثقة) 'আখবারানীস সিকাতু' আমাকে সিকাহ্ রাবী খবর দিয়েছেন। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এ ধরনের রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাঁর নিকট যিনি সিকাহ্ অন্যের নিকট তিনি সিকাহ্ নাও হতে পারেন।

(৪) এরূপ হাদীসের কোন বিশেষ নাম আছে কি? হ্যাঁ, এরূপ হাদীসের (পরিভাষাগত) বিশেষ নাম আছে। আর তা হলো 'আলমুবহাম (المبهم)। আর মুব্হাম ঐ হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীসের সনদের মধ্যে রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। বাইকূনী তাঁর মানযুমাত গ্রন্থে এভাবে পদ্যাকারে লিখেছেন, মুবহাম হচ্ছে যাতে রাবীর নাম উল্লেখ নেই। (ومبهم ما فيه راو لم يسم)

৬. জাহালাত এর কারণ প্রসংগে লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) রাবীর অধিক গুণাবলী : এ বিষয়ে খতীবের গ্রন্থ মুযিহ্ আওহামিল জামই ওয়াততাফরীক - موضح أوهام الجمع والتفريق

(খ) স্বল্প রিওয়ায়াত : এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এসবের নাম রাখা হয়েছে কুতুবুল ওয়াহদান (كتب الوحدان) অর্থাৎ ঐসব রাবীদের অবস্থা সম্বলিত গ্রন্থ যাঁদের থেকে শুধু একজন রাবীই রিওয়ায়াত করেছেন। এর মধ্যে ইমাম মুসলিম-এর আল ওয়াহ্দান (الوحدان) গ্রন্থটিও অন্তর্ভুক্ত।

(গ) রাবীর নাম উল্লেখ না থাকা : মুবহাম এর উপরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন, খতীব বাগদাদী রচিত 'আল আসমাউল মুবহামাহ্ ফিল আম্বিয়াইল মুহকামাহ (الأسماء المبهمة فى الأنبياء المحكمة للخطيب) এবং ওয়ালী উদ্দীন আল্ ইরাকী রচিত আলমুসতাফাদু মিম্ মুবহামাতিল মাতানি ওয়াল ইসনাদি। (المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولى الدين العراقى)

www.waytojannah.com

Contents

বিদআত[১৩১]

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : هى مصدر من بدع بمعنى انشأ كابتدع كما فى القاموس -

এটা বাদউ থেকে মাসদার। অর্থ নতুন আবিষ্কার করা। অভিধান অনুসারে এর প্রতিশব্দ হচ্ছে ইবদাতা (ابتدع)

(খ) পারিভাষিক অর্থ : الحديث فى الدين بعد الا كمال او ما استحدث بعد النبى صلى الله عليه وسلم من الاهواء والاعمال -

দীনের পূর্ণতা লাভের পর তার মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা অথবা নবী করীম (সা)-এর পর কারো মনগড়া আমল আবিষ্কার করার নাম বিদআত।

২. প্রকারভেদ : বিদআত দু'প্রকার।

(ক) বিদআতে মুকাফ্ফিরাহ : (بدعة مكفرة) যার কারণে বিদআতী (বিদআতকারী) কাফির হয়ে যায়। অর্থাৎ এমন কোন আকীদাহ পোষণ করা যদ্দারা কাফির হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী এমন প্রত্যক ব্যক্তির রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত হবে যিনি শরয়ী আকীদার মৌলিক কোন বিষয়কে অস্বীকার করে যা মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত অথবা যিনি সেই আকীদার পরিপন্থী আকীদাহ পোষণ[২২২] করেন।

(খ) বিদআতে মুফসিকাহ : (بدعة مفسقة) অর্থাৎ যে কারণে বিদআত কারী ফাসিক হয়ে যায়। আর সে ঐ ব্যক্তি যার বিদআত তাকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্যম্ভাবীরূপে কাফির করে না।

৩. বিদআত কারীর রিওয়ায়াতের হুকুম

(ক) যদি বিদআত মুকাফফিরাহ হয় তবে তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) আর যদি বিদআত মুফসিকাহ হয় তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী জুমহুরের নিকট দু'টো শর্তসাপেক্ষে তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণীয়।

(১) রাবী বিদআতের প্রচারক হবে না।

(২) রাবী বিদআত প্রথা চালু করবে না।

৪. বিদআতকারীর হাদীসের বিশেষ কোন নাম আছে কি?

বিদআতকারীর রিওয়ায়াতের বিশেষ কোন নাম নেই। এটা মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত) হাদীসের প্রকারের মধ্যে গণ্য।ঠ আর এটা ইতিপূর্বে উল্লেখিত শর্ত ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়।

---

১৩১. এটা হলো বারী মাতউন (দোষী) হওয়ার ৯ম কারণ।

২২২. শরহু নুখবাতিল ফিক্‌র।

www.waytojannah.com

সূউল ফিহয বা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা[২২৩]

১. সংজ্ঞা

هو من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطئه -

যে রাবীর যথার্থ বাণী তাঁর ভুল-ত্রুটির তুলনায় অগ্রগণ্য নয়।

২. প্রকারভেদ : সূউল হিফ্য দু'প্রকার।

(ক) স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা রাবীর জীবনের প্রথম দিকে ছিল এবং পরবর্তীতে তা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে এরূপ রিওয়ায়াতের নাম শায।

(খ) আর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা যদি বৃদ্ধাবস্থার কারণে অথবা দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে অথবা কিতাব বিলুপ্তির কারণে রাবীর উপর আপতিত হয়ে থাকে, তবে একে বলা হয় আলমুখ্তালিত (المختلط)।

৩. হুকুম

(ক) প্রথমোক্ত : রাবী যাঁর মধ্যে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা বরাবরই বিদ্যমান তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়, বরং মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত।

(খ) আর দ্বিতীয় : অর্থাৎ আল্মুখতালিত-এর রিওয়ায়াতের হুকুম প্রসংগে ব্যাখ্যা নিম্নরূপ,

(১) এরূপ রাবীর ইখ্তিলাত-এর পূর্বের সব রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য, তবে তা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হতে হবে।

(২) ইখতিলাত-এর পরে বর্ণিত তাঁর সমস্ত রিওয়ায়াত মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত।

(৩) আর যদি কোন রিওয়ায়াত চিহ্নিত করা না যায় যে, এটা ইখতিলাত-এর পূর্বের না পরের তাহলে সে ক্ষেত্রে কোন হুকুম দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে কোন দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়।

---

২২৩. এটা হলো রাবী মাতঊন (দোষী) হওয়ার ১০ম কারণ। আর এটাই সর্বশেষ কারণ।

www.waytojannah.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাকবূল ও মারদূদের উভয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত খবর বা হাদীস

প্রথম পাঠ : সনদের শেষাংশ হিসেবে খবর-এর প্রকারভেদ

দ্বিতীয় পাঠ : মাকবূল ও মারদূদের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত খবরের বিভিন্ন প্রকার

প্রথম পাঠ

সনদের শেষাংশ হিসেবে খবরের প্রকারভেদ

সনদের শেষাংশ হিসেবে খবর চার ভাগে বিভক্ত

১. হাদীসে কুদসী

২. মারফূ

৩. মাওকূফ

৪. মাকতূ

সামনে এই প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।

www.waytojannah.com

Contents

হাদীসে কুদসী

১. সংজ্ঞা

(ক) **আভিধানিক অর্থ :** القدسى نسبة الى القدس اى الطهر كما فى القاموس اى الحديث المنسوب الى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى -

কুদ্‌সী قدسى কুদস قدس থেকে গঠিত। এর অর্থ পবিত্রতা। কামুসে এভাবেই এর অর্থ করা হয়েছে।[১২৪]

অর্থাৎ ঐ হাদীস যা কুদ্‌স বা মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বর্ণিত।

(খ) **পারিভাষিক অর্থ :** هو ماتقل الينا عن النبى صلى الله عليه وسلم مع اسناده اياه الى ربه عزو جل -

ঐ রিওয়ায়াত যা নবী করীম (সা) থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (নবী করীম) আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যাতের তরফ থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন।

২. **পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য :** পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নরূপ,

(ক) কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টিই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত। কিন্তু হাদীসে কুদসীর অর্থ আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত আর শব্দ বা ভাষা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিজস্ব।

(খ) কুরআন তিলাওয়াত ইবাদাত হিসেবে গণ্য কিন্তু হাদীসে কুদসীর পাঠ ইবাদাতের মধ্যে গণ্য নয়।

(গ) কুরআন প্রমাণিত হওয়ার জন্য তা মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হওয়া শর্ত। কিন্তু হাদীসে কুদসী প্রমাণিত হওয়ার জন্য তা মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হওয়া শর্ত নয়।

৩. **হাদীসে কুদ্‌সীর সংখ্যা :** হাদীসে নববী (সা)-এর সংখ্যানুপাতে হাদীসে কুদসীর সংখ্যা ততো বেশি নয়। এর সংখ্যা দু'শর কিছু বেশি।

৪. **উদাহরণ :** ইমাম মুসলিম (র) সহীহ্ গ্রন্থে আবু যার (রা) থেকে নবী করীম (সা)-এর একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, এ রিওয়ায়াতটি মহান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন,

ياعباد انى حرمت الظلم عن نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا -

১২৪. আলকামূস, ১ম খ., পৃ. ২৪৮।

www.waytojannah.com

হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলমকে হারাম করেছি। আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করা হলো। অতএব তোমরা পরস্পর যুলম (অত্যাচার) করো না।[১২৫]

৫. হাদীসে কুদসী রিওয়ায়াত করার পদ্ধতি : হাদীসে কুদসী রিওয়ায়াত করার পদ্ধতি দু'টো। তন্মধ্যে রাবী যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বনে হাদীস রিওয়ায়াত করতে পারেন। পদ্ধতি দু'টো হলো,

(ক) রাবীর উক্তি قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মহান রব-এর তরফ থেকে রিওয়ায়াত করে বলেছেন।

(খ) قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم মহান আল্লাহ্ বলেছেন যা তাঁর রাসূল (সা) তাঁর নিকট থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

আবদুর রউফ আলমানাভী রচিত আলইতহাফাতুস্ সুন্নিয়্যাহ বিল আহাদীসিল কুদসিয়্যা : الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية لعبد الرءوف المناوى -

এতে গ্রন্থকার দু'শ বাহাত্তর (২৭২) টি হাদীসে কুদসী সংকলন করেছেন।

মারফূ

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع كأنه سمى بذلك لنسبة الى صاحب المقام الرفيع وهو النبى ^ -

এটি আরবী রাফা'আ رفع ক্রিয়া (فعل) থেকে ইসমে মাফউল। ওয়াদাআ وضع (فعل)-এর বিপরীতার্থক শব্দ। রাসূলুল্লাহর (সা) উচ্চ মর্যাদার প্রতি সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এ হাদীসের নামকরণ করা হয়েছে আলমারফু المرفوع (তথা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন)।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريراوصفة -

১২৫. সহীহ্ মুসলিম, ১৬শ খ. পৃ. ১৩১।
باب تحريم الظلم كتاب البروالصلة والاداب -

www.waytojannah.com

মারফূ, যে খবর বা বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী, কর্ম, সমর্থন, অনুমোদন অথবা তাঁর কোন গুণ বর্ণিত হয়েছে।

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মারফূ ঐ হাদীসকে বলা হয় যার উৎস খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)। হোক সেটা তাঁর বাণী কিংবা তাঁর কর্ম অথবা তাঁর মৌন সমর্থন বা কোন গুণ। আর এই হাদীসের রাবী সাহাবী হোক, কিংবা তাঁর নিম্ন স্তরের কেউ; হাদীসের সনদ মুত্তাসিল হোক কিংবা মুনকাতি তাতে কিছু যায় আসে না। এ সংজ্ঞানুযায়ী মাওসুল, মুরসাল, মুত্তাসিল ও মুনকাতি সবই মারফূ-এর অন্তর্ভুক্ত। মারফু-এর সংজ্ঞায় আরো বিভিন্ন অভিমত বর্ণিত হলেও এটি প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ অভিমত।

৩. প্রকারভেদ : এ সংজ্ঞা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, মারফূ চার ভাগে বিভক্ত। যথা,

(ক) মারফূয়ে কাওলী বা (المرفوع القولى) বাণীবাচক।

(খ) মারফূয়ে ফিলী বা (المرفوع الفعلى) কর্মবাচক।

(গ) মারফূয়ে তাকরীরী বা (المرفوع التقريرى) মৌনসমর্থন বাচক।

(ঘ) মারফূয়ে ওয়াসাফী বা (المرفوع الوصفى) গুণবাচক।

৪. উদাহরণ

(ক) মারফূয়ে কাওলীর উদাহরণ : যেমন কোন সাহাবী অথবা অন্য কোন রাবীর এ ধরনের বক্তব্য,..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ বলেছেন....

(খ) মারফূয়ে ফিলীর উদাহরণ : সাহাবী অথবা অন্য কোন রাবীর এরূপ বক্তব্য,

فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا .....

রাসূলুল্লাহ (সা)-এরূপ করেছেন .....।

(গ) মারফূয়ে তাকরীরীর উদাহরণ : সাহাবী অথবা অন্য কোন রাবীর এরূপ বক্তব্য,

فعل بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم كذا ـ

নবী করীম (সা)-এর উপস্থিতিতে এমন কাজ করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে তাঁর অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়নি।

(ঘ) মারফূয়ে ওয়াসাফীর উদাহরণ : যেমন-সাহাবী অথবা অন্য কোন রাবীর এরূপ বক্তব্য,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا ـ

রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

www.waytojannah.com

মাওকূফ

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : اسم مفعول من الوقف كان الراوى وقف بالحديث عند الصحابى ولم يتابع سرد با قى سلسلة الاسناد ـ

এটি আরবী আলওয়াক্‌ফু (الوقف) থেকে ইস্‌মে মাফউল। অর্থাৎ রাবী যেন হাদীস রিওয়ায়াত করার সময় সাহাবী পর্যন্ত এসে থেমে গেলেন এবং পরবর্তী বর্ণনা পরম্পরা অব্যাহত রাখেননি।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما اضيف الى الصحابى من قول او فعل او تقرير ـ

মাওকূফ ঐ হাদীস যাতে সাহাবীর বাণী, কর্ম অথবা সমর্থন বর্ণিত হয়েছে।

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ ঐ রিওয়ায়াত যা এক বা একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে অথবা যা কোন সাহাবী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। চাই সেই রিওয়ায়াত কাওলী (বাচনিক) হোক, কিংবা ফিলী (কর্মগত) অথবা তাকরীরী (সমর্থনগত) আর তার সনদ মুত্তাসিল হোক কিংবা মুনকাতি।

৩. উদাহরণ : (ক) মাওকূফে কাওলী (বাচনিক)-এর উদাহরণ : যেমন রাবীর উক্তি আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেছেন,[১২৬]

حدثوا الناس بما يعرفون ـ اتريدون أن يكذب الله ورسوله ـ

(খ) মাওকূফে ফিলী (কর্মগত)-এর উদাহরণ : ইমাম বুখারীর এই উক্তি,

وام ابن عباس وهو متيمم ـ

ইবনে আব্বাস তায়াম্মুমরত অবস্থায় ইমামত করেছেন।[১২৭]

(গ) মাওকূফে তাকরীরী (সমর্থনগত)-এর উদাহরণ : কোন তাবিঈ রাবীর উক্তি যেমন : فعلت كذا امام أحد الصحابة ولم ينكر على ـ

আমি জনৈক সাহাবীর সম্মুখে এরূপ কাজ করেছি। তিনি আমাকে তা করতে নিষেধ করেননি।

---

১২৬. সহীহ্ বুখারী।
১২৭. সহীহ্ বুখারী, তায়াম্মুম পর্ব ১ম খ. পৃ. ৮২।

www.waytojannah.com

৪. **গায়রে সাহাবীর মাওকূফ :** সাহাবী ছাড়া অন্যান্য রাবীর ক্ষেত্রেও কখনো কখনো মাওকূফ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে তাবিঈর নাম উল্লেখ থাকা জরুরী। যেমন এরূপ বলা,

هذا حديث وقفه فلان على الزهرى او على عطاء ـ

এ হাদীসটি অমুক রাবী যুহরী অথবা 'আতা পর্যন্ত পৌঁছে মাওকুফ করেছেন[১২৮] ইত্যাদি।

৫. **খুরাসানের ফকীহদের পরিভাষা :** খুরাসানের ফকীহদের পরিভাষায় মারফূকে খবর এবং মাওকূফকে আছার বলা হয়। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর প্রত্যেকটিকেই আছার নামে অভিহিত করে থাকেন। কেননা, উভয়টি আছারতুশ শাইয়া اثرت الشئ। থেকে গৃহীত। অর্থাৎ রিওয়ায়াত করা হয়েছে।

৬. **মারফূয়ে হুকমী বা মাওকূফে লফযী :** গঠনপ্রকৃতি ও শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে কখনো কখনো মাওকূফের এরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয় যে, বাহ্যত তা মাওকূফই মনে হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সেটা মারফূ। এরূপ হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম মারফূয়ে হুকমী হিসেবে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এরূপ রিওয়ায়াত শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে মাওকূফ হলেও হুকুমগত দিক থেকে তা মারফূ এর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ : (ক) কোন সাহাবী যিনি আহলে কিতাব থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই, তিনি যদি এরূপ করেন যেখানে ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই, আর না সেই বর্ণনার সাথে ভাষা অথবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোন সম্পর্ক আছে। যেমন,

(১) অতীতের ইতিহাস। যথা– সৃষ্টির সূচনা লগ্নের ঘটনাবলী।

(২) অথবা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী। যেমন– কিয়ামাতের আলামাত, ফিতনা এবং কিয়ামাতের দিনের অবস্থা।

(৩) অথবা এমন আমলের বর্ণনা যাতে নির্দিষ্ট কোন সাওয়াব কিংবা শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। যেমন– এরূপ বলা, من فعل كذا فله اجر كذا ـ

যে একাজটি করবে সে এই প্রতিদান পাবে।

(খ) অথবা সাহাবীর এমন কোন আমল যাতে ইজতিহাদের কোন সম্ভাবনা নেই। যেমন, সালাতে কুসূফ-এর ব্যাপারে আলী (রা)-এর আমল, প্রত্যেক রাকআতে দু-এর অধিক রুকু করা।

---

১২৮. যুহরী ও 'আতা উভয়ই তাবিঈ।

www.waytojannah.com

(গ) অথবা কোন সাহাবী যদি বলেন আমরা এরূপ বলতাম অথবা করতাম অথবা এরূপ করাতে কোন দোষ নেই।

(১) এরূপ কথা অথবা আমলের সম্পর্ক যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগের সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তা মারফূ হাদীসের মধ্যে গণ্য। যেমন জাবির (রা)-এর উক্তি,

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আযল করতাম।[১৩৯]

(২) আর একে যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগের সাথে সম্পৃক্ত করা না হয় তাহলে জুমহুরের নিকট তা মাওকূফ হিসেবে গণ্য। যেমন, জাবির (রা) এর উক্তি,

كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا -

যখন আমরা উপরে উঠতাম তখন তাকবীর পড়তাম। আর যখন নীচে নামতাম তখন তাসবীহ পড়তাম।[১৪০]

(ঘ) অথবা কোন সাহাবী যদি বলেন, امرنا بكذا او نهينا عن كذا او من السنة كذا -

আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথবা আমাদেরকে এর থেকে নিষেধ করা হয়েছে অথবা এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কোন সাহাবীর উক্তি,

امر بلال أن يشفع الاذان ويوتوا الاقامة -

বিলালকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন আযানের মধ্যে শব্দসমূহ দু'বার আর ইকামাতের মধ্যে একবার করে উচ্চারণ করেন।[১৪১]

এ ভাবে উম্মে আতিয়্যাহ্‌র উক্তি,[১৪২]

نهينا عن اتباع الجنائز - ولم يعدم علينا -

আমাদেরকে (মহিলাদেরকে) জানাযায় অংশগ্রহণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

এভাবে আনাস (রা) থেকে আবূ কিলাবাহ্‌র রিওয়ায়াত,

من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا -

(কেউ সাইয়েবার পরে বাকেরা (কুমারী) মেয়েকে বিয়ে করলে তার নিকট সাত দিন অবস্থান করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।[১৪৩]

---

১৩৯. বুখারী ও মুসলিম।
১৪০. বুখারী ১ম খ. পৃ. ৪২।
১৪১. সহীহ্ বুখারী ১ম খ. পৃ. ৮৫, আযান পর্ব।
১৪২. সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম, জানাযাহ্ পর্ব।
১৪৩. সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম কিতাবুন্ নিকাহ।

www.waytojannah.com

(ঙ) অথবা (তাবিঈ) রাবী হাদীসে সাহাবীর নাম উল্লেখের সাথে সাথে নিম্নের চারটি বাক্যের যে কোন একটি উল্লেখ করবেন। বাক্য চারটি হলো,

يرفعه (একে মারফূ হিসেবে রিওয়ায়াত করা) ينميه (একে বাড়িয়ে রিওয়ায়াত করা) يبلغ به (একে পৌঁছিয়ে রিওয়ায়াত করা) رواية (রিওয়ায়াত শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা করা)। যেমন আ'রাজ এর হাদীস,

عن ابى هريرة (رضـ) رواية تقاتلون قوم صغار الأعين -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এমন একটি সম্প্রদায় আসবে, যারা শিশুদের চোখের সামনে লড়াই করবে।[১৪৪]

(চ) অথবা সাহাবী কর্তৃক পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতের এরূপ তাফসীর করা যা আয়াতের শানে নুযূলের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন জাবির (রা)-এর উক্তি,

كانت اليهود تقول : من أتى إمرته من دبر ها فى قبلها جاء الولد احول فانزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم الاية - .....

ইয়াহূদীরা বলতো, যে ব্যক্তি পশ্চাতদেশ দিয়ে স্ত্রী সহবাস করবে, তার সন্তানের চোখ টেরা হবে অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র স্বরূপ".....।[১৪৫]

৭. মাওকূফ এর সাহায্যে দলীল পেশ করা যায় কি? মাওকূফ সম্পর্কে উল্লেখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এটা কখনো সহীহ্ কখনো হাসান অথবা যঈফ (দুর্বল) হতে পারে। কিন্তু তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এটা সহীহ্ প্রমাণিত হলেও তা দলীল (حجت) করা যাবে কি?

এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মাওকূফ দলীল (حجت) হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটা সাহাবায়ে কিরামের (রা) কথা ও কাজ বৈ নয়। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে, মাওকূফ হাদীস কোন একটি যঈফ মারফূ হাদীসকে শক্তিশালী করছে, তবে তার হুকুমও সেটাই যা ইতিপূর্বে মুরসাল প্রসংগে আলোচিত হয়েছে। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম (রা) সুন্নাত মোতাবেক তাঁদের জীবন পরিচালিত করতেন। হাদীসটি মারফূ এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত না হলে, তখনই তার এ হুকুম। আর যদি হাদীসটি মারফূ এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ- মারফুয়ে হুকমী) হয়, তা মারফূ-এর মতই দলীল (হুজ্জাত) হিসেবে গৃহীত হবে।

---

১৪৪. সহীহ্ বুখারী, জিহাদ পর্ব।

১৪৫. সহীহ্ মুসলিম নিকাহ্ পর্ব।

www.waytojannah.com

মাকতূ

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : اسم مفعول من وقطع ضد وصل ـ

আরবী কিতউন (قطع) থেকে ইসমে মাফউল। ওয়াসলুন (وصل) এর বিপরীতার্থক শব্দ।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما اضيف الى التابعى او من دونه من قول او فعل ـ

মাকতূ ঐ রিওয়ায়াত যা তাবিঈ[১৪৬] অথবা তাঁর নিম্ন স্তরের রাবীর সাথে সম্পৃক্ত। চাই সেটা তার বাণী হোক কিংবা তাঁর কর্ম।

২. ব্যাখ্যা : অর্থাৎ এমন কোন কথা বা কাজ যা মুত্তাসিল সনদে কোন তাবিঈ অথবা তাবি তাবিঈ থেকে বর্ণিত। মাকতূ (مقطوع) ও মুনকাতি (منقطع)-এর স্বরূপের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, মাকতূ হচ্ছে মতনের গুণাগুণ আর মুনকাতি হচ্ছে সনদের সিফাত বা গুণাগুণ অর্থাৎ মাকতূ হাদীস হচ্ছে তাবিঈ অথবা তাবি তাবিঈর কথা বা কাজ। সুতরাং সনদটি ঐ তাবিঈ পর্যন্তই মুত্তাসিল হবে। মুনকাতি এর অর্থ হচ্ছে ঐ হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল নয়। সুতরাং মতনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

৩. উদাহরণ (ক) মাকতূয়ে কাওলী (বাচনিক)-এর উদাহরণ : বিদ'আত কারীর পেছনে নামায আদায় করা প্রসংগে হাসান বসরীর উক্তি, صل وعليه وبدعته

তোমরা নামায আদায় কর, তার বিদআতে শেষ পরিণতি তাকেই বহন করতে হবে।[১৪৭]

(খ) মাকতূয়ে ফিলীর উদাহরণ : ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুন্তাশির এর উক্তি,

كان مسروق يرخى الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم ـ

১৪৬. তাবিঈ : যিনি মুসলমান অবস্থায় কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মুসলমান অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেছেন।

১৪৭. সহীহ্ বুখারী : ১ম খ., পৃ. ১৫৭।

www.waytojannah.com

Contents

মাসরুক তাঁর এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে পর্দা ঝুলিয়ে দিতেন। অতঃপর তিনি একাকী নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর তাদেরকে দুনিয়াবী কাজে ছেড়ে দিতেন।[১৪৮]

৪. মাকতূ-এর হুকুম : শরীআতের বিধি-বিধানে মাকতূকে দলীল হিসেবে পেশ করা জায়েয নেই। যদিও বক্তা পর্যন্ত এর সনদ সহীহ্ প্রমাণিত হয়, কেননা এটা কোন একজন মুসলমানের কথা অথবা কাজ মাত্র।

তবে যদি এমন কোন করীনাহ্ বা নিদর্শন পাওয়া যায়, যা তার মারফূ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন–কোন রাবী যদি তাবিঈর নাম উল্লেখের সময় ইয়ারফাউহু (يرفعه) শব্দ প্রয়োগ করে তাহলে তার হুকুমও মারফূয়ে মুরসাল এর মতই হবে।

৫. মাকতূ ও মুনকাতি এর পার্থক্য : কোন মুহাদ্দিসীনে কিরাম যেমন ইমাম শাফিঈ ও তাবারানী কখনো কখনো মাকতূ (مقطوع) পরিভাষাকে মুনকাতি (منقطع) হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তবে এটা অপ্রসিদ্ধ পরিভাষা। কেননা, মুনকাতি ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যার সনদ মুত্তাসিল নয়। ইমাম শাফিঈর এ অভিমতটি সম্ভবত পরিভাষা (রূপ লাভের) সৃষ্টির পূর্বের অভিমত। অবশ্য তাবারানীর উক্তিটি পারিভাষিক অর্থ লংঘনেরই নামান্তর।

৬. মাওকূফ ও মাকতূ-এর গ্রন্থাবলী (ক) মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ (مصنف إبن أبى شيبة)

(খ) মুসান্নাফু আবদির রায্যাক (مصنف عبد الرزاق)

(গ) তাফাসীর ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতিম ওয়া ইবনুল মুনযির (تفاسير ابن جرير وابن ابي حاتم وابن المنذر)

১৪৮. হুলিয়াতুল আওলিয়াই : ২য় খ., পৃ. ৯৬।

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় পাঠ

মাকবূল ও মারদুদ উভয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য[১৪৯] রিওয়ায়াত

মুসনাদ

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : اسم مفعول من اسند بمعنى اضاف او نسب ـ

আরবী আসনাদা (أسند) ফিল থেকে ইসমে মাফউল। এর অর্থ হচ্ছে কোন বিষয় অথবা কোন কথা কারো সাথে সম্বন্ধ বা সম্পর্কযুক্ত করে দেয়া।

(খ) পারিভাষিক অর্থ, ما اتصل سنده مرفوعا الى النبى صلى لله عليه وسلم ـ

ঐ মারফূ রিওয়ায়াত যার সনদ নবী করীম (সা) পর্যন্ত মুত্তাসিল।[১৫০]

২. উদাহরণ

এর উদাহরণ ইমাম বুখারী (র) এর এই রিওয়ায়াতটি,

حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة (رضـ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "اذا شرب الكلب فى اناء احدكم فليغسله سبعا ـ

(ইমাম বুখারী বলেন) আমাদেরকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ, তিনি মালিক থেকে, মালিক আবূ যিনাদ থেকে, তিনি আরাজ থেকে এবং আরাজ আবূ হুরাইরাহ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো কোন পাত্র থেকে কুকুর কিছু পান করবে তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে নেয়।[১৫১] এ হাদীসটির সনদ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুত্তাসিল। এটি রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত মারফূ রিওয়ায়াত।

---

১৪৯. এ পর্বে সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। (অনুবাদক)

১৫০. মুসনাদ এর আরো অন্যান্য সংজ্ঞা রয়েছে। তবে উল্লেখিত সংজ্ঞাটিকে ইমাম হাকিম ও হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী প্রাধান্য দিয়েছেন।

১৫১. সহীহ্ বুখারী : ১ম খ. পৃ. ৪৭ (كتاب الوضوء)।

www.waytojannah.com

মুত্তাসিল

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

اسم فا عل من اتصل ضد انقطع ويسمى هذا النوع الوصول ايضا

এটি আরবী ইত্তিসালা (اتصل) থেকে ইসমে ফায়িল। ইনকাতাআ (انقطع)-এর বিপরীতার্থক শব্দ। একে আলমাওসুল (الموصول) নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : ما اتصل سنده مرفوعا كان او موقوفا

যে রিওয়ায়াতের সনদ মুত্তাসিল (বা অবিচ্ছিন্ন) তা সে সনদ মারফূ হোক, কিংবা মাওকূফ।

২. উদাহরণ

(ক) মুত্তাসিলে মারফূ-এর উদাহরণ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا .....

মালিক ইবনে শিহাব থেকে, তিনি সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন ..।[১৫২]

(খ) মুত্তাসিলে মাওকূফ-এর উদাহরণ مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كذا .....

মালিক নাফি থেকে, তিনি ইবনে উমর (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি এ বলেছেন যে..... ।[১৫৩]

৩. তাবিঈর উক্তিকে মুত্তাসিল বলা যাবে কি? ইরাকী বলেছেন, তাবিঈদের কথা মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হলেও তাকে সাধারণভাবে মুত্তাসিল বলা যাবে না। অবশ্য রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ বিশেষ ক্ষেত্রে তা জায়েয মনে করেন। যেমন,

هذا متصل الى سعيد بن المسيب او الى الزهرى او الى مالك ـ

এ রিওয়ায়াতটি সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব অথবা যুহরী অথবা মালিক পর্যন্ত মুত্তাসিল ইত্যাদি। কারো মতে এর মূল রহস্য হলো, এই যে, তাবিঈর রিওয়ায়াতকে সাধারণত মাকতূ বলা হয়ে থাকে। একে মুত্তাসিল বলার অর্থ হচ্ছে একটি বস্তুর বিপরীতমুখী দু'টো গুণ।

১৫২. এ সনদটি মুত্তাসিল। কেননা এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোন রাবী পরিত্যক্ত হয়নি।

১৫৩. এ সনদেও কোন ইনকিতা নেই। তবে যেহেতু এটা সাহাবীর কথা তাই একে মাওকূফ বলা হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

সিকাহ্ রাবীর অতিরিক্ত বিবরণ

১. সিকাহ্ রাবীর অতিরিক্ত বিবরণের অর্থ : আয্যিয়াদাতু (الزيادات) এটা যিয়াদাতুন (زيادة)-এর বহুবচন। আর আস্সিকাতু (الثقات) এটা সিকাতুন (ثقة)-এর বহুবচন। আর সিকাহ ঐ রাবীকে বলা হয়, যিনি আদিল (ন্যায়পরায়ণ) ও পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন। আর যিয়াদাতুস সিকাহ (زيادة الثقة) (সিকাহ রাবীর অতিরিক্ত বিবরণের) অর্থ হলো কোন সিকাহ রাবীর ঐ অতিরিক্ত সংযোজন, যা অন্য কোন সিকাহ রাবী থেকে বর্ণিত হয়নি।

২. অতিরিক্ত সংযোজনকারী প্রসিদ্ধ রাবী : কিছু কিছু হাদীসের মধ্যে কোন কোন সিকাহ্ রাবীর এ অতিরিক্ত সংযোজন উলামায়ে কিরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সুতরাং তাঁরা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে ঐসব রাবীগণের নাম ও পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন ইমাম হলেন,

(ক) আবু বকর আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ আননিশাপুরী।

(খ) আবূ নাঈম আল জুরজানী।

(গ) আবুল ওয়ালীদ হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আলকারাশী।

৩. অতিরিক্ত সংযোজন সংঘটিত হওয়ার স্থান : (ক) মতনের মধ্যে : কোন বাক্য অথবা কোন শব্দ অতিরিক্ত সংযোজন করা।

(খ) সনদের মধ্যে : মাওকূফকে মারফূ অথবা মুরসালকে মুত্তাসিল বানিয়ে দেওয়া।

৪. মতনের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজনের হুকুম : অতিরিক্ত সংযোজনের হুকুম সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

(ক) কেউ কেউ একে শর্তহীনভাবে গ্রহণ করেছেন।

(খ) আবার কেউ কেউ নিঃশর্তভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(গ) আবার কোন কোন ইমাম এমন রাবীর অতিরিক্ত সংযোজন প্রত্যাখ্যান করেছেন, যিনি প্রথমে অতিরিক্ত বিবরণ ছাড়া রিওয়ায়াত করেছেন (অতঃপর অতিরিক্ত বিবরণ যোগ করেছেন) এছাড়া অন্যান্য রাবী থেকে এ রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।[১৫৪]

ইবনুস্ সালাহ এরূপ অতিরিক্ত সংযোজনকে গ্রহণ ও বর্জনের দিক থেকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এটা একটি চমৎকার বিভক্তি। ইমাম নববী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ইমামগণও এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর এই প্রকারভেদগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ,

---

১৫৪. উলূমুল হাদীস : পৃ. ৭৭ এবং আলকিফায়াহ পৃ. ২৪২।

www.waytojannah.com

(ক) সিকাহ্ রাবীর এ অতিরিক্ত সংযোজন তাঁর সমকক্ষ কিংবা তার চেয়েও অধিক সিকাহ্ রাবীর রিওয়ায়াত-এর পরিপন্থী না হলে তা গ্রহণযোগ্য। কেননা সিকাহ্ রাবী কোন একটি হাদীস একাকী রিওয়ায়াত করলেও তা যেমন গ্রহণীয়, তেমনি তাঁর অতিরিক্ত বিবরণও হুজ্জাত (দলীল) হিসেবে গৃহীত।

(খ) সিকাহ্ রাবীর এই অতিরিক্ত বিবরণ তাঁর সমকক্ষ অথবা তাঁর চেয়েও অধিক সিকাহ রাবীর পরিপন্থী হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(গ) সিকাহ্ রাবী কর্তৃক এই অতিরিক্ত রিওয়ায়াত তাঁর সমকক্ষ অথবা তাঁর চেয়েও অধিক সিকাহ রাবীর দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ের পরিপন্থী হওয়া।

(ক) কোন সাধারণ বিষয়কে শর্তাধীন করা (অর্থাৎ মুতলাক্‌কে মুকাইয়াদ করা)।

(খ) কোন সাধারণ (عام) বিষয়কে নির্দিষ্ট করা। (অর্থাৎ আমকে খাস করা)

ইবনুস সালাহ এ প্রকারের হুকুম সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। তবে ইমাম নববী তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করে বলেছেন যে, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী শেষোক্তটি গ্রহণযোগ্য।[১৫৫]

৫. মতনের মধ্যে অতিরিক্ত রিওয়ায়াত-এর উদাহরণ (ক) ঐ অতিরিক্ত বিবরণের উদাহরণ যা অন্যান্য সিকাহ্ রাবীর রিওয়ায়াত এর পরিপন্থী নয়,

ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقه في حديث ولوغ الكلب -

ইমাম মুসলিম[১৫৬] আলী ইবনে মাসহার থেকে, তিনি আমাশ থেকে, তিনি আবূ রাযীন ও আবূ সালিহ থেকে, আবূ সালিহ আবূ হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এই সনদে উলুগুল কাল্‌ব (ولوغ الكلب) কুকুরের ঝুটা বা মুখ দেয়া) হাদীসের মধ্যে ফালইয়ারিক্‌কুহু (فليرقه) (পানি বইয়ে দেওয়া) শব্দটি অতিরিক্ত সংযোজন। (আলী ইবনে মাস্‌হার ছাড়া আমাশ এর কোন ছাত্র এ শব্দটি রিওয়ায়াত করেননি। বরং তাঁরা এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন,

اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرار -

১৫৫. দেখুন : আত্‌তাকরীর মাআত তাদরীব : ১ম খ. পৃ. ২৪৭। এটি হলো শাফিঈ ও মালিকী মাযহাব। হানাফীদের নিকট এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫৬. দেখুন : সহীহ্ মুসলিম বিশারহিন নববী : ৩য় খ., পৃ. ১৮২, তাহারাত পর্ব।

www.waytojannah.com

Contents

যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয়, তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে।[১৫৭]

এমতাবস্থায় আলী ইবনে মাসহার যেহেতু একজন সিকাহ রাবী এবং যেহেতু তাঁর বর্ণনা অন্যান্য সিকাহ রাবীর বর্ণনার পরিপন্থী নয় তাই তাঁর এই অতিরিক্ত রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য।

(খ) ঐ অতিরিক্ত বিবরণের উদাহরণ যা অন্যান্য সিকাহ্ রাবীর রিওয়ায়াত-এর পরিপন্থী,

নিম্নের হাদীসটিতে ইয়ামু আরাফাহ (يوم عرفة) (আরাফাহ্র দিন) শব্দটি অতিরিক্ত সংযোজন। হাদীসটি হলো,

يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهى ايام أكل وشرب

আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়ামে তাশরীক (এই দিনগুলো) হলো, আমাদের মুসলমানদের ঈদের দিন। এসব দিন পানাহারের দিন।[১৫৮] এ সনদটি ছাড়া অন্য আর কোন সনদেই ইয়ামু আরাফাহ (يوم عرفة) শব্দটি বর্ণিত হয়নি। ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী প্রমুখ যে সনদে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, সেই সনদটি হলো, موسى بن على بن رباح عن أبيه عن عقبة ابن عامر -

মূসা ইবনে আলী ইবনে রিবাহ তাঁর পিতা থেকে, তিনি উকবাহ ইবনে আমির থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

(গ) ঐ অতিরিক্ত রিওয়ায়াতের উদাহরণ, যা বিশেষ কোন এক প্রকারের পরিপন্থী,

ইমাম মুসলিম আবু মালিক আলআশজায়ী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি রাবয়ী থেকে, তিনি হুযাইফা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا -

সমগ্র ভূ-খণ্ড আমাদের জন্য মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার মাটিও আমাদের জন্য পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে।[১৫৯] এ হাদীসের সনদের মধ্যে শুধুমাত্র আবূ মালিক আল আশজায়ী পৃথকভাবে তুরবাতুহা (تربتها) শব্দটি অতিরিক্ত রিওয়ায়াত

১৫৭. সহীহ্ বুখারী : ১ম খ. পৃ. ২৯। বুখারীতে سبع مرار-এর স্থলে শুধু سبعا শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। كتاب الوضوء

১৫৮. জামি তিরমিযী : ১ম খ. পৃ. ১৩৬, আবওয়াবুস সাওম।

১৫৯. সহীহ্ মুসলিম : ২য় খ. পৃ. ৬৩।

www.waytojannah.com

Contents

করেছেন। অন্য কোন রাবী এ শব্দটি উল্লেখ করেননি। বরং তাঁরা এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন, وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا [১৬০]

৬. সনদের মধ্যে অতিরিক্তের হুকুম : সনদের মধ্যে অতিরিক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচনা এমন দু'টো প্রধান বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যা সাধারণত বেশি ঘটে থাকে। তার একটি হলো মাওসুল (মুত্তাসিল) এর দ্বন্দ্ব মুরসাল-এর সাথে এবং অপরটি হলো– মারফূ-এর দ্বন্দ্ব মাওকূফের সাথে। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে সনদের মধ্যে অতিরিক্ত বর্ণনা প্রসংগে আলিমগণ পৃথকভাবে বিশেষ বিশেষ আলোচনা করেছেন। যেমন, আলমাযীদ ফী মুত্তাসিলিল আসানীদ (المزيد فى متصل الاسانيد)-এর কথা উল্লেখ করা যায়।

এই অতিরিক্ত বিবরণ গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের চারটি অভিমত রয়েছে।

(ক) যিনি হাদীসকে মাওসুল অথবা মারফূ করেছেন তাঁর অতিরিক্ত রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। এটা অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম ও উসূলবেত্তাদের অভিমত।[১৬১]

(খ) যিনি হাদীসকে মুরসাল অথবা মাওকূফ করেছেন তাঁর (অতিরিক্ত) রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। এটা অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত।

(গ) পৃথকভাবে (একাকী) বর্ণনাকারীর রিওয়ায়াত মারদূদ (প্রত্যখ্যাত) এবং অধিকাংশের রিওয়ায়াতকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য। এটা কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের অভিমত।

(ঘ) অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন রাবীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। এটাও কোন কোন হাদীসবিদের অভিমত।

উদাহরণ : حديث : لا نكاح الا بولى -

অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। এ রিওয়ায়াতটি মুত্তাসিল সনদের সাথে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

رواه يونس بن ابى اسحاق السبيعى وابنه اسرائيل وقيس بن الربيع عن أبى اسحاق مسندا متصلا -

১৬০. সহীহ্ মুসলিম : ২য় খ. পৃ. ৬৩।

১৬১. খতীব বলেছেন, এটাই আমাদের নিকট বিশুদ্ধ অভিমত। দ্র. আল কিফায়াহ ২য় খ. পৃ. ৪১১।

www.waytojannah.com

Contents

ইউনুস ইবনে আবূ ইসহাক আস্‌সুবায়ী, তাঁর পুত্র ইসরাইল ও কায়েস ইবনে রাবী আবূ ইসহাক থেকে মুত্তাসিল সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। আর এ রিওয়ায়াতটি (অন্যভাবে) সুফিয়ান সাওরী এবং শুবা ইবনে হাজ্জাজ আবূ ইসহাক থেকে মুরসাল হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন।[১৬২]

ই'তিবার, মুতাবি ও শাহিদ

১. প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা

(ক) আল ই'তিবার

(১) আভিধানিক অর্থ

আরবী ই'তাবারা (اعتبر) থেকে মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করা যদ্দ্বারা তার সমজাতীয় অন্য বিষয়েরও পরিচয় লাভ করা যায়।

(২) পারিভাষিক অর্থ

هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه فى روايته غير اولا ـ

এর পারিভাষিক অর্থ এই যে, কোন রাবীর একাকী হাদীস রিওয়ায়াত করার সময় এই অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখা, যাতে জানা যায় যে, তাঁর রিওয়ায়াতের অনুকূলে অন্য কোন রাবী হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন কিনা?

(খ) আলমুতাবি : المتابع। একে তাবিও বলা হয়ে থাকে।

(১) আভিধানিক অর্থ : هو اسم فاعل من تابع بمعنى وافق ـ

এটা তাবাআ تابع থেকে ইসমে ফায়িল। অর্থ সামঞ্জস্য রাখা, একাত্ম হওয়া।

(২) পারিভাষিক অর্থ : هو الحديث الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط ـ مع الإتحاد فى الصحابى

ঐ হাদীস যা হাদীসে ফারদ (الحديث الفرد)-এর সাথে শব্দগত ও অর্থগত কিংবা শুধু অর্থগতভাবে সামঞ্জস্য রাখে। তবে উভয় রিওয়ায়াতেরই সাহাবী রাবী অভিন্ন হতে হবে।

১৬২. আলকিফায়াহ্ : পৃ. ৪০৯।

www.waytojannah.com

(গ) আশশাহিদ

(১) আভিধানিক অর্থ

اسم فاعل من الشهادة وسمى بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد اصلا ويقويه كما يقوى الشاهد قول المدعى وبدعه -

এটা আশ্‌শাহাদাতু (الشهادة) থেকে ইসমে ফায়িল। এই রিওয়ায়াতকে এজন্য শাহিদ (شاهد) বলা হয়ে থেকে যে, এটা এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, মূলত হাদীসে ফারদ (একাকী রিওয়ায়াতকৃত হাদীস)-এর কিছুটা ভিত্তি আছে। আর এটা হাদীসে ফারদকে ঐভাবে শক্তিশালীও করে যেভাবে একজন সাক্ষী তার বাদীর (مدعى) দাবীকে শক্তিশালী ও মযবুত করে থাকে।

(২) পারিভাষিক অর্থ

هو الحديث الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى او معنى فقط مع الإختلاف فى الصحابى -

ঐ হাদীস যা হাদীসে ফারদ (الحديث الفرد)-এর সাথে শব্দগত ও অর্থগত কিংবা শুধু অর্থগতভাবে সামাঞ্জস্য রাখে। তবে উভয় রিওয়ায়াতেরই সাহাবী রাবী ভিন্ন ভিন্ন হবেন।

২. মুতাবি ও শাহিদ এর ন্যায় ই'তিবার কোন প্রকার নয়

কখনো কখনো কারো এই ধারণা জন্মে যে, ই'তিবার (الإعتبار) তাবি ও শাহিদ-এর মতই অনুরূপ এক প্রকার (হাদীস) কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এটা নয়। বরং ই'তিবার হলো এই দু'প্রকার পর্যন্ত পৌছার একটি মাধ্যম মাত্র। অর্থাৎ এটা হলো তাবি ও শাহিদ-এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার একটি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ মূলক মাধ্যম।

৩. তাবিও শাহিদ-এর ভিন্ন সংজ্ঞা : তাবি ও শাহিদ-এর উল্লেখিত সংজ্ঞাটিই প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা। এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত। কিন্তু এছাড়াও এতদুভয়ের ভিন্ন আর একটি সংজ্ঞা রয়েছে। তা হচ্ছে,

(ক) তাবি : হাদীসে ফারদ (الحديث الفرد)-এর রাবীদের সাথে শব্দগত সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকা, চাই সাহাবী (রাবী) ভিন্ন হোক কিংবা অভিন্ন।

(খ) শাহিদ (الشاهد) : হাদীসে ফারদ (الحديث الفرد)-এর রাবীদের সাথে অর্থগত সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকা। চাই সাহাবী (রাবী) অভিন্ন হোক কিংবা ভিন্ন।

www.waytojannah.com

এছাড়া, এর বিপরীত অর্থাৎ তাবি (التابع)-এর স্থলে শাহিদ (الشاهد) এবং শাহিদ (الشاهد)-এর স্থলে তাবি (التابع) নামেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ইবনে হাজার[১৬৩] বলেন, এটা একটা সহজ বিষয়। (এতে কারো কোন আপত্তি নেই) কেননা, উভয়টির লক্ষ্য- উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আর তাহলো বিভিন্ন তরীকা ও সনদের মাধ্যমে কোন হাদীসকে শক্তিশালী করা।

৪. মুতাবাআহ

(ক) সংজ্ঞা

(১) আভিধানিক অর্থ

'আলমুতাবাআত (المتابعة) তাবাআ (تابع)-এর মাসদার। অর্থ-সামঞ্জস্য। অতএব মুতাবাআত হলো মুওয়াফাকাত এর সমার্থক শব্দ। (অর্থাৎ সামঞ্জস্য বিধান করা, মিল রাখা, একাত্ম হওয়া ইত্যাদি।

(২) পারিভাষিক অর্থ : ان يشارك الراوى غيره فى« رواية الحديث.

মুতাবাআতের পারিভাষিক অর্থ হলো হাদীস রিওয়ায়াতের মধ্যে রাবী কর্তৃক (নিজেকে ছাড়া) অন্য কাউকে অংশগ্রহণ করানো।

(খ) প্রকারভেদ : মুতাবাআত দু'প্রকার।

(১) মুতাবাআতে তাম্মাহ (متابعة تامة) : পূর্ণ মুতাবাআত হলো, সনদের শুরু থেকেই (হাদীস রিওয়ায়াতে) অন্য রাবীকে অংশগ্রহণ করানো।

(২) মুতাআতে কাসিরা (متابعة قاصرة) : অসম্পূর্ণ মুতাআহ হলো, মধ্য সনদ থেকে (হাদীস রিওয়ায়াত) অন্য রাবীকে অংশগ্রহণ করানো।

৫. উদাহরণ : হাফিয ইবনে হাজারের[১৬৪] উপস্থাপিত একটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হলো। এতে মুতাবাআতে তাম্মাহ, মুতাবাআতে নাকিসাহ ও শাহিদ-এর মাহাত্ম্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর আলউম (الأم) গ্রন্থে মালিক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে উমর (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

১৬৩. শরহু নুখবাতিল ফিকর পৃ. ২৪৪।
১৬৪. শরহু নুখবাতিল ফিকর, পৃ. ৩৪।

www.waytojannah.com

الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ـ ولا تفطرو حتى تروه ـ فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ـ

চন্দ্রমাস উনত্রিশ দিনের। অতএব তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রেখো না এবং ইফতারও করো না। আর যদি চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে শাবান মাসের ৩০-ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।[১৬৫]

কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের ধারণা শাফিঈ এই হাদীসটি এই শব্দে ইমাম মালিক থেকে এককভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁরা এটিকে তাঁর একক রিওয়ায়াতের মধ্যেও গণ্য করেছেন। কেননা, ইমাম মালিকের ছাত্রগণ তাঁর থেকে এ হাদীসটি একই সনদে এই শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন– فان غم عليكم فا قدروا له ـ

কিন্তু ই'তিবার (বিশ্লেষণ) এর পরে আমরা ইমাম শাফিঈর (এ রিওয়ায়াতের) অনুকূলে মুতাবাআতে তাম্মাহ, মুতাবাআতে কাসিরাহ এবং শাহিদও দেখতে পাই।

(ক) মুতাবাআতে তাম্মাহ এর উদাহরণ : ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামাহ্ আলকা'নাবীর রিওয়ায়াত ইমাম মালিক-এর সনদে বর্ণনা করেছেন। তার শব্দালী এরূপ,[১৬৬]

فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ـ

(খ) মুতাবাআতে কাসিরাহ এর উদাহরণ : ইবনে খুযাইমাহ্ আসিম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর থেকে এই শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন,[১৬৭] فكملوا ثلاثين ـ

(গ) শাহিদ-এর উদাহরণ : ইমাম নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্নে হুসাইন থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি ইব্নে আব্বাস থেকে, ইব্নে আব্বাস রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এই শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন,

فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ـ[১৬৮]

১৬৫. কিতাবুল উম, বৈরুত, দারুল মা'আ রিফাহ : ৯৭৩ ২য় খ. পৃ. ৯৪।
১৬৬. সহীহ্ বুখারী : ১ম খ. পৃ. ২৫২।
১৬৭. সহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ্ বৈরুত, মাকতাবআল ইসলামী, ১৯৮০ ৩য় খ. পৃ. ২০২।
১৬৮. সুনানু নাসাঈ, বৈরুত, ৪র্থ খ. , পৃ. ১৩৩।

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রহণযোগ্য রাবীর গুণাবলী এবং জারহ্ ও তা'দীল সম্পর্কে পর্যালোচনা

প্রথম পাঠ : রাবী এবং তাঁর গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী
দ্বিতীয় পাঠ : জারহ্ ও তা'দীল এর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে একটি সাধারণ পর্যালোচনা।
তৃতীয় পাঠ : জারহ ও তা'দীল-এর বিভিন্ন স্তর।

প্রথম পাঠ

রাবী ও তাঁর গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী

১. ভূমিকা

যেহেতু রাবীগণের মাধ্যমেই রসূলুল্লাহ্ (সা) এর হাদীস আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সুতরাং হাদীস সহীহ্ হওয়া বা না হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরাই হচ্ছেন প্রথম সোপান। এজন্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম রাবীদের সার্বিক অবস্থা যাচাই বাছাই করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এবং তাঁদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে এমন সূক্ষ্ম ও মযবূত শর্তাবলী আরোপ করেছেন, যা তাঁদের গভীর দৃষ্টিভঙ্গী, উন্নত চিন্তাভাবনা ও উত্তম পদ্ধতি ও সঠিক সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত বহন করে।

প্রকারভেদ : মুহাদ্দিসীনে কিরামের নির্ধারিত এ শর্তগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,

রাবীর শর্তাবলী এবং রিওয়ায়াত (হাদীস) গ্রহণের শর্তাবলী।

আর এই সব শর্তাবলী যা হাদীস বিশেষজ্ঞগণ রাবীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন এবং অন্যান্য শর্তাবলী যা হাদীস ও খবর গ্রহণ করার জন্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই (মানদণ্ড) পর্যন্ত পৌঁছা কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়। এমনকি এ যুগেও নয়, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত।

www.waytojannah.com

কেননা তারা (এ যুগের লোকেরা) সংবাদবাহকের ব্যাপারে ঐসব শর্তাবলী আরোপ করেননি যা উসূলে হাদীসের আলিমগণ রাবীর জন্য আরোপ করেছেন। বরং তার চেয়ে নিম্নমানের শর্তাবলীও আরোপ করেনি। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে যেসব খবর প্রচার করা হয়ে থাকে এর অধিকাংশের ওপরই নির্ভর করা যায় না এবং এর সত্যতাও নিরূপণ করা যায় না। আর এটা সংবাদ দাতাদের অবস্থা অজ্ঞাত থাকার কারণেই হয়ে থাকে। কেননা সংবাদের ত্রুটি প্রকৃতপক্ষে সংবাদদাতার ত্রুটির কারণেই হয়ে থাকে। এজন্য অনেক সময় কিছুক্ষণ পরেই ঐসব খবরের অসত্যতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

২. রাবী গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী : অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, রাবীর মধ্যে প্রধান দু'টো মৌলিক শর্ত বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। আর তা হলো,

(ক) আল আদালাত : (العدالة) বা ন্যায়পরায়ণতা

আদালাত অর্থ হচ্ছে, রাবী মুসলিম, বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) ও আকিল (বিবেকবান) হওয়া এবং ফিস্‌ক ও অশোভন (অভদ্রচিত) কাজ থেকে দূরে থাকা।

(খ) আয্‌যাবত : (الضبط) সংরক্ষণ বা স্মৃতিশক্তি

যব্‌ত অর্থ হচ্ছে, রাবী কর্তৃক কোন সিকাহ্ রাবীর বিপরীতে বর্ণনা না করা, দুর্বলস্মরণশক্তি সম্পন্ন না হওয়া, অধিক ভ্রমকারী ও অমনোযোগী না হওয়া এবং অত্যধিক সন্দেহ প্রবণ না হওয়া।

৩. আদালাত কিভাবে প্রমাণিত হয়? নিম্নের দু'টো বিষয়ের যে কোন একটি পাওয়া গেলে আদালাত প্রমাণিত হয়।

(ক) আদিল (ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে কমপক্ষে একজনও যদি তাঁর আদালাতের কথা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তা'দীল বিশেষজ্ঞের কেউ যদি তাঁর আদালাতের কথা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করেন।

(খ) রাবী যদি প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁর থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্র হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন। এছাড়া যে রাবীর আদালাত আলিমদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং যাঁর প্রশংসা ও পরিচিতি বিস্তার লাভ করেছে তাঁর জন্য এটাই যথেষ্ট। তাঁর জন্য অন্য কোন আদিল ব্যক্তির স্পষ্ট বর্ণনার প্রয়োজন নেই। যেমন, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র), শাফিঈ (র), আহমাদ (র), সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ এবং ইমাম আওযায়ী (র) প্রমুখের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ ইমামবৃন্দ।

৪. আদালাত প্রমাণে আবদুল বার-এর অভিমত : ইবনে আবদুল বার-এর অভিমত এই যে, প্রত্যেক এমন রাবী যিনি আলিম হিসেবে গণ্য ও চরিত্রবান হিসেবে

www.waytojannah.com

Contents

পরিচিত, তাঁর ব্যাপারে কোন জারহ (সমালোচনা) পাওয়া না গেলেই তাঁর আদালাত প্রমাণিত হবে। তিনি এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين ـ وانتحال المبطلين ـ وتأويل الجاهلين ـ

এই জ্ঞান প্রত্যেক এমন ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করা যাবে যিনি তাঁর আদালাত প্রমাণ করতে পারবেন না, যিনি অতিরঞ্জিত কারীর পরিবর্তন নিষিদ্ধ করেন এবং যিনি বাতিলদের রাস্তা ও মূর্খদের ব্যাখ্যার মধ্যে প্রতিবন্ধক।[১৬৯]

ইবনে আবদুল বার-এর এ অভিমত মুহাদ্দিসীনে কিরামের রায়ের পরিপন্থী। কেননা এ হাদীসটি সহীহ্ নয়। এটা সহীহ হলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আদালাত সম্পন্ন নয় এমন ব্যক্তির নিকটও এ ইলম পাওয়া যাবে।

৫. রাবীর যবত কিভাবে চেনা যায় : কোন রাবীর যবত (স্মরণশক্তি) পরিচয়ের পদ্ধতি হচ্ছে, তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় সিকাহ ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের অনুরূপ রিওয়ায়াত করে থাকেন। এরূপ রাবীকে যাবিত (ضابط) (যবত গুণসম্পন্ন রাবী) বলা হয়। দু'একটি রিওয়ায়াত সিকাহ্ রাবীর পরিপন্থী হলে তা দূষণীয় (ধর্তব্য) নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিকাহ্ রাবীর বিপরীত হলে তাঁর যবত (স্মরণশক্তি)– এর ত্রুটি প্রমাণিত হবে এবং তা আর দলীলরূপে গ্রহণ করা যাবে না।

৬. জারাহ ও তা'দীল-এর কারণ বর্ণনা ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য কিনা? (ক) সহীহ্ ও প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তা'দীল-এর কারণ বর্ণনা ছাড়াই তা গ্রহণযোগ্য। কেননা তা'দীল-এর কারণ এত অধিক যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। অন্যথায় আদালাত প্রমাণকারী ব্যক্তিকে (معدل) রাবীর পাপ-পুণ্য সম্পর্কে এরূপ বলতে হবে, যেমন–তিনি এটা করেননি, এটা করেননি, অথবা এটা করেছেন, এটা করেছেন-ইত্যাদি। (খ) তবে, বিস্তারিত বিবরণ ছাড়া জারহ্ (الجرح) গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা জারহ-এর কারণসমূহ উল্লেখ করা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। অধিকন্তু : রিজাল শাস্ত্রের ইমামদের মধ্যে জারহ এর কারণ নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে। কেননা, একই বিষয় কারো নিকট জারহ এর কারণ হিসেবে গণ্য অথচ অন্যের নিকট গণ্য নয়।

ইবনে, সালাহ বলেন, আর তা ফিক্হ ও উসুলূল ফিক্হ-এর গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

---

১৬৯. এটি ইবনে আদী আলকামিল গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন। ইরাকী বলেছেন, এটি অনেক সনদে বর্ণিত হলেও প্রত্যেকটিই দুর্বল। এর একটিও সহীহ্ প্রমাণিত হয়নি। অবশ্য অনেক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে কোন কোন আলিম একে হাসান বলেছেন। দেখুন : তাদরীবুররাবী ১ম খ. পৃ. ৩০২, ৩০৩।

www.waytojannah.com

খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেছেন : হাফিযে হাদীস ও হাদীস সমালোচনাকারী ইমাম, যেমন বুখারী ও মুসলিম (র) প্রমুখেরও অভিমত এটাই। এজন্য ইমাম বুখারী (র) ইকরিমাহ ও আমর ইবনে মারযুক এর মত রাবীকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। অথচ তিনি (বুখারী) ছাড়া অন্য ইমামগণ তাঁর ব্যাপারে জারহ করেছেন। এভাবে ইমাম মুসলিম (র) সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ এবং এরূপ অনেকের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন যাঁদের মাতউন (সমালোচিত) হওয়া (কোন এক স্তরে) প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ইমাম আবু দাউদও (র) এরূপ করেছেন। ইমামগণের এসব আমল এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, জারহ্ এর কারণ সবিস্তারে বর্ণনা ছাড়া তা গ্রহণযোগ্য নয়।[১৭০]

৭. একজনের জারহ ও তা'দীল গ্রহণযোগ্য কিনা? (এ ব্যাপারে দু'টো অভিমত রয়েছে)

(ক) বিশুদ্ধ মতানুযায়ী একজনের জারহ্ ও তা'দীল গ্রহণযোগ্য।[১৭১]

(খ) কারো কারো মতে দু'জন প্রয়োজন।

৮. একই রাবীর মধ্যে জারহ ও তা'দীল উভয়টি একত্রিত হলে তার হুকুম কোন রাবীর মধ্যে জারহ্ এবং তা'দীল উভয়টি একত্রিত হলে তার হুকুম নিম্নরূপ,

(ক) যদি জারহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে তাহলে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তা'দীল এর উপর জারহ্ প্রাধান্য পাবে।

(খ) কেউ কেউ বলেছেন, যদি তা'দীল কারীদের সংখ্যা জারহ কারীদের চেয়ে বেশি হয় তাহলে তা'দীলকে প্রাধান্য দিতে হবে। এটা দুর্বল অভিমত যা গ্রহণযোগ্য নয়।

৯. এক ব্যক্তির তা'দীল এর হুকুম : বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এক ব্যক্তির তা'দীল গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত। কারো কারো মতে এটা গ্রহণযোগ্য।

(খ) কোন আলিমের আমল এবং তাঁর ফাতওয়া কোন হাদীস মোতাবেক হলেই তাঁর (ঐ হাদীসের) উপর সহীহ্ এর হুকুম প্রবর্তন করা যায় না। আবার এর বিপরীত হলেও তাতে তার অথবা তাঁর হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি সাধন করে না। কারো কারো মতে এ ক্ষেত্রে হাদীস সহীহ হওয়ার হুকুম প্রবর্তন করা যায়। আমিদী এবং অন্যান্য উসূলবিদগণ এ অভিমতকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। এই মাসআলায় আলিমদের সুদীর্ঘ আলোচনা বর্ণিত হয়েছে।

---

১৭০. উলূমুল হাদীস : পৃ. ৯৬।

১৭১. অর্থাৎ কোন একজন ইমামের জারহ অথবা তা'দীল দ্বারাই একজন রাবী নির্ভরযোগ্য অথবা অনির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হবে।

www.waytojannah.com

১০. ফিস্‌ক থেকে তাওবাকারীর রিওয়ায়াতের হুকুম

(ক) ফিস্‌ক থেকে তাওবাকারীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য।

(খ) রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস রিওয়ায়াতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে, তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়।

১১. প্রতিদানের (আর্থিক) বিনিময়ে হাদীস রিওয়ায়াতের হুকুম : যিনি হাদীস রিওয়ায়াত করে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন, এমন ব্যক্তির রিওয়ায়াত গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

(ক) ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও আবূ হাতিম প্রমুখের নিকট এমন ব্যক্তির রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) আবূ নাঈম, ফযল ইবনে দুকাইন এবং আরো কতিপয় ইমামের নিকট এটা গ্রহণযোগ্য।

(গ) আবূ ইসহাক শীরামীর ফাতওয়ানুযায়ী ঐ ব্যক্তির রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য যিনি দরসে হাদীসে মাশগুল থাকার কারণে, পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য কোন উপায় গ্রহণ করতে পারছেন না। এর জন্য হাদীস রিওয়ায়াতের বিনিময়ে টাকা পয়সা গ্রহণ করাও জায়েয।

১২. অধিক ভ্রমকারী, দ্রুত হাদীস গ্রহণকারী ও অমনোযোগী রাবীর রিওয়ায়াতের হুকুম : নিম্নের তিন প্রকার রাবীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় না।

(ক) এমন রাবীর হাদীস গ্রহণ করা যায় না, যার হাদীস শ্রবণ অথবা পাঠদানের সময় অমনোযোগিতা প্রমাণিত হয়। যেমন হাদীস শ্রবণের সময় ঘুমিয়ে পড়া অথবা যে উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করা হয়েছে তাঁকে বাদ দিয়ে মূল সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করা।

(খ) ঐ রাবীর হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়, যিনি তাড়া-হুড়া করে হাদীস গ্রহণ করেন। যেমন, কারো রিওয়ায়াত হাদীস-কিনা সেটা ভালভাবে না জেনেই তা হাদীস হিসেবে রিওয়ায়াত করা।

(গ) ঐ রাবীর রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য নয়, যিনি সাধারণত তাঁর রিওয়ায়াতে ভুল করে থাকেন।

১৩. হাদীস রিওয়ায়াতের পর ভুলে গেলে তার হুকুম (ক) হাদীস রিওয়ায়াতের পর তা ভুলে যাওয়ার সংজ্ঞা (تعريف من حدث ونسى) : কোন শাইখ এর একথা স্মরণ নেই যে তাঁর থেকে তাঁর ছাত্ররা অমুক হাদীসটি গ্রহণ করেছে কিনা?

www.waytojannah.com

Contents

(খ) এরূপ রিওয়ায়াতের হুকুম : (এর দু'টো অবস্থা)

(১) মারদূদ : ঐ রিওয়ায়াত মারদূদ (প্রত্যাখ্যাত) হবে, যা শাইখ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেন। অথবা একথা বলেন যে, আমি কখনো এরূপ রিওয়ায়াত করিনি অথবা বলেন যে, সে আমার ওপর মিথ্যারোপ করছে ইত্যাদি।

(২) মাকবূল : আর শাইখ যদি দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার না করেন বরং এ ব্যাপারে সন্দীহান হন এবং বলেন, আমি তো তাঁকে চিনি না, তাঁর কথা তো আমার স্মরণ নেই ইত্যাদি, তাহলে এরূপ রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য।

(গ) এরূপ মারদূদ হাদীস : ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটির কারণ বলে বিবেচিত হবে কিনা ?

এরূপ মারদূদ হাদীস ছাত্র শিক্ষক উভয়ের জন্যই ত্রুটির কারণ বলে বিবেচিত হবে না। কেননা উভয়ের কেউ-ই একে অপর থেকে অধিক ত্রুটি-পূর্ণ নয়। সমালোচনার যোগ্য নয়।

(ঘ) উদাহরণ : ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ প্রমুখ রবীআহ্ ইবনে আবূ আবদুর রহমান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি সুহাইল ইবনে আবু সালিহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ـ

রাসূলুল্লাহ (সা) সাক্ষীর সাথে শপথ নিয়ে ফায়সালা করেছেন।[১৭২]

আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ অদ্‌দারাওয়ারদী বলেন, আমার নিকট এ রিওয়ায়াতটি রবীআহ্ ইবনে আবু আবদুর রহমান সুহাইল থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি একবার সুহাইল-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি ব্যাপারটি অবহিত নন বলে জানালেন। অতঃপর আমি বললাম রবীআহ আপনার থেকে আমার নিকট এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। এরপর সুহাইল এ রিওয়ায়াতটি এভাবে বর্ণনা করলেন,

حدثنى عبد العزيز عن ربيعة عنى أنى حدثته عن ابى هريرة (رض) مرفوعا بكذا .....

আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয তিনি (আবদুল আযীয) রবীআহ্ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন আর রবীআহ্ আমার থেকে এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন যে, আমি তাকে আবু হুরাইরা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছি।

(ঙ) এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : (এ বিষয়ের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো)
আখবারু মান হাদ্দাসা ওয়া নাসিয়া, প্রণেতা খতীব আলবাগ্‌দাদী–

اخبار من حدث ونسى للخطيب ـ

১৭২. সুনানু আবী দাউদ, বৈরুত, দারুল ফিকর খ. ৩য় পৃ. ৩০৯।

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় পাঠ

জারহ ও তা'দীল এর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে একটি সাধারণ পর্যালোচনা

যেহেতু হাদীস সহীহ্ অথবা দুর্বল হওয়ার হুকুম যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল, তার মধ্যে রাবীদের আদালাত ও যবত অথবা তাঁদের আদালাত ও যবতের ত্রুটি সম্পর্কে সমালোচনা একটি মৌলিক বিষয়। এজন্য উলামায়ে কিরাম এমন সব গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন যাতে রাবীদের আদালাত ও যবত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তা'দীলকারী ইমামদের অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়কেই তা'দীল নামে অভিহিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এসব গ্রন্থে রাবীদের আদালাত ও যবত তথা স্মরণশক্তির ত্রুটি সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রের নিরপেক্ষ ইমামদের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এ বিষয়কে আলজারহ (الجرح) নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাবীদের অবস্থা সম্বলিত এ সব গ্রন্থকেই আলজারহ ওয়াত্তা'দীল (الجرح والتعديل) (হাদীস সমালোচনা ও সামঞ্জস্যবিধান) এর গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। জারহ ও তা'দীল সম্পর্কীয় গ্রন্থ বিভিন্ন প্রকারের।

(১) শুধুমাত্র সিকাহ্ রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় কিতাব।

(২) শুধুমাত্র দুর্বল ও সমালোচিত রাবীদের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ।

(৩) সিকাহ্ ও দুর্বল রাবীদের জীবনী সম্বলিত কিতাব।

(৪) নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থের রাবী ছাড়া অন্যান্য রাবীদের জীবনী সম্বলিত সাধারণ কিতাব।

(৫) হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ কোন গ্রন্থের রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় কিতাব।

(৬) হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন গ্রন্থের রাবীদের জীবনী সম্পর্কীয় কিতাব।

জারহ ও তা'দীল বিশেষজ্ঞগণ এসব গ্রন্থ প্রণয়ন করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসের সব রাবীদের জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন। প্রথমে রাবীদের সম্পর্কে জারহ অথবা তা'দীল করা হয়েছে। এরপর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কেও জারহ অথবা তা'দীল করা হয়েছে। অতঃপর হাদীস অন্বেষণে তাঁদের সফরের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর শাইখের সাথে তাঁদের সাক্ষাতের সময়, শাইখের সান্নিধ্যে থাকার সময়কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময় ইত্যাদি সম্পর্কেও এসব গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম তৎকালীন উম্মতের সার্বিক অবস্থা তথা রাবীদের জীবন ও কর্মের উপর যে সব মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, কোন যুগের এমনকি বর্তমান যুগের লোকদের

www.waytojannah.com

পক্ষেও তার ধারে কাছে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। তারা বিভিন্ন যুগের রাবীদের জীবন-বৃত্তান্ত অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সংরক্ষণ করেছেন।

মহান আল্লাহ এ খেদমতের বিনিময়ে তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। এসব গ্রন্থের মধ্যে নিম্নে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো,

১. **আত্তারীখুল কাবীর,** প্রণেতা ইমাম বুখারী (র) (التاريخ الكبير البخارى) এটি সিকাহ ও দুর্বল রাবীদের ওপর লিখিত সাধারণ কিতাব।

২. **আলজারহু ওয়াত্তা'দীল,** প্রণেতা আবু হাতিম (الجرح والتعديل لإبن ابى حاتم) এটাও সিকাহ ও দুর্বল রাবীদের উপর লিখিত সাধারণ কিতাব।

৩. **আসসিকাত,** প্রণেতা ইবনে হিব্বান। (الثقات لإبن حبان) এটা বিশেষত সিকাহ রাবীদের উপর লিখিত একটি গ্রন্থ।

৪. **আলকামিল ফিদ্দু'আফা'** প্রণেতা ইবনে আদী। (الكامل فى الضعفاء لإبن عدى) এটা দুর্বল রাবীদের জীবনী সম্বলিত একটি বিশেষ গ্রন্থ। এর নাম থেকেই এটা বুঝা যায়।

৫. **আলকামালু ফী আসমাইর রিজাল :** প্রণেতা আবদুল গণী আলমাক্দিসী (الكمال فى اسماء الرجال لعبد الغنى المقدسى) এটা একটি সাধারণ কিতাব। তবে সিহাহ্ সিত্তা গ্রন্থের রাবীদের জীবনীও এতে আলোচিত হয়েছে।

৬. **মীযানুল ই'তিদাল,** প্রণেতা ইমাম যাহাবী (ميزان الإعتذال للذهبى) এটা পরিত্যক্ত ও দুর্বল রাবীদের জীবনী সম্বলিত একটি বিশেষ গ্রন্থ।

৭. **তাহযীবুত তাহবীব,** প্রণেতা ইবনে হাজার (تهذيب التهذيب لإبن حجر) এটা আল কামালু ফী আসমাইর রিজাল (الكمال فى اسماء الرجال) গ্রন্থের সারসংক্ষেপ ও সুবিন্যস্ত রূপ।

তৃতীয় পাঠ

জারহ্ ও তা'দীল এর বিভিন্ন স্তর

ইবনে আবূ হাতিম তাঁর আল্জারহু ওয়াত্তা'দীল (الجرح والتعديل) গ্রন্থের ভূমিকায় জার্হ ও তা'দীল-এর প্রত্যেকটিকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেকটি স্তরের হুকুম পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মুহাদ্দিসীনে কিরাম প্রত্যেকটির সাথে আরো দু'টো করে স্তর সংযোজন করেছেন। এ নিয়ে জারহ ও তা'দীল-এর প্রত্যেকটি মোট ছয়টি করে স্তরে বিভক্ত হয়েছে। শব্দাবলীসহ প্রত্যেকটি স্তরের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

www.waytojannah.com

১. তা'দীল-এর বিভিন্ন স্তর ও এর জন্য নির্দিষ্ট শব্দাবলী (ক) রাবীর নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণে আধিক্যবোধক শব্দ অথবা আফআলু (افعل) বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা। এটা হলো সর্বোচ্চ স্তরের তা'দীল। যেমন (فلان اليه المنتهى في الثبت) (অমুক নির্ভরযোগ্যতার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত) অথবা فلان اثبت الناس (অমুক সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।)

(খ) অতঃপর নির্ভরযোগ্য অন্য যে কোন একটি বিশেষণ (গুণ) কে জোরালোভাবে বারবার উল্লেখ করা চলে। অথবা পৃথকভাবে দু'টো বিশেষণ উল্লেখ করা। যেমন, এরূপ বলা فلان ثقة ثقة (অমুক সিকাহ ও নির্ভরযোগ্য) অথবা فلان ثقة ثبت (অমুক স্থির ও সিকাহ)

(গ) এমন শব্দে রাবীর নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করা যাতে তাঁর সিকাহ্ হওয়া প্রমাণিত হয়। তবে এ শব্দগুলো পূর্বের মত ততোটা জোরালো নয়। যেমন, সিকাতুন (ثقة) অথবা হুজ্জাতুন (حجة) নির্ভরযোগ্য ইত্যাদি।

(ঘ) ঐ সব শব্দে রাবীর নির্ভরযোগ্যতা বর্ণনা করা যা তাঁদের (রাবীদের) আদালাতসম্পন্ন হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। যবত তথা স্মরণশক্তির কোন ইঙ্গিত তাতে পাওয়া যায় না। যেমন, সদূকুন (صدوق) অধিক সত্যবাদী অথবা (محله الصدق) তিনি সত্যের স্থানে অথবা ইবনে মুঈন ব্যতীত অন্য ইমামের লা বা'সা বিহী (لا بأس به) কোন অসুবিধা নেই বলা। কেননা ইবনে মুঈন সিকাহ্ রাবীর ক্ষেত্রে (لا بأس به) লা বা'সা বিহী শব্দটি প্রয়োগ করে থাকেন।

(ঙ) অতঃপর রাবী সম্পর্কে ঐ সব শব্দ প্রয়োগ করা যদ্দারা তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা অথবা অনির্ভরযোগ্যতা কোনটাই সুসম্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। যেমন, ফুলানুন শাইখুন (فلان شيخ) (অমুক উস্তাদ) অথবা (روى عنه الناس) অনেক ছাত্র তাঁর কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছে।

(চ) রাবী সম্বন্ধে এমন শব্দ প্রয়োগ করা, যা তা'দীল-এর শব্দ হওয়া সত্ত্বেও জারহ্ এর নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন, ফুলানুন সালিহুল হাদীস (فلان صالح الحديث) অমুক হাদীস রিওয়ায়াতে সুস্থ অথবা ইউকতাবু হাদীসুহ (يكتب حديثه) তাঁর হাদীস লেখা যায়।

২. হুকুম (ক) প্রথম তিন স্তরের রাবীগণ গ্রহণযোগ্য যদিও তারা ক্রমানুসারে একে অপরের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

www.waytojannah.com

(খ) চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু তাঁদের হাদীস লেখা যাবে। অবশ্য তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা[১৭৩] করতে হবে। তবে এক্ষেত্রেও পঞ্চম স্তরের রাবীগণ, চতুর্থ স্তরের রাবীদের চেয়ে নিম্নমানের ।

(গ) ৬ষ্ঠ স্তরের রাবীগণও গ্রহণযোগ্য নয়। তবে শুধুমাত্র সহযোগিতার জন্য তাঁদের হাদীস লেখা যাবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নয়। তাঁদের বিস্মৃতির ব্যাপারটি প্রকাশের জন্যই এ ব্যবস্থা।

৩. জারহ্-এর বিভিন্ন স্তর ও এর নির্দিষ্ট শব্দাবলী (ক) এমন শব্দ যা শিথিলতার ইঙ্গিত বহন করে। (এটা হলো জারহ-এর সর্বনিম্ন স্তরের শব্দাবলী। যেমন (فلان لين الحديث) অমুক হাদীস বর্ণনায় শিথিল অথবা (فيه مقال) তার ব্যাপারে কথা রয়েছে।

(খ) এমন শব্দ যা তাঁর গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত বহন করে। যেমন, (فلان لايحتج به) অমুক গ্রহণযোগ্য নয়, অথবা (ضعيف) তিনি দুর্বল, (له مناكير) তিনি অনেক মুনকার হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

(গ) এমন শব্দ যা তাঁর হাদীস না লেখার অথবা অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, (فلان لايكتب حديثه) তাঁর হাদীস লেখা যায় না। অথবা (لاتحل الرواية عنه) তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করা বৈধ নয় অথবা (ضعيف جدا) অত্যধিক দুর্বল অথবা (واه يمرة) প্রমাদকারী।

(ঘ) এমন শব্দ যা রাবীর উপর মিথ্যা বা অনুরূপ অভিযোগ আরোপ করে। যেমন, (فلان متهم بالكذب) অমুক মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত, অথবা (متهم بالوضوع) তিনি মিথ্যা বা মাওযূ হাদীস রচনার অভিযোগে অভিযুক্ত অথবা (يسرق الحديث) হাদীসচোর অথবা (ساقط) অগ্রহণযোগ্য অথবা (متروك) পরিত্যক্ত অথবা (ليس بثقة) অনির্ভরযোগ্য।

---

১৭৩. এখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার অর্থ হচ্ছে সিকাহ্ রাবীর বিপরীতে তাঁদের হাদীস রেখে তাঁদের স্মরণশক্তি যাচাই বাছাই করা। সিকাহ রাবীর হাদীসের সাথে মিল হলে তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য অন্যথায় তা অগ্রাহ্য। সুতরাং সুস্পষ্ট যে, সদূক (صدوق) বলে যে সব রাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্বে তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর এরূপ রাবীদের সম্পর্কে কারো কারো মন্তব্য তাদের হাদীস হাসান। আর হাসান গ্রহণযোগ্য। এটা ভুল ধারণা এটা জারহ ও তা'দীল এর ইমামদের পরিভাষা। ইবনে হাজার তাকরীবুত তাহযীব গ্রন্থে সদূক (صدوق) শব্দটি একটি বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞাতা।

www.waytojannah.com

Contents

(ঙ) **এমন শব্দ, যা রাবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে।** যেমন, (كذاب) জন্য মিথ্যাবাদী অথবা (د جال) অত্যধিক ধোকাবাজ অথবা (وضاع) মিথ্যা হাদীস রচনাকারী অথবা (يكذب) মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত অথবা (يضع) মিথ্যা হাদীস রচনায় অভ্যস্ত।

(চ) মিথ্যার আধিক্যবোধক শব্দ (এটা হলো জারহ এর সর্বোচ্চ স্তরের শব্দ) : যেমন, (فلان اكذب الناس) অমুক সবচেয়ে মিথ্যাবাদী অথবা (اليه المنتهى فى الكذب) তিনি মিথ্যার সর্বশেষ প্রান্তে অথবা (هو ركن الكذب) তিনি মিথ্যার মূল স্তম্ভ।

৪. এসব স্তরের হুকুম (খ) প্রথম দু'স্তরের রাবীদের হাদীস স্বভাবত গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু শুধু বিবেচনার (للاعتبار) জন্য তাঁদের হাদীস লেখা যাবে। যদিও দ্বিতীয় স্তরের রাবীগণ প্রথম স্তরের রাবীদের চেয়ে নিম্নমানের।

(খ) আর শেষোক্ত চার স্তরের রাবীদের হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়, আর তা লেখাও যাবে না এবং বিবেচনার যোগ্যও নয়।

www.waytojannah.com

তৃতীয় অধ্যায়

রিওয়ায়াত, রিওয়ায়াতের সঠিক পন্থা ও হাদীস সংরক্ষণ পদ্ধতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : রিওয়ায়াত সংরক্ষণ ও হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রিওয়ায়াতের সঠিক পন্থা (বা আদাব)

প্রথম পরিচ্ছেদ

রিওয়ায়াত সংরক্ষণ ও হাদীসগ্রহণ পদ্ধতি

প্রথম পাঠ : হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ সংরক্ষণ পদ্ধতি
দ্বিতীয় পাঠ : হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি ও তা বর্ণনার শব্দাবলী
তৃতীয় পাঠ : হাদীস লিখন, সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন
চতুর্থ পাঠ : হাদীস রিওয়ায়াতের পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য।

প্রথম পাঠ

হাদীস শ্রবণ, গ্রহণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

১. ভূমিকা : হাদীস শ্রবণ পদ্ধতি অর্থ হচ্ছে এমন সব করণীয় বিষয় ও শর্তাবলী, যা এমন শ্রোতার মধ্যে বিদ্যমান আবশ্যক যিনি শাইখ থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংরক্ষণ করে তা অন্যের নিকট পৌছাবেন। যেমন নির্দিষ্ট বয়সের শর্তারোপ করা ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হিসেবে।

আর শাইখ থেকে হাদীস গ্রহণ ও রিওয়ায়াত করার বিভিন্ন পদ্ধতিকে বলা হয় তাহাম্মুল (تحمل)। আর যবত (ضبط সংরক্ষণ শক্তি–) মানে হচ্ছে রাবীর মধ্যে এমন সংরক্ষণশক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া, যাতে তিনি দৃঢ়তার সাথে নির্দ্বিধায় অন্যের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করতে পারেন।

www.waytojannah.com

Contents

উসূলে হাদীসের আলিমগণ ইলমুল হাদীসের এ বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁরা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুনিপুণভাবে এর বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, শর্তাবলী ও মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। তাঁরা হাদীস গ্রহণ ও রিওয়ায়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে আবার বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেছেন। এসব স্তরের মধ্যে কোনটি শক্তিশালী। আবার কোনটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের মর্যাদা ও গুরুত্ব অম্লান রাখার জন্য তাঁদের এই পদক্ষেপ। আর এক ব্যক্তি (বা স্তর) থেকে অন্য ব্যক্তি (বা স্তর) পর্যন্ত হাদীস পৌঁছানোর এরূপ উত্তম পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে; এজন্য যে, প্রত্যেক মুসলিম যেন তাঁর নিকট হাদীস পৌঁছার এ মাধ্যমটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। এবং তাঁর অন্তরে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, হাদীস সংরক্ষণের এ পন্থায় চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

২. হাদীস গ্রহণের জন্য মুসলিম ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত কিনা? বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হাদীস গ্রহণের জন্য মুসলিম ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। অবশ্য হাদীস রিওয়ায়াতের জন্য একটা শর্ত।[১৭৪] যেমন ইতিপূর্বে রাবীর শর্তাবলীতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই ঐ রাবীর রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হয়েছে, যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অথবা-বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়ার পূর্বে হাদীস গ্রহণ করেছেন, আর মুসলমান ও বালিগ হওয়ার পর তা রিওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য রাবীর অমুসলিম ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কথা উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

কারো কারো মতে হাদীস গ্রহণের সময় বালিগ হওয়া শর্ত। কিন্তু এ অভিমত সঠিক নয়। কেননা মুহাদ্দিসীনে কিরাম বয়োকনিষ্ঠ সাহাবী, যেমন– হাসান ও ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে বালিগ হওয়ার পূর্বাপর পার্থক্যকরণ ছাড়াই রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।

৩. কখন হাদীস শ্রবণ শুরু করা মুস্তাহাব : (ক) কারো মতে ত্রিশ বছর বয়সে হাদীস শ্রবণ শুরু করা মুস্তাহাব। এটা সিরিয়াবাসীদের অভিমত।

(খ) কারো মতে বিশ বছর বয়সে। এটা কুফাবাসীদের অভিমত।

(গ) আবার কারো কারো মতে দশ বছর বয়সে। এটা বসরাবাসীদের অভিমত।

(ঘ) সঠিক মতানুযায়ী বর্তমান যুগে, হাদীস বিশুদ্ধরূপে শ্রবণ করার মতো বয়সে উপনীত হওয়াই যথেষ্ট। কেননা বর্তমানে হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত।

৪. অপ্রাপ্ত বয়স্কের হাদীস শ্রবণ সঠিক হওয়ার জন্য কোন বয়সের সীমা আছে কি? (ক) কোন কোন আলিম এজন্য বয়সের সীমা বেঁধে দিয়েছেন–সর্বনিম্ন পাঁচ বছর। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর উপরই আমল করে আসছেন।

---

১৭৪. তাহাম্মুল (تحمل) অর্থ হচ্ছে স্বীয় শাইখ থেকে হাদীস গ্রহণ করা। আর আদা (اداء) মানে ছাত্রদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করা।

www.waytojannah.com

(খ) অপরাপর কতিপয় আলিম এর বিরোধিতা করে বয়সের পরিবর্তে সঠিক বুদ্ধিমত্তা ও বোধশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, ব্যক্তির মধ্যে যদি প্রশ্ন বুঝা ও তার সঠিক উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে, তবেই তার হাদীস শ্রবণ বিশুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হবে, অন্যথায় নয়।

দ্বিতীয় পাঠ
হাদীস গ্রহণ পদ্ধতি ও তা বর্ণনার শব্দাবলী

হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি আটটি

(১) 'আস সামাউ মিন লাফযিশ শাইখ (السماع من لفظ الشيخ)।

(২) আলকিরাআতু আলাশ শাইখ (القراة على الشيخ)।

(৩) 'আল ইজাযাহ (الاجازة)।

(৪) আলমুনাওয়ালা (المناولة)।

(৫) আলকিতাবাহ (الكتابة)।

(৬) আলইলাম (الإعلام)।

(৭) আলওসিয়্যাহ (الوصية)।

(৮) আলবিজাদাহ (الوجادة)।

এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে এখন সংক্ষিপ্ত আলোচনার সাথে সাথে হাদীস বর্ণনার বিশেষ শব্দাবলী সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।

১. আস সামাউ মিন লাফযিশ শাইখ (শাইখ থেকে হাদীস শুনা)

(ক) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, উস্তাদ পাঠ করবেন, আর শিষ্য তা শুনবেন। উস্তাদ তাঁর স্মৃতিশক্তি থেকে পাঠ করে শুনান কিংবা তাঁর গ্রন্থ থেকে। আর শিষ্য তা শুনে লিখে রাখুন, কিংবা শুধু শ্রবণে রাখুন। এসব অবস্থাকেই (السماع من لفظ الشيخ) বলা হয়ে থাকে।

(খ) মর্যাদা : অধিকাংশ আলিমের নিকট হাদীস গ্রহণের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এটিই (سماع) সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

(গ) রিওয়ায়াতের শব্দাবলী

(১) হাদীস গ্রহণের প্রত্যেকটি পদ্ধতির জন্য পৃথক পৃথক শব্দ আবিষ্কারের পূর্বে রাবী তাঁর শাইখ বা উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস শুনে তা বর্ণনা করার সময় সামিতু

www.waytojannah.com

Contents

(سمعت) আমি শুনেছি অথবা হাদ্দাসানী (حدثنى) আমার নিকট অমুক বর্ণনা করেছেন' অথবা "আখবারানী (اخبرنى) আমাকে অমুক খবর দিয়েছেন) অথবা আম্বাআনী (انبأنى) আমাকে অমুক বর্ণনা করেছেন) অথবা কালালী (قال لى) আমাকে অমুক বলেছেন) অথবা যাকারালী (ذكرلى) আমার নিকট অমুক উল্লেখ করেছেন ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে রিওয়ায়াত করতে পারতেন। তাতে তখন পর্যন্ত কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি।

(২) কিন্তু হাদীস গ্রহণের প্রত্যেকটি পদ্ধতির জন্য পৃথক পৃথক শব্দ নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণীয়।

শ্রবণের ক্ষেত্রে : সামিতু (سمعت) অথবা হাদ্দাসানী (حدثنى)

পাঠনের ক্ষেত্রে : আখাবারানী (اخبرنى)

অনুমতির ক্ষেত্রে : আম্বাআনী (انبأنى)

সামাউল মুযাকারার[১৭৫] ক্ষেত্রে : (لسماع المذاكرة) কালালী (قال لى) অথবা যাকারালী (ذكرلى)

২. আলকিরাআতু আলশ শাইখ (শাইখের সামনে পাঠ করা)

অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম একে আরায (عرض) বা উপস্থাপন নামে অভিহিত করেছেন।

(ক) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, শিষ্য পাঠ করবেন, আর উস্তাদ তা শুনবেন।[১৭৬] ছাত্র নিজে পাঠ করুক কিংবা অন্য কেউ পাঠ করবে আর সে তা শুনে সমর্থন করে যাচ্ছে। তাঁর পাঠ স্মৃতি থেকে হতে পারে কিংবা গ্রন্থ থেকে। আর উস্তাদ ছাত্রের এ পাঠ মুখস্ত শুনেন কিংবা কিতাব সামনে রেখে, উস্তাদ নিজে কিংবা অন্য কোন সিকাহ্ রাবী শ্রবণ করলেও কোন অসুবিধা নেই।

(খ) হুকুম : মুহাদ্দিসীনে কিরামের সম্মিলিত মতানুযায়ী আল কিরাআতু আলাশ শাইখ (القراءة على الشيخ) এর উল্লেখিত অবস্থার সব রিওয়ায়াতই সহীহ্ তথা গ্রহণযোগ্য। অবশ্য কতিপয় কঠোর পন্থীদের (مشدد) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

---

১৭৫. মুযাকারা (مذاكرة) মানে অপ্রস্তুতভাবে কথপোকথনের সময় (হাদীসের মজলিস ছাড়া) উস্তাদ থেকে কোন হাদীস শুনা।

১৭৬. এর মানে ছাত্র শুধু তাঁর উস্তাদ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁর সামনে পাঠ করে শুনাবেন। যে কোন হাদীস নয়। এতে ফায়েদাহ এতটুকু উস্তাদ হাদীসগুলো শুনে তাঁর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে বলে দেবেন।

www.waytojannah.com

(গ) মর্যাদা : এর মর্যাদা নির্ণয়ে তিনটি ভিন্ন মত রয়েছে।

(১) সামার (শ্রবণের) সমমর্যাদা সম্পন্ন। এটা ইমাম মালিক, বুখারী (র) এবং হিজায ও কুফার সম্মানিত উলামায়ে কিরামের অভিমত।

(২) সামা থেকে নিম্নতর : এটা প্রাচ্যের অধিকাংশ আলিমের অভিমত। আর এটাই বিশুদ্ধ।

(৩) সামা থেকে উচ্চতর : এটা ইমাম আবূ হানীফা, ইবনে আবূ যিব এবং ইমাম মালিক (র) এর একটি অভিমত।

(ঘ) রিওয়ায়াতের শব্দাবলী

(১) সতর্কতার দাবী হলো, কারাতু আলা ফুলানিন (قرأت على فلان به) আমি অমুকের সামনে পাঠ করেছি। অথবা কুরিআ আলাইহি ওয়া আনা আস্‌মাউ ফা আকরাউ বিহী (قرئ عليه وأنا أسمع فأقربه) অমুকের সামনে পাঠ করা হয়েছিল এবং আমি তা শুনছিলাম এবং সাথে সাথে নিজেও পাঠ করেছিলাম এরূপ শব্দে হাদীস বর্ণনা করা।

(২) অবশ্য এমন শব্দে হাদীস রিওয়ায়াত করাও জায়েয যদ্দ্বারা সামা (শ্রবণ) বুঝা যায়। তবে কিরাআত (القراءة) বা পাঠ করা শব্দটি তাতে উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন– হাদ্দাসানা কিরাআতান আলাইহী (حدثنا قراءة عليه) তিনি আমাদের নিকট এমতবস্থায় হাদীস বর্ণনা করেছিলেন যে, তার সামনে তখন তা পাঠ করা হয়েছিল।

(৩) অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতানুযায়ী এমতাবস্থায় শুধু আখবারানা (أخبرنا) শব্দ প্রয়োগ করতে হবে।

৩. আলইজাযাহ (অনুমতি)

(ক) সংজ্ঞা : الإذن بالرواية لفظا او كتابة ـ

লিখিত অথবা মৌখিকভাবে হাদীস রিওয়ায়াত করার অনুমতি প্রদানকে আল ইজাযাহ (الاجازة) বলা হয়।

(খ) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, উস্তাদ তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে কাউকে এরূপ বলবেন (اجزت لك ان تروى عنى صحيح البخارى) আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি যে, তুমি আমার থেকে সহীহ্ বুখারী রিওয়ায়াত কর।

(গ) প্রকারভেদ : ইজাযাহ এর অনেকগুলো প্রকার রয়েছে। এর মধ্যে এখানে পাঁচটি প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আর তাহলো,

www.waytojannah.com

(১) উস্তাদ কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থ রিওয়ায়াত করার অনুমতি প্রদান করা। যেমন- (اجزتك صحيح البخارى) আমি তোমাকে সহীহ্ আল্ বুখারী রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছি। ইজাযাত এর এ প্রকারটি মুনাওয়ালা থেকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন।

(২) কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট বিষয়ের অনুমতি দেওয়া। যেমন- اجزتك رواية مسموعاتى (তুমি আমার থেকে যা শুনেছো, তার সবগুলো রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছি।)

(৩) অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অনির্দিষ্ট বিষয়ের অনুমতি দেওয়া। যেমন- اجزت اهل زمانى رواية مسموعاتى (আমি আমার যুগের লোকদেরকে আমার কাছ থেকে শুনা সমস্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি।)

(৪) অপরিচিত ব্যক্তি অথবা অস্পষ্ট রিওয়ায়াত বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া। যেমন- اجزتك كتاب السنن (আমি তোমাকে সুনান কিতাব রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছি। এমতাবস্থায় যে তিনি সুনানের বিভিন্ন কিতাব রিওয়ায়াত করছেন।) অথবা এরূপ বলা (أجزت لمحمد بن خالد الدمشقى) আমি মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ আদ দিমাশ্কীকে রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছি। এমতাবস্থায় যে, এ নামের অনেক লোকই সেখানে বিদ্যমান।

(৫) অনুপস্থিত তথা অনাগতের জন্য অনুমতি। এটা হয়তো কোন উপস্থিত ব্যক্তির অনুগত হবে। যেমন (أجزت لفلان ولمن يولد له) আমি অমুক এবং তার অনাগত সন্তানকে রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছি। না হয় পৃথকভাবে অনাগতের জন্য হবে। যেমন- (أجزت لمن يولد لفلان) আমি অমুকের অনাগত সন্তানের জন্য অনুমতি দিয়েছি।

(খ) হুকুম : উল্লেখিত প্রকারভেদের মধ্যে প্রথম প্রকার অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট সহীহ্, আমলযোগ্য ও রিওয়ায়াত উপযোগী। এর উপরই মুহাদ্দিসীনে কিরামের আমল। অবশ্য কোন কোন আলিম একে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটা ইমাম শাফিঈ (র) এর দু'টো অভিমতের একটি।

অন্যান্য প্রকারভেদের বৈধতা সম্পর্কে প্রচণ্ড মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যা হোক, হাদীস গ্রহণ ও রিওয়ায়াতের এ পদ্ধতিতে (ইজাযাত-অনুমতি) প্রচুর পরিমাণে অলসতা ও শিথিলতার সম্ভাবনা রয়েছে।

(ঙ) হাদীস বর্ণনার নির্দিষ্ট শব্দাবলী

(১) উত্তম : এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো রাবীর এরূপ বলা (أجاز لى فلان) (অমুক আমাকে অনুমতি দিয়েছেন)

www.waytojannah.com

(২) জায়েয : ইজাযাহ (অনুমতি) এর সাথে সাথে এমন শব্দ ব্যবহার করাও জায়েয, যা সামা ও কিরাআতের ইঙ্গিত বহন করে। যেমন (حدثنا اجازة) অমুক রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়ে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথবা (أخبرنا اجازة) অমুক রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়ে আমাদের নিকট খবর দিয়েছেন।

(৩) মুতা আখখিরীনদের পরিভাষা : নবীন মুহাদ্দিসীনে কিরাম এজন্য আম্বাআনা (أنبأنا) শব্দ সুনির্দিষ্ট করেছেন। আলভিজাযাহ (الوجازة)[১৫৩] গ্রন্থকার এ নীতি অনুসরণ করেছেন।

৪. আলমুনাওয়ালা (المناولة)[১৫৪]

(ক) প্রকারভেদ : মুনাওয়ালা দু'প্রকার।

(১) অনুমতিসহ মুনাওয়ালা (مقرونة بالإجازة)

সাধারণ ইজাযাত-এর প্রকারভেদের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ স্তরের। এর স্বরূপ এই যে, উস্তাদ তাঁর ছাত্রকে কিতাব দিয়ে বলবেন,

هذا روايتي عن فلان فاروه عني -

এটা আমার রিওয়ায়াত যা আমি অমুকের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। তুমি আমার থেকে এটা রিওয়ায়াত কর। অতঃপর সেটি ঐ ছাত্রের নিকটই মালিকানা, অথবা রিওয়ায়াতের জন্য গচ্ছিত হিসেবে থেকে যায়।

(২) অনুমতি বিহীন মুনাওয়ালা (مجردة عن الإجازة)

এর স্বরূপ এই যে, উস্তাদ তাঁর ছাত্রকে শুধু একথা বলে কিতাব হস্তান্তর করবেন, (هذا سماعي) এটা আমার শ্রুত রিওয়ায়াত।

(খ) হুকুম

(১) অনুমতিসহ মুনাওয়ালাহ : (مقرونة بالإجازة) এরূপ রিওয়ায়াত জায়েয। অবশ্য এর মর্যাদা সামা (উস্তাদের নিকট থেকে শুনা) এবং আলকিরাআতু আলাশ শাইখ (উস্তাদের সামনে পাঠ করা)-এর চেয়ে নিম্নতর।

(২) অনুমতিবিহীন (المجردة عن الإجازة)

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এরূপ রিওয়ায়াত বৈধ নয়।

---

১৫৩. আলভিজাযাহ (الوجازة) গ্রন্থকারের পুরো নাম হলো আবুল আব্বাস ওয়ালীদ ইবনে বাকর আলমা'মারী, আর তাঁর গ্রন্থের পূর্ণ নাম হলো আল ভিজাযাতু ফী তাজভিযিল ইজাযাহ। (الوجازة في تجويز الاجازة)

১৫৪. কোন উস্তাদ কর্তৃক তাঁর ছাত্রকে কোন একটি গ্রন্থ কিংবা সহীফাহ প্রদান করে ঐ গ্রন্থ কিংবা সহীফার হাদীসসমূহ রিওয়ায়াত করার অনুমতি প্রদান করাকে আলমুনাওয়ালা বলা হয়।

www.waytojannah.com

Contents

(গ) রিওয়ায়াতের নির্দিষ্ট শব্দাবলী

(১) উত্তম : মুনাওয়ালাহ যদি অনুমতিসহ হয় তাহলে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ ব্যবহার করা উত্তম। (ناولنى) আমাকে রিওয়ায়াতসমূহ প্রদান করা হয়েছে। অথবা (اجازلى) আমাকে রিওয়ায়াত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

(২) জায়েয : অবশ্য মুনাওয়ালাহ শব্দ উল্লেখের সাথে এমন শব্দাবলী ব্যবহার করাও জায়েয, যা সামা ও কিরাআতের ইঙ্গিত বহন করে। যেমন, (حدثنا مناولة) গ্রন্থসহ আমাদের নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, অথবা (أخبرنا مناولة واجازة) গ্রন্থ ও অনুমতিসহ আমাদের নিকট খবর দিয়েছেন।

৫. আলকিতাবাত

(ক) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, কোন উস্তাদ তাঁর শ্রুত রিওয়ায়াতসমূহ উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত ছাত্রদের জন্য নিজে লিখে দেবেন, অথবা নির্দেশের মাধ্যমে অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে দেবেন।

(খ) প্রকারভেদ : এটাও দু'প্রকার।

(১) অনুমতিসহ (مقرونة بالإجازة) : যেমন–

(أجزتك ما كتبت لك أو اليك) আমি তোমার জন্য অথবা তোমার নিকট যা লিখে দিয়েছি তা রিওয়ায়াত করার অনুমতি দিয়েছি।

(২) অনুমতি বিহীন (مجردة عن الإجازة) : যেমন–কোন উস্তাদ কিছু হাদীস লিখে তাঁর ছাত্রের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তা রিওয়ায়াত করার অনুমতি লিখে দেননি।

(গ) হুকুম

(১) কিতাবাত (লিখা) যদি অনুমতিসহ হয় তবে এরূপ রিওয়ায়াত সহীহ্। শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে এটা অনুমতিসহ মুনাওয়ালার মতই।

(২) আর অনুমতি বিহীন কিতাবাত (লিখা) (المجردة عن الإجازة) সম্পর্কে কোন কোন মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত হলো– এরূপ রিওয়ায়াত সহীহ্ নয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীস বিশেষজ্ঞরা একে জায়েয মনে করেন। হাদীসবেত্তাদের নিকট এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা, তাঁদের মতে হাদীস লিখে পাঠিয়ে দেওয়া মানে, তা রিওয়ায়াত করার অনুমতি দেওয়া।

www.waytojannah.com

(ঘ) লিখা সনাক্ত করার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন আছে কি?

(১) লিখা (হস্তলিপি) সনাক্ত করার জন্য কেউ কেউ সাক্ষীর শর্তারোপ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হলো পরস্পরের হস্তলিপির মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। তবে এটি একটা দুর্বল অভিমত।

(২) আবার কারো কারো অভিমত হলো যার নিকট লেখা হয়েছে, তিনি যদি লেখকের হস্তলিপি চিনতে পারেন, সেটাই যথেষ্ট। (এর জন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।) কেননা, এক ব্যক্তির হস্তলিপির সাথে অন্য ব্যক্তির হস্তলিপির হুবহু মিল কখনো থাকে না। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

(ঙ) রিওয়ায়াতের নির্দিষ্ট শব্দাবলী

(১) কিতাবাত শব্দ উল্লেখ থাকা। যেমন- (كتب الى فلان) (অমুক আমার নিকট লিখেছেন।)

(২) কিতাবাত এর সাথে সামা (শুনা) অথবা কিরাআত (পাঠ করা) বুঝা যায়, এরূপ শব্দ উল্লেখ থাকা। যেমন (حدثنى فلان كتابة) (অমুক লিখিতভাবে আমার নিকট হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন) অথবা (أخبرنى فلان كتابة) অমুক লিখিতভাবে আমার নিকট খবর দিয়েছেন)

৬. আল ইলাম (الإعلام)

(ক) রূপরেখা : উস্তাদ কর্তৃক ছাত্রদেরকে এরূপ খবর প্রদান করা যে, এ হাদীসটি অথবা এ কিতাবটি আমার শ্রুত।

(খ) হুকুম : ইলাম-এর রিওয়ায়াত প্রসংগে আলিমগণের দু'টো মত পরিলক্ষিত হয়।

(১) বৈধ : হাদীস, ফিক্‌হ এবং উসূলে ফিক্‌হর অধিকাংশ ইমাম এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

(২) অবৈধ : একাধিক মুহাদ্দিসীনে কিরাম এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এ মতটি গ্রহণ করেছেন। আর এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, উস্তাদ তাঁর রিওয়ায়াত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তা বর্ণনার অনুমতি প্রদান না করায় তাতে ত্রুটির আশঙ্কা থেকে যায়। তবে হ্যাঁ যদি উস্তাদ রিওয়ায়াত করার অনুমতি দেন তবে সেই রিওয়ায়াত করা বৈধ।

(গ) রিওয়ায়াতের শব্দাবলী : এ ধরনের বর্ণনায় (أعلمنى شيخى بكذا।) আমাকে আমার উস্তাদ এরূপ বর্ণনা করেছেন বলা হয়ে থাকে।

www.waytojannah.com

৭. আলওয়াসিয়্যাত (الوصية)

(ক) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, উস্তাদ কর্তৃক তাঁর মৃত্যুর সময় অথবা সফরের প্রাক্কালে কাউকে তাঁর রিওয়ায়াত সম্বলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোন একটি গ্রন্থ সম্পর্কে ওয়াসিয়্যাত করা।

(খ) হুকুম

(১) বৈধ : এটা কোন কোন সালফে সালিহীনের অভিমত। তবে এই অভিমত সঠিক নয়। কেননা, উস্তাদ তাঁকে শুধু কিতাব সম্পর্কে ওয়াসিয়্যাত করেছেন, রিওয়ায়াত সম্পর্কে নয়।

(২) অবৈধ : অর্থাৎ এরূপ রিওয়ায়াত জায়েয নয় আর এটাই সঠিক অভিমত।

(গ) রিওয়ায়াতের শব্দাবলী : যেমন–বলা হয়ে থাকে (اوصى الى فلان بكذا) আমাকে অমুক এরূপ ওয়াসিয়্যাত করেছেন অথবা (حدثنى فلان وصية) অমুক ওয়াসিয়্যাত রূপে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮.আলভিজাদাহ (الوجادة) : ওয়াও 'و' অক্ষরের নীচে যের সহ। ওয়াজাদা (وجد) এর মাসদার। এ মাসদারটি আরবী ভাষায় সাধারণত ব্যবহৃত হয় না।

(ক) রূপরেখা : এর স্বরূপ এই যে, কোন ছাত্র তাঁর উস্তাদের হাতের লেখা এমন কিছু হাদীস পেয়েছেন, যা তিনি রিওয়ায়াত করতেন। আর ঐ ছাত্র এ রিওয়ায়াতগুলো চিনতেও পেরেছেন। কিন্তু এ রিওয়ায়াতগুলো তিনি তাঁর উস্তাদ থেকে শুনেননি এবং তা রিওয়ায়াত করার অনুমতিও লাভ করেননি।

(খ) হুকুম : এরূপ রিওয়ায়াত মুনকাতি-এর একটি প্রকার। অবশ্য এর মধ্যে মুত্তাসিল-এর একটি প্রকারও রয়েছে।

(গ) রিওয়ায়াতের শব্দাবলী : যেমন– এরূপ বলা (وجدت بخط فلان) (আমি অমুকের লিখিত রিওয়ায়াত পেয়েছি) অথবা (قرأت بخط فلان كذا) আমি অমুকের লিখিত রিওয়ায়াত এভাবে পাঠ করেছি। অতঃপর সনদ ও মতন বর্ণনা করে যাওয়া।

www.waytojannah.com

Contents

তৃতীয় পাঠ

হাদীস লিখন, সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন[১৭৮]

১. হাদীস লিপিবদ্ধ করণের হুকুম : হাদীস লিপিবদ্ধ করণের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

(ক) তাঁদের কেউ কেউ তা অপছন্দ করেছেন : এঁদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)।

(খ) আবার কেউ কেউ বৈধ মনে করেছেন : এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আনাস ও উমর ইবনে আবদুল আযীয ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম (রা)।

(গ) অতঃপর এঁরা সকলেই হাদীস লিপিবদ্ধ করণ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত হন এবং মতবিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেননা, হাদীস গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত না হলে, পরবর্তী যুগে বিশেষ করে আমাদের যুগে বিনষ্ট হয়ে যেত।

২. মতবিরোধের কারণ : হাদীস লিপিবদ্ধকরণের বিষয়ে মতবিরোধের কারণ হলো এতদসংক্রান্ত পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত হওয়া।

(ক) নিষেধাজ্ঞা : ইমাম মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, لا تكتبوا عنى شيئا الا القران ـ ومن كتب عنى شيئا غير القران فليمحه ـ

আমার থেকে কুরআন ছাড়া কোন কথা লিখো না। আর কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে অন্য কিছু কেউ লিখে থাকলে তা মুছে ফেল।

(খ) অনুমতির হাদীস : ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, (اكتبوا لأبى شاه) আবূ শাহ্ (রা) এর জন্য এটা লিখে দাও।

এভাবে হাদীস লেখার বৈধতা প্রসংগে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-কে হাদীস লেখার অনুমতি প্রদান।

৩. সমন্বয় সাধন : হাদীস বিশেষজ্ঞগণ নিষেধাজ্ঞা ও অনুমতির হাদীসের মধ্যে কয়েক প্রকারে সমন্বয় সাধন করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি হলো,

(ক) কোন কোন আলিমের অভিমত : ঐসব লোকদেরকে হাদীস লেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যাঁদের পক্ষে হাদীস ভুলে যাওয়ার আশংকা ছিল। আর

১৭৮. এখানে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। কেননা, বর্তমানে গবেষণা ও বিশ্লেষণের জন্য কাওয়ায়িদ ও উসূলে হাদীসের অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আর এসব বিশ্লেষণ শুধু এ বিষয়ের ঐ সব গবেষকদের জন্য যাঁরা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পরিভাষা সম্পর্কে অবহিত হতে চান।

www.waytojannah.com

Contents

নিষেধাজ্ঞা ঐসব লোকদের জন্য ছিল, যাদের পক্ষে হাদীস ভুলে যাওয়ার আশংকা ছিল না কিন্তু এ ভয় ছিল যে এরা হাদীস লিখে নিলে তার উপরই নির্ভর করবে।

(খ) আবার কোন কোন আলিম এমত প্রকাশ করেছেন : নিষেধাজ্ঞা তখন আরোপ করা হয়েছিল, যখন কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সংমিশ্রণের আশংকা ছিল। এ আশংকা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর লেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নিষেধাজ্ঞার হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে।

৪. হাদীস লেখকের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় কি?

হাদীস লেখকের জন্য উচিৎ তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ও হিম্মত হাদীস সংরক্ষণ ও তা বিশ্লেষণের ব্যাপারে এমনভাবে নিয়োগ করবেন, যাতে তাঁর[১৭৯] লিখন পদ্ধতি ও নুক্তা সমূহ পাঠকের নিকট সন্দেহমুক্ত ভাবে প্রকাশ পায় আর কঠিন শব্দসমূহে বিশেষ করে নাম সমূহে হারাকাত দিতে হবে। কেননা এছাড়া নামের পূর্বাপরের শব্দসমূহ দ্বারা সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না। তাঁর লেখা স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ লেখার রীতি-নীতি অনুযায়ী হতে হবে। আর তিনি তাঁর নিজস্ব লেখাতে এমন কোন বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করবেন না যে সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা অবগত নয়। এ বিষয়েও তাঁর বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত- যখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখিত হবে, তখনই তাঁর প্রতি দরূদ ও সালামের শব্দাবলী লিখতে হবে। আর তাঁর নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হওয়াতে বিরক্তিবোধ করা যাবে না। মূল কপির রিওয়ায়াতে দরূদ অসম্পূর্ণ থাকলে, তা হুবহু অনুসরণ না করে বরং সম্পূর্ণ দরূদ লেখা উচিত। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নামের সাথেও তাঁর সানা ও তাসবীহ, যেমন আয্যা ওয়া জাল্লা (عز وجل) উল্লেখ করা দরকার। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম এবং আলিমগণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রাহিমাহুল্লাহ তা'আলা আনহু ব্যবহার করতে হবে। দরূদ ও সালামের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত তথা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা অনুচিত। যেমন– (ص) (সা) কিংবা (صلعم) সালআম না লেখে বরং প্রত্যেকবারই এর পূর্ণাঙ্গ শব্দ (صلى الله عليه وسلم) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখা উচিত।

৫. মিলিয়ে দেখা ও এর পদ্ধতি : লেখা শেষ করার পর হাদীস লেখকের কর্তব্য হলো, তাঁর উস্তাদের[১৮০] মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখা। তিনি ঐ হাদীস অনুমতির মাধ্যমে উস্তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকলেও তা করা আবশ্যক।

মিলিয়ে দেখার পদ্ধতি এই যে, ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ই উভয়ের কিতাব (মূল ও অনুলিপি)গভীর মনোযোগের সাথে শুনবে। অন্য কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে পাঠ

১৭৯. যবর, যের ও পেশকে হারাকাত বলা হয়। (অনুবাদক)।

১৮০. অর্থাৎ উস্তাদের ঐ মূল কপি যেখান থেকে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন।

www.waytojannah.com

করালে অথবা তার পরে মিলিয়ে দেখলেও চলবে। এভাবে কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসের পক্ষ থেকে মূল কপির সাথে অনুলিপি মিলিয়ে দেখাও যথেষ্ট।

৬. হাদীস লিখনের কতিপয় সাংকেতিক পরিভাষা : হাদীস গ্রন্থসমূহে সাধারণত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কতিপয় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো নিম্নরূপ,

(ক) হাদ্দাসানা (حدثنا) এর জন্য সানা (ثنا) অথবা না (نا)।

(খ) আখবারানা (أخبرنا) এর জন্য আনা (أنا) অথবা আরানা (أرنا)।

(গ) তাহবীলুল ইসনাদ (تحويل الإسناد) অর্থাৎ এক সনদ থেকে আরেক সনদে পরিবর্তন এর জন্য সাংকেতিক চিহ্ন হলো হা (ح) পাট করার সময় একে (حا) উচ্চারণ করা হয়ে থাকে।

(ঘ) মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও গ্রন্থকারদের অভ্যাস এই যে, তাঁরা সংক্ষিপ্ত করার জন্য সনদের মধ্যাংশ থেকে 'কালা' (قال) শব্দটি উহ্য করে দেন। কিন্তু পাঠকের উচিত 'কালা' (قال) শব্দটি উচ্চারণ করে পাঠ করা। যেমন, মুহাদ্দিসীনে কিরাম এভাবে সনদ লিখেন, حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك - (হাদ্দাসানা আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আখবারানা মালিক)। এ বাক্যটি পাঠকের এভাবে পড়া উচিত قال أخبرنا مالك - (কালা আখবারানা মালিক)।

এভাবে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সনদের শেষাংশ থেকে আন্নাহু (أنه) শব্দটিকেও উহ্য করা হয়ে থাকে। যেমন, عن ابى هريرة قال (আন্ আবী হুরাইরাতা কালা) বলা হয়ে থাকে। এ বাক্যটি পাঠকের এভাবে পড়া উচিত। عن ابى هريرة أنه قال (আন আবী হুরাইরা আন্নাহু কালা) যাতে আরবী ব্যাকরণ ও ইরাব অনুযায়ী বাক্যটি বিশুদ্ধ হয়।

৭. হাদীস সংগ্রহের জন্য সফর : আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ ইলমে হাদীস সংরক্ষণের জন্য যে সমস্ত সাধনা করেছেন, তার দৃষ্টান্ত নযীর বিহীন। হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁদের গভীর মনোযোগ, অক্লান্ত সাধনা এবং যে পরিমাণ সময় তাঁরা ব্যায় করেছেন তা কল্পনাতীত। তাঁদের নিয়ম ছিল এই যে, প্রথমে তাঁরা নিজ শহরে অবস্থিত উস্তাদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করতেন অতঃপর ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী শহর পরিভ্রমণ করে সেখানকার উস্তাদদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করতেন। তাঁরা হাদীস সংগ্রহের এসব সফরের কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশা সন্তুষ্ট চিত্তে বরণ করে নিতেন। খতীব বাগদাদী এ বিষয়ের উপর একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

এর নাম দিয়েছেন, আর রিহলাতু ফী তালাবিল হাদীস (الرحلة فى طلب الحديث)। এ গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং তাবিঈ ও পরবর্তী লোকদের হাদীস সংগ্রহের জন্য সফরের এমনসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা সত্যিই মানুষকে আশ্চর্যান্বিত করে তোলে। যার ঐসব ঘটনা জানবার আগ্রহ রয়েছে তাঁর এ গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করা উচিত।

৮. বিভিন্ন প্রকার হাদীস গ্রন্থ : যিনি ইলমে হাদীসের গ্রন্থ প্রণয়নে সক্ষম তাঁর একাজে এগিয়ে আসা উচিত। তাঁর কাজ হবে বিভিন্ন বিষয়কে একত্রিত করা, কঠিন শব্দ সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। অবিন্যস্ত গ্রন্থকে সুবিন্যস্ত করা। সূচিপত্রহীন গ্রন্থের এরূপ সূচিপত্র প্রণয়ন করা যাতে পাঠক অত্যন্ত সহজে এবং অল্প সময়ে হাদীস থেকে উপকৃত হতে পারেন। আর এ ব্যাপারেও সতর্কদৃষ্টি রাখা উচিত যে, তাঁর গ্রন্থ যেন সংকলন, সংরক্ষণ, সুবিন্যস্ত এবং লেখাসম্পন্ন হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত না হয়। তাঁর গ্রন্থের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পাঠক সাধারণের সুবিধাবর্ধন ও অধিক কল্যাণ। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে বিভিন্ন প্রকার হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ,

(ক) আলজামি : জামি ঐ গ্রন্থকে বলা হয়, যাতে আকাইদ, ইবাদাত, মু'আমালাত (ব্যবহারিক রীতি নীতি), সিয়ার (জীবন চরিত), মানাকিব (ফযীলাত), রিকাক, ফিতান এবং কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কীয় হাদীস অধ্যায় বিন্যাসসহ বর্ণিত হয়। **যেমন, আলজামিউস্ সহীহ লিলবুখারী** (الجامع الصحيح للبخارى)।

(খ) আলমুসনাদ : মুসনাদ ঐ গ্রন্থকে বলা হয়, যাতে প্রত্যেক সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিষয় বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়ে থাকে। যেমন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থ

(مسند الإمام احمد بن حنبل)।

(গ) আস্সুনান : সুনান হাদীসের ঐ গ্রন্থকে বলা হয়, যা ফিক্হ গ্রন্থের অনুরূপ অধ্যায়ে রচিত ও সুবিন্যস্ত। এসব গ্রন্থ শরীআতের আহকাম(বিধি-বিধান) বের করার ক্ষেত্রে ফকীহদের জন্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। জামি এবং সুনানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সুনান গ্রন্থে আকাইদ, সীরাত এবং মানাকিব ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা নেই বরং এতে শুধু আহকাম তথা শরীআতের বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়ে থাকে। যেমন, সুনানে আবী দাউদ (سنن ابى داود)।

(ঘ) আল-মু'জাম : মু'জাম ঐ গ্রন্থকে বলা হয় যাতে গ্রন্থকার তাঁর উস্তাদের নামানুসারে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী হাদীস সন্নিবেশিত করেন। যেমন, তাবারানী

www.waytojannah.com

সংকলিত তিন খানা গ্রন্থ। আল্‌মু'জামুল কাবীর (المعجم الكبير) আল মু'জামুল আওসাত (المعجم الأوسط) ও আল মু'জামুস সাগীর (المعجم الصغير)।

(ঙ) আলইলাল (العلل) : ইল্লাত তথা ত্রুটির বিবরণসহ মালূল হাদীস (ত্রুটিপূর্ণ হাদীস) সম্বলিত গ্রন্থকে কিতাবুল ইলাল বলা হয়ে থাকে। যেমন, ইবনে আবী হাতিম রচিত ইলাল গ্রন্থ (العلل لابن أبى حاتم) এবং দারাকুতনী রচিত ইলাল গ্রন্থ (العلل لدار قطنى)।

(চ) আলআজ্‌যা (الاجزاء) : জুযউ (جزء) ঐ ছোট্ট পুস্তিকাকে বলা হয়, যাতে হাদীসের রাবীদের মধ্য থেকে কোন একজন রাবীর রিওয়ায়াতসমূহ একত্রিত করা হয়। অথবা কোন একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়। যেমন, ইমাম বুখারী (র) রচিত জুযউ রাফই ইয়াদাইন ফিস্‌সালাত

(جزء رفع يدين فى الصلاة للبخارى)।

(ছ) আল আত্‌তরাফ (الاطراف) : ঐ গ্রন্থকে বলা হয়, যাতে হাদীসের এমন একটা অংশ উল্লেখ করা হয় যদ্দারা তার অন্যান্য অংশ বুঝা যায় অতঃপর এর প্রত্যেকটি মতনের সনদসমূহও উল্লেখ করা হয় চাই এটা আম (সাধারণ) হোক, অথবা কোন কিতাবের রিওয়ায়াতের সাথে নির্দিষ্ট হোক। যেমন মাযযী রচিত আল আশরাফু বিমারিফাতিল আতরাফ (الاشراف بمعرفة الأطراف للمزى)।

(জ) আল মুস্‌তাদ্‌রাক : মুসতাদরাক ঐ কিতাবকে বলা হয় যাতে ঐসব হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়, যা কোন ইমামের শর্তানুযায়ী উত্তীর্ণ। কিন্তু তিনি সেসব রিওয়ায়াত সংকলন করেননি। যেমন, আবু আবদুল্লাহ হাকিম রচিত আলমুসতাদরাক আলাস সহীহাইন (المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله الحاكم)।

(ঝ) আলমুসতাখরাজ : মুসতাখরাজ ঐ গ্রন্থকে বলা হয়, যাতে গ্রন্থকার কোন কিতাবের হাদীসসমূহ তাঁর নিজস্ব সনদে প্রথম গ্রন্থকারের পদ্ধতি ব্যতীত ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে রিওয়ায়াত করেন। এতে কখনো তাঁর উস্তাদ অথবা তাঁর উপরের উস্তাদের অবলম্বনকৃত পদ্ধতির সাথে মিল হয়ে যায়। যেমন, আবূ নাঈম ইস্পাহানী রচিত আলমুসতাখরাজ আলাস সাহীহাইন

(المستخرج على الصحيحين لأبى نعيم الاصبحانى)।

www.waytojannah.com

চতুর্থ পাঠ
হাদীস রিওয়ায়াতের পদ্ধতি

১. শিরোনামের অর্থ : হাদীস রিওয়ায়াতের পদ্ধতি মানে রাবীর ঐ অবস্থা ও পদ্ধতির বিবরণ, যা অবলম্বন করে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন। আর এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঐ সব গুণাবলীও এর অন্তর্ভুক্ত যা একজন রাবীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা উচিত। পূর্বের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। বাকী আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো :

২. মুখস্থকরণ ছাড়া রাবীর জন্য তাঁর কিতাব থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা বৈধ কি?

এ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আবার কেউ উদারতা প্রদর্শন করেছেন। আবার কেউ কেউ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন।

(ক) মুতাশাদ্দিদুন (متشددون) : কঠোরতা অবলম্বন কারীদের মতানুযায়ী মুখস্থকরণ ছাড়া কোন রাবীর রিওয়ায়াত দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা ইমাম মালিক, আবূ হানীফা ও আবু বকর আসসাইদালানী আশশাফিয়ী (র) প্রমুখের অভিমত।

(খ) মুতাসাহিলূন (متساهلون) : উদারপন্থিগণ ইলমে হাদীসের মূল নীতির মানদণ্ডে যাঁচাই বাছাই করা ছাড়াই পাণ্ডুলিপি থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এদের মধ্যে ইবনে লুহাইয়া (لهيعة)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

(গ) মু'তাদিলুন (معتدلون) : অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের অভিমত হলো, রাবীর মধ্যে যদি হাদীস গ্রহণ ও মূল গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখার ঐসব শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে তাহলে মুখস্থ ছাড়াই কিতাব থেকে রিওয়ায়াত বৈধ। কিছু সময়ের জন্য যদি কিতাবখানা তাঁর হস্তচ্যুত হয় আর তাঁর যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, কিতাবখানা অপরিবর্তিত রয়েছে। বিশেষত তিনি যদি এমন ব্যক্তি হন, যিনি সাধারণত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন তাহলে তাঁর মুখস্থ না থাকলেও সে কিতাব থেকে রিওয়ায়াত করা জায়েয।

৩. অন্ধ রাবীর রিওয়ায়াতের হুকুম : এমন কোন অন্ধ রাবী যিনি হাদীস শুনে মুখস্থ করতে সক্ষম নন। তিনি যদি তাঁর সংরক্ষিত ও শ্রুত হাদীস লেখার জন্য কোন সিকাহ্ রাবীর সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট ঐ হাদীস পাঠ করার সময় তিনি যদি

www.waytojannah.com

এরূপ সতর্ক থাকেন যে, তা রদ বদলের আশঙ্কা মুক্ত হয়। তাহলে অধিকাংশ **মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে তাঁর রিওয়ায়াত সহীহ্ হিসেবে গণ্য। এবং তাঁর অবস্থা** ঐ নিরক্ষর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যিনি মুখস্থ করতে পারেন না।

৪. অর্থগতভাবে (শাব্দিক নয়) হাদীস রিওয়ায়াত ও তার শর্তাবলী : অর্থগতভাবে হাদীস রিওয়ায়াত (روايت الحديث بالمعنى) করা প্রসংগে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো নিকট এটা বৈধ আর কারো নিকট অবৈধ।

(ক) মুহাদ্দিসীনে কিরাম, ফিক্হবিদ ও উসূলবেত্তাদের একটি দল একে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এঁদের মধ্যে ইবনে সীরীন ও আবু বাকর আররাযীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(খ) অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম, ফিক্হবিদ ও উসূলবেত্তাগণ এর বৈধতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রখ্যাত চার ইমাম, ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ (র)ও রয়েছেন। তবে শর্ত হলো হাদীসের অর্থ সম্পর্কে রাবীর দৃঢ় জ্ঞান থাকতে হবে।

এছাড়াও রিওয়ায়াত বিলমা'না (অর্থগত রিওয়ায়াত) বৈধ হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্তকারী আলিমগণ নিম্নোক্ত শর্তারোপ করেছেন,

(১) হাদীসের শব্দাবলী ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে রাবীর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

(২) শব্দের অর্থের পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁকে বিশেষভাবে অবহিত থাকতে হবে।

উপরিউক্ত কথাগুলো শুধু মৌখিক রিওয়ায়াতের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু কোন গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে রিওয়ায়াত বিল মা'না কিংবা সমার্থক শব্দাবলীর পরিবর্তনও জায়েয নেই। কেননা, রিওয়ায়াত বিলমা'না (অর্থ রিওয়ায়াত) একটা বিশেষ প্রয়োজনে বৈধ। যখন রাবীর স্মৃতিশক্তি থেকে কোন শব্দ হারিয়ে যায় তখন তিনি অর্থ ঠিক রেখে শব্দ পরিবর্তন করে হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন। কিন্তু হাদীসসমূহ গ্রন্থবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর রিওয়ায়াত বিল মা'নার এ প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণে রিওয়ায়াত বিলমা'না হাদীস বর্ণনাকারীর উচিত হাদীস বর্ণনা শেষে এরূপ বাক্য বলা, আও কামা কালা (او كما قال) অথবা তিনি যেরূপ বলেছেন অথবা নাহওয়াহু (او نحوه) অথবা শাববাহাহু (او شبه) অথবা তিনি অনুরূপ বলেছেন) ইত্যাদি।[১৮১]

১৮১. বর্তমান যুগেও কোন ওয়ায নাসীহাতের মাহফিলে হাদীস বর্ণনা করা হলে তার শেষে আও কামা কালা আলাইহিস সালাম (او كما قال عليه السلام) বাক্যটি বলা উচিত। যাতে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল-ত্রুটি কিংবা শব্দের পরিবর্তন হলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।(অনুবাদক)

www.waytojannah.com

Contents

৫. হাদীস পাঠে ভুল ত্রুটির কারণ : হাদীস পাঠে ভুল-ত্রুটির কারণ প্রধানত দু'টো। আর তা হলো,

(ক) আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা : হাদীস অন্বেষণকারীর অবশ্য কর্তব্য হলো, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণগত জ্ঞান হাসিল করা যাতে হাদীস পাঠে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি না হয়। খতীব বাগদাদী হাম্মাদ ইবনে সালামাহ থেকে একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন,

مثل الذى يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها ـ

ঐ হাদীস অন্বেষণকারী, যিনি ইলমে নাহু সম্পর্কে অবগত নন তাঁর উদাহরণ ঐ গাধার ন্যায় যার গলায় থলে ঝুলানো আছে, কিন্তু তাতে যব নেই।[১৮২]

(খ) শুধু গ্রন্থ ও সহীফাহ্ থেকে হাদীস গ্রহণ করা এবং উস্তাদ থেকে হাদীস গ্রহণ না করা :

উস্তাদ থেকে হাদীস গ্রহণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে যে, একটি অন্যটির চেয়ে অধিক শক্তিশালী। পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি হচ্ছে উস্তাদের নিকট থেকে শোনা (السماع من لفظ الشيخ) অথবা উস্তাদের সামনে পাঠ করা (القراءة على الشيخ)।

সুতরাং ইলমে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য হলো, কোন অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আলিম থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস শ্রবণ করা যাতে তা ভুল-ত্রুটি মুক্ত থাকে। এভাবে হাদীস অন্বেষণকারীর জন্য এটাও উচিৎ নয় যে, তিনি কোন গ্রন্থ অথবা সহীফাহ্ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে তা কোন উস্তাদের নামে চালিয়ে দেবেন। কেননা তাতে অধিক ভুল-ত্রুটির আশঙ্কা থাকে। এজন্য প্রাচীন আলিমগণ বলেছেন, لا تأخذ القران من مصحفى ولا الحديث من صحفى ـ

ঐ লোকদের থেকে তোমরা কুরআন-হাদীস গ্রহণ করো না, যারা শুধু গ্রন্থ অথবা সহীফাহ্ থেকে কুরআন হাদীস শিক্ষা করে এবং কোন উস্তাদের সাহায্য না নেয়।[১৮৩]

---

১৮২. তাদরীবুর রাবী ২য় খ. পৃ. ১০৬।

১৮৩. 'মুসহাফী (مصحفى) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মাসহাফ থেকে কুরআন গ্রহণ করেন এবং উস্তাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করেন না। আর যিনি সহীফাহ (পুস্তিকা) থেকে হাদীস গ্রহণ করেন এবং উস্তাদের নিকট পাঠ করেন না, তাকে বলা হয় সুহফী (صحفى)।

www.waytojannah.com

গারীবুল হাদীস

১. সংজ্ঞা

ক. আভিধানিক অর্থ

الغريب فى اللغة هو البعيد عن أقاربه ـ والمراد به هنا الألفاظ التى خفى معناها ـ قال صاحب القاموس : غرب ككرم ـ غمض وخفى ـ

নিকট থেকে দূরে চলে যাওয়াকে আভিধানিক অর্থে গারীব বলা হয়ে থাকে। এখানে অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দকে গারীব বলা হয়েছে। আলকামূস প্রণেতা লিখেছেন, বাবেকারুমা (كرم) থেকে গারুবা (غرب) অর্থ-অস্পষ্ট ও অপ্রকাশ্য।[১৮৪]

(খ) পারিভাষিক অর্থ

هو ما وقع فى متن الحديث من لفظه غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها ـ

হাদীসের মতনের মধ্যে এমন কোন অস্পষ্ট শব্দ পরিলক্ষিত হওয়া, যা স্বল্প ব্যবহৃত হওয়ার কারণে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়।

২. গুরুত্ব : এটা একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে অজ্ঞতা মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট একটা নিন্দনীয় কাজ। তবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা খুবই কঠিন কাজ। কেননা এ বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করতে হয়। তাঁকে এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলতে হয় যাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অমীয় বাণীর ব্যাখ্যা শুধুমাত্র ধারণা প্রসূত না হয়। এ কারণে সালফে সালিহীন এ ব্যাপারে সতর্কতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

৩. উত্তম ব্যাখ্যা : এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো অনুরূপ আর একটি রিওয়ায়াত যাতে এর বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, রোগীর নামায সম্পর্কে ইমরান ইবনে হুসাইন (হাসীন) (রা) থেকে একটা হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ـ

নামায দাঁড়িয়ে আদায় কর। দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে আদায় কর। বসতেও সক্ষম না হলে একদিকে কাত হয়ে আদায় কর।[১৮৫]

---

১৬১. আল কামূস ১ম খ. পৃ. ১১৫।

১৮৫. সহীহ্ বুখারী।

www.waytojannah.com

উল্লেখিত হাদীসের আলা জানবিন (على جنب) এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে আলী (রা)-এর হাদীস– على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ـ ডান দিকে কাত হয়ে কিবলার দিকে মুখ করে।[১৮৬]

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) গারীবুল হাদীস : প্রণেতা আবূ উবাইদ আলকাসিম ইবনে সালাম।

غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام ـ

(খ) আন্‌নিহায়া ফী-গারীবিল হাদীস ওয়াল আছার : প্রণেতা ইবনেল আছীর। এটা এ বিষয়ের সর্বোত্তম গ্রন্থ।

النهاية فى غريب الحديث والأثر : لإبن الأثير ـ

(গ) আদ্‌দুররুননাসীর : প্রণেতা ইমাম সুয়ূতী। এটা নিহায়াহ্ গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। الدر النثير للسيوطى ـ

(ঘ) আলফায়িক : প্রণেতা আল্লামা যামাখশারী। الفائق للزمخشرى

১৮৬. সুনানে দারা কুতনী।

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
রিওয়ায়াতের আদাব (সঠিক নিয়ম পদ্ধতি)

প্রথম পাঠ : মুহাদ্দিস এর আদাব বা গুণাবলী
দ্বিতীয় পাঠ : হাদীস শিক্ষার্থীর আদাব বা গুণাবলী

প্রথম পাঠ
মুহাদ্দিস এর আদাব বা গুণাবলী

১. ভূমিকা : যেহেতু ইলমুল হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত থাকা, আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য নিবেদিত আমল সমূহের মধ্যে একটা সর্বোত্তম আমল এবং পেশার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পেশা। সেহেতু যিনি এ মহান কাজে জড়িত এবং এর প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত তাঁর উত্তম স্বভাব ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি মানুষকে যা শিক্ষা দেন তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও দৃষ্টান্ত তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকতে হবে। অপরকে সৎকাজের আদেশের পূর্বে নিজে তার উপর আমল করবেন, এটাই প্রত্যাশিত।

২. মুহাদ্দিস এর জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী

(ক) বিশুদ্ধ ও খাঁটি নিয়ত। তাঁর হৃদয়-মন পার্থিব লক্ষ্য উদ্দেশ্য, যেমন নেতৃত্বলাভ অথবা খ্যাতি অর্জন থেকে পবিত্র হবে।

(খ) তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস প্রচার ও প্রসার করা। আর তার উদ্দেশ্য হবে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর কাছ থেকে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তি।

(গ) ইল্‌ম অথবা বয়সে তাঁর চেয়ে বড় ও উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করবেন না।

(ঘ) তাঁর নিকট হাদীস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হলে, তিনি তাঁর সঠিক জবাব দেবেন। আর সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান না থাকলে তিনি এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান তাঁকে দেবেন, যাঁর কাছে বিষয়টির সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে।

(ঙ) কারো নিয়ত বিশুদ্ধ নয় মনে করে তাঁর নিকট হাদীস রিওয়ায়াত থেকে বিরত থাকা ঠিক নয়। বরং তাঁর নিয়তের বিশুদ্ধতা কামনা করা উচিত।

(চ) সমর্থ ও যোগ্যতা থাকলে হাদীস লিখানো ও শিক্ষা দেওয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত করা, কেননা এটা রিওয়ায়াতে হাদীস-এর সর্বোচ্চ স্তর।

www.waytojannah.com

৩. দরসে হাদীসের মজলিসে বসার আদব সমূহ

(ক) পাক-পবিত্র হয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে এবং ভালভাবে দাঁড়ি আঁচড়িয়ে আদব ও মর্যাদার অনুভূতি নিয়ে দরসে হাদীসের মাজলিসে বসা উচিত।

(খ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাযীমের সাথে প্রশান্ত চিত্তে অত্যন্ত ভয় ভীতির সাথে দরসে হাদীসের মজলিসে বসবে।

(গ) মজলিসে উপস্থিত সকলের উপরই সমান দৃষ্টি রাখা উচিত। কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া ঠিক নয়।

(ঘ) মজলিসের প্রারম্ভে পরিসমাপ্তিতে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর দরূদ পাঠ করা উচিত। স্থান বিশেষে দু'আ প্রার্থনা করাও দরকার।

(ঙ) এমন ব্যাখ্যা অথবা এমন হাদীস পেশ করা অনুচিত যা উপস্থিত শিক্ষার্থীরা বুঝতে অক্ষম।

(চ) বিরল কোন উপদেশ অথবা ঘটনা দ্বারা ইম্‌লা (হাদীস লিখানো) শেষ করা উচিত, যাতে হৃদয় সতেজ হয় এবং স্মৃতি শক্তির স্বচ্ছতার পাথেয় হয়।

৪. মুহাদ্দিসের বয়স : দরসে হাদীসের জন্য মুহাদ্দিসের বয়স কত হওয়া উচিত এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

(ক) এজন্য কেউ কেউ পঞ্চাশ বছর এবং কেউ কেউ চল্লিশ বছর নির্দিষ্ট করেছেন। আবার কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

(খ) বিশুদ্ধ অভিমত হলো, তিনি যখন এ কাজের যোগ্য বিবেচিত হবেন এবং যখন এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, তখন তিনি দরসে হাদীসের মজলিস অনুষ্ঠিত করতে পারবেন। তাঁর বয়স যাই হোক না কেন।

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) আলজামিউ লিআখলাকিররাবী ওয়া আদবিস সামি, প্রণেতা খতীব বাগদাদী।

الجامع لأخلاق الراوى والادب السامع للخطيب البغدادى -

(খ) জামিউ বায়ানিল ইল্‌মি ওয়া ফাদলিহি ওয়ামা ইয়াম্বাগী ফী রিওয়ায়াতিহি ওয়া হামলিহি, প্রণেতা ইবনে আবদুল বার।

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله لابن عبد البر -

www.waytojannah.com

Contents

দ্বিতীয় পাঠ
হাদীস শিক্ষার্থীর আদাব বা গুণাবলী

১. ভূমিকা : হাদীস অন্বেষণকারী বা শিক্ষার্থীর গুণাবলী দ্বারা এখানে ঐসব সুমহান গুণাবলী ও উন্নত নৈতিক চরিত্রকে বুঝানো হয়েছে, যা এ ইলমের মর্যাদার কারণেই একজন তালিবুল হাদীস (হাদীস অন্বেষণকারী)-এর মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কেননা তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস অন্বেষণকারী। এসব আদাব বা গুণাবলীর মধ্যে কিছু এমন রয়েছে যা ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আর কিছু শুধু ছাত্রের জন্য প্রযোজ্য।

২. উভয়ের জন্য প্রযোজ্য আদবসমূহ

(ক) বিশুদ্ধ ও খালিস নিয়তে হাদীস অন্বেষণ বা শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

(খ) তাঁর লক্ষ্য উদ্দেশ্য দুনিয়া অন্বেষণ তথা পার্থিব লোভ-লালসা থেকে মুক্ত হতে হবে। ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ (র) আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى - لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة -

যে ব্যক্তি পার্থিব উদ্দেশ্যে ঐ ইল্‌ম শিক্ষা করে যা দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা যায় সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধ পর্যন্ত পাবে না।

(গ) তিনি হাদীস থেকে যা কিছু শুনবেন, সে অনুযায়ী আমল করবেন।

৩. শুধু ছাত্রের জন্য প্রযোজ্য আদবসমূহ

(ক) হাদীস বুঝা ও তা সংরক্ষণের জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওফীক কামনা করতে হবে। আর তা সহজ সরল করে দেখার জন্যও তার সাহায্য ও করুণা প্রার্থনা করতে হবে।

(খ) হাদীস অধ্যয়নের কাজে তিনি পরিপূর্ণভাবে নিজকে নিয়োজিত রাখবেন এবং তা অর্জনের জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

(গ) তাঁকে তাঁর শহরের এমন উস্তাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ শুরু করতে হবে যিনি ইলমুস সনদ বিষয়ে ও দীনদার হিসেবে সবার শ্রেষ্ঠ।

(ঙ) ইলমের মর্যাদা ও এর মাহাত্ম্যের কারণে তাঁর শিক্ষক ও সতীর্থদের তা'যীম ও সম্মান করতে হবে। তাঁর উস্তাদের সন্তুষ্টির প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। আর তাঁর

www.waytojannah.com

শিক্ষকের পক্ষ থেকে কোন দুঃখ-কষ্ট আরোপিত হলে তাও দ্বিধাহীনচিত্তে বরদাশত করতে হবে।

(চ) তাঁর ভাই ও সাথীদের ঐ পথের সন্ধান দিতে হবে যে পথ অবলম্বনে তিনি উপকৃত হয়েছেন, সফলতা অর্জন করেছেন। তাঁদের কাছে কোন কিছু গোপন করা ঠিক নয়। কেননা ইলমের উপকারিতা ছাত্রদের কাছে গোপন রাখা একটা নিন্দনীয় কাজ। এতে ছাত্রদের মধ্যে অজ্ঞানতা সৃষ্টি হয়, এটা সঠিক নয়, কেননা ইলম অন্বেষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তা প্রচার ও বিস্তার করা।

(ছ) বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে তার চেয়ে কম বয়সী অথবা কম মর্যাদাসম্পন্ন উস্তাদের নিকট থেকে ইলম অর্জন কিংবা গ্রহণের ব্যাপারে লজ্জা করা অনুচিত।

(জ) হাদীস শুধু শুনা অথবা লেখাই যথেষ্ট নয়। বরং এর অন্তর্নিহিত ভাব এবং তাৎপর্য অনুধাবন করাও কর্তব্য। এটা তার নিকট কষ্টসাধ্য মনে হলেও তা করা দরকার। কেননা পরিশ্রম ছাড়া সফলতা অর্জন সম্ভব নয়।

(ঝ) হাদীস শ্রবণ, সংরক্ষণ ও বুঝার ক্ষেত্রে সহীহ বুখারী ও মুসলিমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ অধ্যয়ন করা উচিত। অতঃপর বাইহাকীর সুনানে কুবরা, এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী মুসনাদ ও জামি গ্রন্থ সমূহের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। যেমন, মুসনাদে আহমাদ এবং মুয়াত্তা-ই মালিক। ইলাল গ্রন্থের মধ্যে দারা কুতনীর কিতাবুল ইলাল। রিজাল গ্রন্থের মধ্যে ইমাম বুখারীর আত্তারীখুল কাবীর এবং ইবনে আবূ হাতিমের আলজারহু ওয়াত্তাদীল গ্রন্থ। নাম সংরক্ষণের গ্রন্থের মধ্যে ইবনে মা'কুল-এর গ্রন্থ এবং গরীবুল হাদীস-এর মধ্যে ইবনুল আছীর এর আননিহায়াহ গ্রন্থ পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করা উচিত।

www.waytojannah.com

চতুর্থ অধ্যায়
সনদ সম্পর্কীয় বিষয়াদি

প্রথম পরিচ্ছেদ : সনদের সূক্ষ্ম বিষয়াদি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাবীগণের পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ
সনদের সূক্ষ্ম বিষয়াদি

১. আল-ইসনাদুল আলী ওয়ান নাযিল (الاسناد العالى والنازل)

২. মুসাল্‌সাল (المسلسل)

৩. বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের রিওয়ায়াত (رواية الاكابر عن الاصاغر)

৪. পুত্র থেকে পিতার রিওয়ায়াত (رواية الأباء عن الابناء)

৫. পিতা থেকে পুত্রের রিওয়ায়াত (رواية الابناء عن الأباء)

৬. সমবয়সীদের পরস্পরের রিওয়ায়াত (المديح ورواية الاقران)

৭. সাবিক ও লাহিক (السابق واللاحق)

১. সনদে আলী ও নাযিল (الإسناد العالى والنازل)

১. **উপক্রমনিকা,** ইসনাদ বা সনদ হচ্ছে এ উম্মাতের জন্য একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য, যা পূর্ববর্তী অন্য কোন জাতির ছিল না। আর এটি একটি নির্ভরযোগ্য সুন্নাত বা বৈশিষ্ট্য। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো, হাদীস ও খবর বর্ণনায় এর উপর নির্ভর করা। ইবনুল মুবারক বলেছেন,

الإسناد من الدين ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء ـ

www.waytojannah.com

হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ বর্ণনার প্রথা না থাকতো, তাহলে যার যা খুশী তাই বলতো।

ইমাম সাওরী বলেছেন, الإسناد سلاح المؤمن ـ

সনদ হচ্ছে মুমিনদের হাতিয়ার। এবং এতে উঁচু মর্যাদা অন্বেষণ করাও সুন্নত। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন,

طلب الإسناد العالى سنة عمن سلف ـ

সনদে আলী (উচ্চ মানের সনদ) অন্বেষণ করা সালফে সালিহীনের সুন্নাত। কেননা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ছাত্রগণ কুফা থেকে সুদূর মদীনা পর্যন্ত সফর করে হযরত উমার (রা) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ও হাদীস শুনেছেন। এ কারণে হাদীস অন্বেষণের জন্য সফর করা মুস্তাহাব। অধিকাংশ সাহাবী বিশেষ করে আবূ আইয়ুব ও জাবির (রা) সনদে আলী (উচ্চতর সনদ)-এর জন্য সফর করেছেন।

২. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

العالى اسم فاعل من العلو ضد النزول والنازل اسم فاعل من النزول ـ

'আল আলী (العالى) আরবী আল উলুয়্যুন (العلو) থেকে ইসমে ফায়িল আন্নুযুল (النزول) এর বিপরীতার্থক শব্দ। আর আন্নাযিল (النازل) আন্নুযুল (النزول) এর ইসমে ফায়িল।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

الإسناد العالى : هو الذى قل عدد رجاله بالنسبة الى سند اخر يردبه ذلك الحديث بعد د أكثر

(১) সনদে আলী ঐ সদনকে বলা হয়, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অন্যান্য সনদের তুলনায় কম। কেননা অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী সম্বলিত সনদ সল্প সংখ্যক বর্ণনাকারী সনদ এর মুকাবিলায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

সনদে নাযিল ঐ সনদকে বলা হয়, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অন্যান্য সনদের তুলনায় অধিক। আর স্বল্প সংখ্যক বর্ণনাকারী সম্বলিত সনদের হাদীস-এর মুকাবিলায় অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী সম্বলিত সনদের হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

৩. উলূয়্যু এর প্রকারভেদ (اقسام العلوم) : এটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে, উলুয়্যে মুতলাক (علو مطلق) আর বাকী চার প্রকার হলো উলুয়্যে নিসবী (علو نسبى)

www.waytojannah.com

(ক) বিশুদ্ধ ও উত্তম সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছান। একে উলুয়্যে মুতলাক (العلو المطلق) বলা হয়ে থাকে। উলুয়্যের প্রকারভেদের মধ্যে এটা সর্বোত্তম প্রকার।

(খ) হাদীসের ইমামদের মধ্যে যে কোন একজন ইমাম পর্যন্ত পৌঁছা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে যদি রাবীর সংখ্যা অধিক হয়ে যায় তবে আ'মাশ ইবনে জুরাইজ অথবা মালিক প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরামের যে কোন একজন পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও উত্তম সনদের মাধ্যমে পৌঁছান।

(গ) সিহাহ্ সিত্তার যে কোন গ্রন্থ অথবা অন্য যে কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ পর্যন্ত পৌঁছান।

অধিকাংশ মুতাআখখিরীনের (পরবর্তী উলামায়ে কিরাম) মূল্যায়ন হলো, এর দ্বারা আলমুওয়াফাকাহ (الموافقة), আল আবদাল (الأبدال), আলমুসাওয়াহ (المساواة) এবং আলমুসাফাহ্ (المصافحة) কে বুঝানো হয়েছে।

(১) আলমুওয়াফাকাত (الموافقت) : কোন সনদ কোন কোন গ্রন্থকারের শাইখের সাথে উক্ত গ্রন্থকারের সূত্র পরম্পরা ছাড়া অন্য কোন সনদ বা সূত্র পরম্পরায় তাঁর চেয়ে কম সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে পেঁছানোকে মুওয়াফাকাহ বলা হয়।

উদাহরণ : যেমন ইবনে হাজার শারহু নুখবাতিল ফিকার গ্রন্থে এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী আন্ কুতাইবাতা আন মালিক (عن قتيبة عن مالك) এ সনদে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এখন আমরা যদি এ হাদীসটি ইমাম বুখারীর[১৮৭] সনদেই রিওয়ায়াত করি, তাহলে আমাদের মধ্যে আর কুতাইবার মধ্যে মাধ্যমে হবে আটটি। আর যদি ঐ হাদীসটি আন আবিল আব্বাস আসসিরাজ[১৮৮] আন্ কুতাইবাহ (عن ابى العباس السراج عن قتيبة) এ সনদে রিওয়ায়াত করি তাহলে আমাদের মধ্যে এবং কুতাইবার মধ্যে মাধ্যম হবে সাতটি। সুতরাং এ সনদে এক মাধ্যম কম হওয়ার কারণে উলুয়্যে সনদের সাথে ইমাম বুখারীর শাইখের মাধ্যমে আমাদের সাথে ইমাম বুখারীর মুওয়াফাকাত হয়ে যায়।'[১৮৯]

(২) আলবদল (البدل) : কোন সনদ কোন গ্রন্থকারের শাইখের উস্তাদের সাথে উক্ত গ্রন্থকারের প্রাপ্ত সনদসূত্র ছাড়া তুলনামূলকভাবে কম মাধ্যমে বিশিষ্ট অন্য কোন সনদসূত্রে মিলিত হলে তাকে বদল বলা হয়।

উদাহরণ : যেমন উল্লেখিত সনদ প্রসংগে ইবনে হাজার বলেন, হুবহু এ সদনটিই অন্য মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। তাতে কুতাইবার পরিবর্তে কা'নাবীর নাম

১৮৭. অর্থাৎ ইমাম বুখারী যে সনদে রিওয়ায়াত করেছে হুবহু সে সনদে রিওয়ায়াত করলে।

১৮৮. আবুল আব্বাস আসসিরাজ ইমাম বুখারীর একজন উস্তাদ।

১৮৯. শারহু নুখবাতিল ফিকাহ পৃ. ৬১।

www.waytojannah.com

উল্লেখিত হয়েছে। সনদটি এরূপ আনিল কা'নাবী আন মালিক (عن القعنبى عن مالك) এক্ষেত্রে কা'নাবী কুতাইবার বদল (স্থলাভিষিক্ত) হলো।

(৩) **আলমুসাওয়াহ (المساواة) :** কোন সনদের রাবীর সংখ্যা কোন গ্রন্থকারের সনদের সংখ্যার সমান হলে, তাকে মুসাওয়াত বলা হয়ে থাকে।

উদাহরণ, ইবনে হাজার বলেন, যেমন ইমাম নাসঈ (র) একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তাঁর এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে মাধ্যম এগারটি। হুবহু এ হাদীসটিই আমরা অন্য আরেকটি সনদে পেয়েছি যাতে আমাদের আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে মাধ্যম হলো এগারটি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রাবীর সংখ্যার দিক দিয়ে আমরা ইমাম নাসাঈর সমতুল্য।

(৪) **আলমুসাফাহাহ (المصافحة) :** কোন সনদের রাবীর সংখ্যা কোন গ্রন্থকারের ছাত্রের সনদের রাবী সংখ্যার সমান হলে, তাকে মুসাফাহাহ বলা হয়।

একে মুসাফাহা নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সাক্ষাতের সময় সাধারণত মুসাফাহা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

(ঘ) রাবীর পূর্ব মৃত্যু হিসেবে উলুয়্য (العلو بتقدم وفاة الراوى) : এর উদাহরণ ইমাম নববীর এ উক্তিটি, তিনি বলেছেন, "আমি কোন একটি রিওয়ায়াত তিন জন রাবী থেকে এভাবে রিওয়ায়াত করবো, আমি আমার উস্তাদ থেকে এবং তিনি ইমাম বাইহাকী থেকে আর বাইহাকী হাকিম থেকে। এ সনদটি তুলনামূলকভাবে এর পরের সনদ থেকে উত্তম। আর সেটি হলো, আমি আমার উস্তাদ থেকে এবং তিনি আবু বকর ইবনে খাল্‌ফ থেকে, আর আবু বকর ইবনে খাল্‌ফ হাকিম থেকে। কেননা ইমাম বাইহাকীর মৃত্যু ইবনে খালফ এর মৃত্যুর পূর্বে হয়েছিল।[১৯০]

ইমাম বাইহাকীর মৃত্যু হয়েছে ৪৫৮ হি. সনে আর ইবনে খালফ মৃত্যুবরণ করেছেন ৪৮৭ হি. সনে।"

(ঙ) পূর্বের সামা হিসেবে উলুয়্য (العلو بتقدم السماع), অর্থাৎ যিনি উস্তাদ থেকে আগে শুনেছেন, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অগ্রগণ্য হবেন, যিনি এ উস্তাদ থেকে তাঁর পরে শুনেছেন।

উদাহরণ : যেমন কোন উস্তাদ থেকে দু'জন ছাত্র হাদীস শুনেছেন। একজন ষাট বছর থেকে হাদীস শুনছেন এবং অপরজন চল্লিশ বছর থেকে। উভয় থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও সমান। এখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি, দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর অগ্রগণ্য হবেন। এ বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যক্তির জন্য যিনি তাঁর শিক্ষক এবং তাঁর থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। অথবা বৃদ্ধাবস্থার কারণে যাঁর বোধশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

১৯০. আততাকরীব বিশারহিত তাদরীব ২য় খ. পৃ. ১৬৮।

www.waytojannah.com

৪. নুযূল-এর প্রকারভেদ (أقسام النزول) : 'উলুয়্যু (علو) এর মত নুযূলও পাঁচ প্রকার। কেননা নুযূল (نزول) উলুয়্যু (علو)-এর বিপরীতার্থক শব্দ। আর উলুয়্যু-এর প্রত্যেক প্রকারের বিপরীতে নুযূল-এরও একটি করে প্রকার রয়েছে।

৫. উলুয়্যু উত্তম না নুযূল ?

(ক) বিশুদ্ধ মতানুযায়ী উলুয়্যু উত্তম। আর এটা অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত। কেননা উলুয়্যু সনদে বর্ণিত হাদীসে অধিক ত্রুটির সম্ভাবনা কম। আর এর বিপরীতে নুযূল তুলনামূলকভাবে দুর্বল। ইবনে মাদীনী বলেছেন– النزول شؤم

নুযূল একটি অশুভ লক্ষণ। কিন্তু একথাটি শুধু তখনই প্রযোজ্য, যখন শক্তির দিক দিয়ে সনদ দু'টি পরস্পর সমান হয়।

(খ) নুযূলও কখনো উত্তম হতে পারে। যদি সনদে নাযিল এর মধ্যে প্রাধান্যের কারণ বিদ্যমান থাকে।[১৯১]

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী : হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে সনদে আলী ও নাযিল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থ প্রণীত হয়নি। অবশ্য কিছু উলামায়ে কিরাম এ সম্পর্কে আংশিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর নাম দিয়েছেন সুলাসিয়াত (ثلاثيات)। সুলাসিয়াত মানে হচ্ছে ঐ সব রিওয়ায়াত যাতে লেখক ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে মাধ্যম হবে মাত্র তিন জন। আর এর দ্বারা সনদে আলী সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের কঠোর পরিশ্রমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এসব গ্রন্থের কয়েকটি হলো,

(ক) **সুলাসিয়াতুল বুখারী,** প্রণেতা ইবনে হাজার (ثلاثيات البخاري لابن حجر)।

(খ) সুলাসিয়াতু আহমাদ ইবনে হাম্বল, (ثلاثيات احمد بن حنبل)।

২. মুসাল্‌সাল (المسلسل)

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

اسم مفعول من السلسلة وهي اتصال الشئ بالشئ ومنه سلسلة الحديد وكانه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الاجزاء ـ

এটি আরবী সিলসিলাহ (السلسلة) থেকে ইসমে মাফউল। কোন বস্তু অন্য কোন বস্তুর সাথে মিলিত থাকাকে সিলসিলাহ বলা হয়। আরবী পরিভাষায় শিকল তথা

১৯১. যেমন সনদে নাযিল-এর রাবী যদি সনদে আলী এর রাবী থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য কিংবা অধিক হিফাযাত কারী অথবা ফিকহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হন।

www.waytojannah.com

জিঞ্জিরকে সিলসিলাতুলহাদীদ (سلسلة الحديد) বলা হয়ে থাকে। শিকল এর আংটাগুলো পরস্পর সমান ও একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত থাকে, এদিক দিয়ে মুসালসাল-এর সাদৃশ্য থাকার কারণে এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

هو تتابع رجال اسناده على صفة او حالة للرواة تارة وللرواية تارة اخرى.

যে হাদীসের রাবীগণ কখনো পূর্বের রাবীদের গুণাবলী বা অবস্থা আবার কখনো রিওয়ায়াতের গুণাবলী বা অবস্থা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন, তাকে পরিভাষায় মুসালসাল বলা হয়।

২. সংজ্ঞার ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মুসালসাল ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যার বর্ণনা পরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকার সাথে সাথে নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে শরীক থাকা আবশ্যক।

(ক) তাঁদের যে কোন একটি সিফাতের (গুণ) সাথে শরীক থাকা।

(খ) অথবা যে কোন একটি অবস্থার সাথে শারীক থাকা।

(গ) অথবা রিওয়ায়াতের যে কোন একটি সিফাত (গুণ) এর সাথে শরীক থাকা।

৩. প্রকারভেদ : উল্লেখিত সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসালসাল তিন প্রকার। যথা, (ক) রাবীদের অবস্থা সম্বলিত মুসালসাল (المسلسل باحوال الرواة)।

(খ) রাবীদের সিফাত সম্বলিত মুসালসাল (المسلسل بصفات الرواة)।

(গ) রিওয়ায়াতের সিফাত সম্বলিত মুসালসাল (المسلسل بصفات الرواية)।

এই প্রকারভেদ এর বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো,

রাবীদের অবস্থা সম্বলিত মুসালসাল : রাবীদের অবস্থা তিনটি। প্রমুখাৎ বাণী, অথবা কর্ম বা বাণী ও কর্ম (উভয়টি) একত্রে।

(১) রাবীদের কথা বা বাণী সংক্রান্ত অবস্থা : এর উদাহরণ হলো, মুআয ইবনে জাবাল (রা)-এর হাদীস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন,

يا معاذ انى أحبك فقل فى دبر كل صلاة اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

হে মুআয! আমি তোমাকে ভালবাসি। (অতএব তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে) তুমি প্রত্যেক নামাযান্তে দু'আটি পড়বে, হে আল্লাহ! তোমার যিকর, শুকর ও উত্তম ইবাদাত আদায়ে তুমি আমাকে সাহায্য কর। এ রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.waytojannah.com

ওয়াসাল্লাম এর উক্তি انى احبك فقل এ বাক্যটি প্রত্যেক রাবীই সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৯২]

(২) রাবীদের কর্মগত অবস্থা : এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আবূ হুরাইরা (রা) এর এ হাদীসটি ; তিনি বলেছেন,

شبك بيدى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال : خلق الله الأرض يوم السبت ـ

আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা শনিবার দিন এ যমীন সৃষ্টি করেছেন।

আবূ হুরাইরা (রা) যার নিকটই এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি ঠিক সেভাবে তাঁর হাত ধরেছেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ধরেছিলেন।[১৯৩]

(৩) রাবীদের বাণী ও কর্ম উভয়টির অবস্থা : এর দৃষ্টান্ত আনাস (রা)-এর এ হাদীসটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه و مره ـ

ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহ ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে না যতক্ষণ না সে তাক্‌দীরের ভাল মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। একথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাড়ি মুবারক ধরলেন এবং বললেন,

أمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره ـ

আমি তাকদীরের ভাল-মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। পরবর্তীতে এ সনদের প্রত্যেক রাবীই ধারাবাহিকভাবে তাঁদের দাড়ি ধরে এবং আমি তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, এ অংশটি উল্লেখ করে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।[১৯৪]

(খ) রাবীদের সিফাত (গুণাবলী) সম্বলিত মুসালসাল : এটিও দু প্রকার : কাওলী (বাণীসংশ্লিষ্ট) ফিলী (কর্মগত)।

(১) রাবীদের কাওলী সিফাত : যেমন সূরা আস সাফ পাঠ সম্পর্কে মুসালসাল হাদীস। প্রত্যেক রাবীই ধারাবাহিকভাবে সূরা আস সাফ তিলাওয়াত করেছেন। আল্লামা ইরাকী বলেছেন, রাবীদের কাওলী সিফাত এবং কাওলী অবস্থার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। বরং উভয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ।

১৯২. ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটি সংকলন করেছেন।
১৯৩. ইমাম হাকিম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস পৃ. ৪২।
১৯৪. ইমাম হাকিম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস পৃ. ৪০।

www.waytojannah.com

Contents

২. রাবীদের ফিলীসিফাত : সব রাবীদের নাম এক হওয়া। যেমন, ঘটনা চক্রে ধারাবাহিকভাবে সনদের সকল নাম হয়ে গেল মুহাম্মাদ অথবা ধারাবাহিক ফকীহ অথবা হাফিয। অথবা ধারাবাহিকভাবে সব রাবীই কোন বিশেষ একটি দেশের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, সকল রাবী দামেস্কবাসী অথবা মিসরীয়।

(গ) রিওয়ায়াতের সিফাত সম্বলিত মুসালসাল : রিওয়ায়াতের সিফাতসমূহ নিম্নের ক্রমধারায় বিভক্ত।

১. রিওয়ায়াতের শব্দাবলীর ধারাবাহিকতা : যেমন মুসালসাল হাদীসের প্রত্যেক রাবী-ই ধারাবাহিকভাবে সামিতু (سمعت) অথবা আখবারানা (اخبرنا) শব্দ উল্লেখ করে রিওয়ায়াত করেছেন।

২. নির্দিষ্ট সময়ে রিওয়ায়াতের ধারাবাহিকতা : যেমন মুসালসাল হাদীসের প্রত্যেক রাবীরই ধারাবাহিকভাবে ঈদের দিনে রিওয়ায়াত করা।

৩. নির্দিষ্ট স্থানে রিওয়ায়াতের ধারাবাহিকতা : যেমন মুলতাযিম এর স্থানে দু'আ কবূল হওয়ার হাদীস।

৪. উত্তম প্রকার : উল্লেখিত প্রকারভেদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রকার হচ্ছে সেই রিওয়ায়াত যাতে শ্রবণ মুত্তাসিল প্রমাণিত হয় এবং যা মুদাল্লাস না হয়।

৫. উপকারিতা : এটি রাবীদের অধিক সংরক্ষণশক্তি সম্পন্ন হওয়ার একটি শক্তিশালী প্রমাণ।

৬. পুরো সনদেই কি ধারাবাহিতা বিদ্যমান থাকা শর্ত? না এটা শর্ত নয়। সনদের এ ধারাবাহিকতা কখনো মধ্য সনদে বিচ্ছিন্ন হয় আবার কখনো শেষ সনদে। তবে এ অবস্থায় রাবীর নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলে দিতে হবে 'হা যা মুসালসাল ইলা ফুলান' (هذا مسلسل الى فلان) অমুক রাবী পর্যন্ত এর ক্রমধারা অক্ষুণ্ন।

৭. ক্রমধারা ও বিশুদ্ধতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই : কোন কোন সময় এমনও হয় যে, মুসালসাল সনদে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও কোন হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে আবার মুসালসাল বিহীন সনদ দ্বারা ঐ হাদীসটি সহীহ বলেও প্রমাণিত হতে পারে।

৮. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী (ক) আলমুসালসালাতুল কুবরা, প্রণেতা ইমাম সুয়ূতী (المسلسلات الكبرى للسيوطى) এতে ৮৫টি মুসালসাল হাদীস সংকলন করা হয়েছে।

www.waytojannah.com

(খ) আলমানাহিলুস সিলসালাতু ফিল আহাদীসিল মুসালসালাহ। প্রণেতা মুহাম্মদ আবদুল বাকী আল আইয়ুবী।

المناهل السلسلة فى الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقى الايوبى -

এ গ্রন্থে ২১২টি মুসালসাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩. বয়োকনিষ্ঠদের কাছ থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের রিওয়ায়াত

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

الاكابر جمع اكبر والأصاغر جمع اصغر والمعنى رواية الكبار عن الصغار -

আরবী আল্আকাবির (الأكابر) আকবার (اكبر)-এর বহুবচন। আর আল্আসাগির (الاصاغر) আসগার (اصغر) এর বহুবচন। অর্থ হচ্ছে ছোটদের থেকে বড়দের রিওয়ায়াত করা।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

رواية الشخص عمن هو دونه فى السن والطبقة اوفى العلم والحفظ -

কোন ব্যক্তির এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে রিওয়ায়াত করা, যিনি তাঁর চেয়ে বয়স, স্তর অথবা ইল্ম ও স্মরণশক্তির দিক দিয়ে নিম্নমানের।

২. সংজ্ঞার ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কোন রাবীর এমন কোন ব্যক্তি থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা যিনি বয়সের দিক দিয়ে তাঁর চেয়ে ছোট এবং স্তর হিসেবে তাঁর থেকে নিম্নস্তরের। নিম্নস্তরের দৃষ্টান্ত হলো যেমন তাবিঈ থেকে সাহাবীর রিওয়ায়াত করা অথবা কোন রাবীর এমন ব্যক্তি থেকে রিওয়ায়াত করা, যিনি ইল্ম ও হিফয-এর দিক দিয়ে তাঁর থেকে নিম্নমানের। যেমন, কোন একজন উস্তাদ থেকে বিজ্ঞ আলিম ও হাফিয ব্যক্তির হাদীস রিওয়ায়াত করা যদিও ঐ উস্তাদ তাঁর চেয়ে বয়সে বড় হোন না কেন। উল্লেখ্য যে বয়সে বড় হওয়া আর স্তরের দিক দিয়ে প্রাগসর হওয়া একই কথা। কিন্তু শুধু ইলমের ক্ষেত্রে অসমতাকেই বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের রিওয়ায়াত বলা যাবে না। নিম্নের উদাহরণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হবে বলে আশা করা যায়।

www.waytojannah.com

৩. **প্রকারভেদ ও উদাহরণ :** বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের (رواية الأكابر عن الأصاغر) রিওয়ায়াতকে মোট তিনভাবে বিভক্ত করা যায়। যথা,

(ক) রাবী তাঁর উস্তাদ থেকে বয়সে বড় এবং স্তরের দিক দিয়ে তাঁর পূর্বের স্তরের হওয়া (অর্থাৎ ইলম ও হিফয-এর দিক দিয়েও এটা হতে হবে)।

(খ) রাবী তাঁর উস্তাদ থেকে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে বড় হওয়া বয়সে নয়। যেমন, হাফিয নন এমন একজন বয়স্ক উস্তাদ থেকে একজন হাফিয ও আলিম রাবীর রিওয়ায়াত করা।

উদাহরণ : আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে মালিক এর রিওয়ায়াত।[১৯৫]

(গ) রাবী তাঁর উস্তাদ থেকে বয়স ও মর্যাদার দিক দিয়ে বড় হবেন।

উদাহরণ : যেমন খতীব থেকে বারকানীর রিওয়ায়াত করা।[১৯৬]

৪. বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের রিওয়ায়াতের উদাহরণ

(ক) কোন তাবিঈ থেকে সাহাবীর রিওয়ায়াত করা। যেমন, কা'ব আল আহবার থেকে আবাদালাহ প্রমুখের রিওয়ায়াত করা।

(খ) কোন তাবিতাবিঈ থেকে কোন তাবিঈর রিওয়ায়াত করা। যেমন, মালিক থেকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারীর রিওয়ায়াত করা।

৫. উপকারিতা (ক) এর উপকারিতা হলো এই, যাতে এ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, ছাত্র থেকে তার শিক্ষক উত্তম, যা সাধারণত হয়ে থাকে।

(খ) আর যাতে এ ধারণা না জন্মে যে, সনদের মধ্যে উলট পালট হয়েছে। কেননা প্রচলিত প্রথানুযায়ী সাধারণত বড়দের থেকে ছোটরা রিওয়ায়াত করে থাকেন।

৬. **এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ** মা রাওয়াহুল কিবার আনিস সিগারি ওয়াল আবাউ আনিল আবনায়ি, প্রণেতা-হাফিয আবূ ইয়াকূব ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আলওয়ারাক (মৃত্যু, ৪০৩ হি.)

كتاب ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء - للحافظ أبي اسحق بن ابراهيم الوراق المتوفى سنة ٤٠٣ هـ

১৯৫. মালিক হলেন ইমাম ও হাফিযে হাদীস। আর আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার হলেন শুধু একজন রাবী উস্তাদ। তবে তিনি মালিক থেকে বয়সে বড় ছিলেন।

১৯৬. কেননা রাবী খতীব থেকে বয়সে বড় ছিলেন। এছাড়া তিনি তাঁর শিক্ষক হওয়ার কারণে ইলম ও মর্যাদার দিক দিয়েও তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত ছিলেন।

www.waytojannah.com

৪. পুত্রের কাছ থেকে পিতার রিওয়ায়াত
رواية الاباء عن الأبناء

১. সংজ্ঞা

ان يوجد فى سند الحديث أب يروى الحديث عن ابنه -

হাদীসের সনদের মধ্যে কখনো এরূপ পরিলক্ষিত হয় যে, পিতা তাঁর পুত্র থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেন। একেই পুত্র থেকে পিতার রিওয়ায়াত বলা হয়।

২. উদাহরণ : যেমন আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র ফদল থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় দু'ওয়াক্ত নামায একত্রে আদায় করেছেন।

৩. উপকারিতা : পিতা কর্তৃক পুত্রের কাছ থেকে রিওয়ায়াত সনদের মধ্যে পরিবর্তন অথবা ভুল-ত্রুটির আশঙ্কা মূলোৎপাটিত হয়। কেননা সাধারণত পুত্র, পিতা থেকে রিওয়ায়াত করে থাকে। রিওয়ায়াত-এর এ প্রকারটি এবং এর পূর্বে উল্লেখিত (ছোটদের থেকে বড়দের রিওয়ায়াত) প্রকারটি দ্বারা উলামায়ে কিরামের উদারতা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা নিঃশংকোচে যে কোন ব্যক্তি থেকে ইলম হাসিল করেছেন চাই উস্তাদ মান সম্মানের দিক দিয়ে তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের হোক কিংবা বয়সের দিক দিয়ে ছোট হোক।

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : রিওয়ায়াতুল আবা আনিল আবনা, প্রণেতা খাতীব বাগদাদী (رواية الأباء عن الأبناء للخطيب البغدادى)।

৫. পিতার কাছ থেকে পুত্রের রিওয়ায়াত

১. সংজ্ঞা

ان يوجد فى سند الحديث ابن يروى
الحديث عن ابيه فقط او عن أبيه عن جده -

হাদীসের সনদে কখনো এরূপ দেখা যায় যে, পুত্র শুধু তাঁর পিতা থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, অথবা রাবী তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এটাই পিতা থেকে পুত্রের রিওয়ায়াত।

২. গুরুত্ব : এ বিষয়টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সনদের ধারাবাহিকতায় পিতা ও দাদার নাম উল্লেখ না থাকা। ফলে তাঁদের নাম জানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

৩. প্রকারভেদ : এটি দু'প্রকার। যথা,

(ক) রাবী কর্তৃক শুধু তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করা (দাদা থেকে নয়) অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে।

উদাহরণ : যেমন (رواية ابى العشراء عن أبيه)

আবুল আশরা থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।[১৯৭]

(খ) রাবী কর্তৃক তার পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর (রাবীর) দাদা থেকে, অথবা রাবী তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তার দাদা কিংবা তাঁর উপরের কারো থেকে রিওয়ায়াত করা।

উদাহরণ : যেমন– عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা[১৯৮] থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৪. **উপকারিতা :** (ক) এ জাতীয় সনদের একটি উপকারিতা এই যে, পিতা অথবা দাদার নাম উল্লেখ করা না হলে তা জানার জন্য অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

(খ) সনদে দাদা দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে রাবীর দাদা না রাবীর পিতার দাদা একথাটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৫. **এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী :** (ক) রিওয়ায়াতুল আবনা আন আবাইহিম, প্রণেতা আবূ নাসর উবাইদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আলওয়াইলী।

رواية الأبناء عن ابائهم لأبى نصر عبيد الله بن سعيد الوائلى -

(খ) জুযউম মানরুবিয়া আন আবীহি আন জাদ্দিহি, প্রণেতা ইবনে আবু খাইসাম।

جزء من روى عن أبيه عن جده لإبن أبى خيثمه -

(গ) কিতাবুলওয়াশী আলমুআললিমূ ফী মান রুবিয়া আন আবীহি আন জাদ্দিহি আনিন্নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, প্রণেতা হাফিয আলায়ী।

كتاب الوشى المعلم فى من روى عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم للحافظ العلائى -

---

১৯৭. তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, তাঁর নাম উসামা এবং তাঁর পিতার নাম মালিক।

১৯৮. আমর এর পুরো নাম হলো আমর ইবনে শুআইব ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল আস। আমরের দাদার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ কিন্তু উলামায়ে কিরামের তথ্যানুসন্ধানে ধরা পড়েছে যে, জাদ্দিহি সর্বনাম শুআইব এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। সুতরাং জাদ্দিহি (جده) দ্বারা প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর কে বুঝানো হয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

৬. সমবয়সীদের পরস্পরের রিওয়ায়াত

১. আক্‌রান-এর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

الأقران جمع قرين بمعنى الصاحب كما فى القاموس ـ

আরবী আক্‌রান (الأقران) কারীন (قرين) এর বহুবচন। অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে সাথী।[১৯৯]

(খ) পারিভাষিক অর্থ

المتقاربون فى السن والاسناد ـ

সনদ ও বয়সের দিক দিয়ে পরস্পর কাছাকাছি[২০০] হওয়াকে পরিভাষায় আল আকরান বলা হয়।

২. রিওয়ায়াতুল আক্‌রান-এর সংজ্ঞা : পরস্পর কাছাকাছি (বয়স ও সনদের দিক দিয়ে) কোন রাবী কর্তৃক অন্যজন থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে রিওয়ায়াতুল আকরান বলা হয়।

উদাহরণ : যেমন মুস্‌ইর ইবনে কাদাম থেকে সুলাইমান তাইমী রিওয়ায়াত করেছেন, আর তাঁরা ছিলেন সহপাঠী। কিন্তু সুলাইমান তাইমী থেকে মুসইর রিওয়ায়াত করেছেন কিনা সেটা জানা যায়নি।

৩. মুদাব্‌বাজ-এর সংজ্ঞা

(ক). আভিধানিক অর্থ

আরবী 'আত্‌তাদ্‌বীজ থেকে ইসমে মাফউল, অর্থ সাজানো। দিবাজাতাইল ওয়াজহি (ديباجتى الوجه) থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ দু'গাল (গণ্ড) মুদাব্‌বাজ (مدبج)-এর নামকরণের সার্থকতা এই যে, এ রিওয়ায়াতের রাবী এবং শাইখ উভয়েই পরস্পরের সমান হয়ে থাকে। যেভাবে মুখের দু'গাল পরস্পর সমান হয়ে থাকে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

ان يروى القرينان كل واحد منهما عن الأخر ـ

দুজন সতীর্থের একজন অপরজন থেকে রিওয়ায়াত করাকে পরিভাষায় মুদাব্‌বাজ বলে।

---

১৯৯. আলকামুস ৪র্থ খ. পৃ. ২৬।

২০০. আত্‌তাকারুব ফিল ইস্‌নাদ التقارب في الاسناد মানে--একই স্তরের (তবকার) শাইখ থেকে উভয়েরই হাদীস রিওয়ায়াত করা।

www.waytojannah.com

Contents

৪. মুদাবাজ এর উদাহরণ

(ক) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে : আবূ হুরাইরা (রা) থেকে আয়েশা (রা) রিওয়ায়াত করেছেন এবং আয়েশা (রা) থেকে আবূ হুরাইরাও (রা) রিওয়ায়াত করেছেন।

(খ) তাবিঈদের মধ্যে : উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে ইমাম যুহরী রিওয়ায়াত করেছেন এবং যুহরী (র) থেকে উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) রিওয়ায়াত করেছেন।

(গ) তাবি তাবিঈদের মধ্যে : আওযায়ী থেকে ইমাম মালিক রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম মালিক থেকেও আওযায়ী রিওয়ায়াত করেছেন।

৫. উপকারিতা

(ক) এর দ্বারা সনদের মধ্যে অতিরিক্ত রাবীর অনুপ্রবেশের ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া যায়।[২০১]

(খ) পাঠকের যেন এ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, এখানে ওয়াও (واو) দ্বারা আন (عن) কে পরিবর্তন করা হয়েছে।[২০২]

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) আলমুদাববাজ, প্রণেতা ইমাম দারা কুতনী (المدبج - للدار قطنى)

(খ) রিওয়ায়াতুল আকরান, প্রণেতা আবু আশশাইখ ইস্পাহানী।

رواية الاقران - لابى الشيخ الاصبهانى -

৭. সাবিক ও লাহিক

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

আরবী আস্‌সাবিকু (السابق) আস্‌সাবাকু (السبق) থেকে ইসমে ফায়িল। অর্থ পূর্ববর্তী। আর আল্‌লাহিকু (اللاحق) আল্‌লিহাকু (اللحاق) থেকে ইসমে

২০১. কেননা সাধারণত ছাত্ররা শিক্ষক থেকে রিওয়ায়াত করে থাকেন। এর ব্যতিক্রমে যখন তাঁর সহপাঠী থেকে রিওয়ায়াত করবেন তখন এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের ধারণা হতে পারে যে, সহপাঠী শিক্ষকের নাম উল্লেখে পাণ্ডুলিপি প্রণেতা ভুল করেছেন।

২০২. অর্থাৎ পাঠক ও শ্রোতাদের এ সনদ সম্পর্কে যেন এ ধারণা না জন্মে যে, আমাদের নিকট অমুক এবং অমুক রিওয়ায়াত করেছেন বরং এর অর্থ হচ্ছে আমাদের নিকট অমুক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি অমুক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

www.waytojannah.com

ফায়িল। অর্থ দূরবর্তী। এখানে সাবিক দ্বারা পূর্বে মৃত্যুবরণকারী রাবীকে আর লাহিক দ্বারা পরে মৃত্যুবরণ কারী রাবীকে বুঝানো হয়েছে।

(খ) সাবিক-এর পারিভাষিক অর্থ

ان يشترك فى الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفا تيهما ـ

কোন শাইখ থেকে এমন দু'জন রাবী কর্তৃক হাদীস রিওয়ায়াত করা যাঁদের উভয়ের মৃত্যুসনের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান বিদ্যমান।

উদাহরণ

(ক) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস সাররাজ[২০৩] একজন উস্তাদ, তাঁর থেকে ইমাম বুখারী ও খাফ্ফাফ উভয়ই হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁদের (বুখারী ও খাফফাফ) ইন্তিকালের মধ্যে ব্যবধান ১৩৭ বছর অথবা এর চেয়েও বেশি সময়ের।[২০৪]

(খ) ইমাম মালিক থেকে যুহরী এবং আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আস্সাহনী রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁদের (যুহরী ও আহমাদ) উভয়ের ইন্তিকালের মধ্যে ব্যবধান ১৩৫ বছরের। যুহরী মৃত্যুবরণ করেছেন ১২৪ হি. সনে আর সাহনী ইন্তিকাল করেছেন ২৫৯হি. সনে।

এর কারণ এই যে, যুহরী মালিক থেকে বয়সে বড় ছিলেন। কেননা তিনি ছিলেন তাবিঈ আর ইমাম মালিক তাবি তাবিঈ। অতএব ইমাম মালিক থেকে যুহরীর রিওয়ায়াত, এটা হলো বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠদের (رواية الاكابر عن الاصاغر) রিওয়ায়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইতিপূর্বে এ প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে সাহ্নী ইমাম মালিক থেকে বয়সে ছোট ছিলেন। অধিকন্তু তিনি (সাহনী) জীবিত ছিলেন প্রায় একশ বছর। এ কারণে যুহরী এবং সাহনীর ইন্তিকালের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে পূর্ববর্তী রাবী এ মারবী আনহু (যাঁর কাছ থেকে রিওয়াাত করা হয়েছে)-এর শাইখ ছিলেন এবং পরবর্তী রাবী হচ্ছেন তাঁর ছাত্র। আর এ ছাত্রটি দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিলেন।

৩. উপকারিতা

(ক) এতে অন্তরে উলুয়্যে সনদের তৃপ্তি পাওয়া যায়।

(খ) পরবর্তী বারীর সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৪. প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : কিতাবুস সাবিক ওয়াল লাহিক, প্রণেতা খতীব বাগদাদী (كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادى)।

২০৩. মুহাম্মদ ইবনে 'ইসহাক আস্সাররাজ' ২৯৬ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ৩৯৩ হি. সনে ইন্তিকাল করেছেন। তিনি ৯৭ বছর বয়স পেয়েছিলেন।

২০৪. ইমাম বুখারী ইন্তিকাল করেছেন ২৫৬ হি. সনে আর আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আল খাফফাফ নীসাপুরী মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৯৩ অথবা ৩৯৪ মতান্তরে ৩৯৫ হি. সনে।

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
রাবীগণের পরিচয়

১. সাহাবায়ে কিরাম এর পরিচয়
২. তাবিঈদের পরিচয়
৩. ভাই-বোনদের পরিচয়
৪. মুত্তাফিক ও মুফতারিক এর পরিচয়
৫. মু'তালিফ ও মুখতালিফ এর পরিচয়
৬. মুতাশাবিহ এর পরিচয়
৭. মুহমাল এর পরিচয়
৮. মুবহামাত এর পরিচয়
৯. উহ্দান এর পরিচয়
১০. একাধিক নাম অথবা গুণসম্পন্ন রাবীর পরিচয়
১১. একক নাম, উপনাম ও লকব-এর পরিচয়
১২. উপনামে প্রসিদ্ধ রাবীর পরিচয়
১৩. লকব-এর পরিচয়
১৪. পিতা ছাড়া অন্যের সাথে সম্পৃক্ত রাবীদের পরিচয়
১৫. প্রকাশ্যের পরিপন্থী নসব-এর পরিচয়
১৬. রাবীদের তারীখ (জীবন বৃত্তান্ত) এর পরিচয়
১৭. ত্রুটি দেখা দিয়েছে এমন সিকাহ্ রাবীর পরিচয়
১৮. উলামায়ে কিরাম ও রাবীদের বিভিন্ন স্তরের পরিচয়
১৯. আযাদকৃত রাবী এবং উলামায়ে কিরামের পরিচয়
২০. সিকাহ্ এবং দুর্বল রাবীদের পরিচয়
২১. রাবীদের জন্মস্থান ও দেশের পরিচয়

www.waytojannah.com

১. সাহাবীগণের পরিচয়

১. সাহাবীর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

الصحابة لغة مصدر بمعنى الصحبة ومنه الصحابى و الصاحب ويجمع على أصحاب وصحب وكثر استعمال الصحابة المعنى الأصحاب ـ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আসসাহাবাতু (الصحابة) মাসদার সুহবাত (الصحبة) সাহচর্য অর্থে ব্যবহৃত। এ থেকে সাহাবী (الصحابى) এবং সাহিব (الصاحب) সাথী শব্দ দুটো উদ্ভব হয়েছে। আসহাব (أصحاب) এবং সাহব (صحب) এর বহুবচন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসসাহাবাতু (الصحابة) শব্দটি আসহাব (أصحاب) অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থ সংগী সাথী ও সহচরবৃন্দ ইত্যাদি)।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح ـ

যিনি মুসলিম অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনিই সাহাবী; যদিও এর মধ্যে মুরতাদ হয়ে গিয়ে থাকেন। (এইটি বিশুদ্ধ মত।)

২. গুরুত্ব ও উপকারিতা : সাহাবায়ে কিরামের পরিচয় জানা একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বিষয়। এর উপকারিতার মধ্যে একটি হচ্ছে এর দ্বারা মুত্তাসিল ও মুরসাল রিওয়ায়াত এর পরিচয় জানা যায়।

৩. সাহাবী সনাক্তকরণের উপায় কি? নিম্নের পাঁচটি বিষয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে সাহাবীর পরিচয় জানা যায়। যথা,

(ক) খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা। যেমন আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর ইবনে খাত্তাব (রা) এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত অন্যান্য দশজন সাহাবী (আশারায়ে মুবাশশারাহ) এদের সাহাবী হওয়া খবরে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত।

(খ) খবরে মাশহুর দ্বারা। যেমন যিমাম ইবনে সা'লাবাহ এবং আকাশাহ ইবনে মুহ্সিন। অর্থাৎ এঁদের সাহাবী হওয়া খবরে মাশহুর দ্বারা প্রমাণিত।

(গ) অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের খবর বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।

www.waytojannah.com

Contents

(ঘ) কোন একজন সিকাহ তাবিঈর খবর বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। কেউ নিজেই যদি সাহাবী হওয়ার দাবী করেন, তবে শর্ত হলো, তাঁকে আদালাতসম্পন্ন হতে হবে এবং তাঁর এ দাবী যুক্তিসম্মত হতে হবে।[২০৫] সাহাবীদের যুগশেষ হওয়ার পূর্বে তাঁকে দাবী করতে হবে।

৪. সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ই-আদিল . সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ই আদিল তবে প্রথম যুগেই যাঁরা কোন ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁরা ব্যতীত। নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আর সাহাবায়ে কিরামের আদালাত এর অর্থ হলো, হাদীস রিওয়ায়াতে ইচ্ছা পূর্বক মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকা এবং এমন কাজ থেকে বিরত থাকা যা তাদের রিওয়ায়াতের গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট করে দেয়। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সমস্ত রিওয়ায়াত-ই তাদের আদালাত বিশ্লেষণ ও যাঁচাই বাছাই ছাড়াই গ্রহণযোগ্য। আর তাদের মধ্যে যারা ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারেও সুধারণা রাখতে হবে এবং তাঁদের এ ত্রুটিকে ইজতিহাদী ত্রুটি হিসেবে গণ্য করতে হবে। কেননা তাঁরা হলেন ইসলামী শরীআতের বাহক এবং সর্বোত্তম শতাব্দীর লোক।

৫. অধিক হাদীস রিওয়ায়াতকারী সাহাবী

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ছয় জন সাহাবী হলেন, মুকাসসিরীন১৮৪ তথা অধিক হাদীস রিওয়ায়াত কারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরা হলেন,

(১) আবূ হুরাইরা (রা) : তাঁর থেকে ৫,৩৭৪ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর থেকে তিনশ'রও অধিক ছাত্র হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

(২) ইবনে উমর (রা) : তাঁর থেকে ২,৬৩০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(৩) আনাস ইবনে মালিক (রা) : তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২,২৮৬টি।

(৪) উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা (রা) : তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো, ২,২১০টি।

(৫) ইবনে 'আব্বাস (রা) : তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের সংখ্যা হলো, ১৬৬০টি।

(৬) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ : তাঁর থেকে ১,৫৪০ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

২০৫. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়াফাতের পর একশ বছরের পূর্বেই তাঁকে সাহাবী হওয়ার দাবী করতে হবে। এর পরে দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন রতন আল হিন্দীর মত যেন না হয়। তিনি রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের ছয়শ বছর পরে সাহাবী হওয়ার দাবী করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন একজন জঘন্য মিথ্যাবাদী। যেমন ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন। মীযানুল ই'তিদাল ২য় খ. পৃ. ৪৫।

১৮৪. যে সব সাহাবায়ে কিরাম থেকে এক হাজারের অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাদেরকে 'মুকাসসিরীন' (অধিক রিওয়ায়াতকারী) বলা হয়ে থাকে। এরূপ সাহাবীর সংখ্যা ছয় জন। কারো মতে সাত জন, তাঁরা আবূ সাঈদ খুদরী (রা)কেও এর অন্তভুর্ক্ত রয়েছেন। (অনুবাদক)

www.waytojannah.com

৬. **অধিক ফাত্ওয়া প্রদানকারী সাহাবী :** অধিক ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবীগণের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা)। অতঃপর বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট আলিম সাহাবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাসরুকের মতে এরূপ সাহাবীর সংখ্যা ছয় জন। তিনি বলেছেন,

انتهى علم الصحابة الى ستة : عمرو على وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وأبى الدرداء وأبن مسعود ثم انتهى علم الستة الى على وعبد الله بن مسعود -

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ছয়জন ছিলেন সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁরা হলেন উমর, আলী, উবাই ইবনে কাব, যাইদ ইবনে সাবিত, আবূদ দারদা ও ইবনে মাসউদ (রা)। অতঃপর এ ছয় জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে উত্তম হলেন আলী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)।

৭. **আবাদিলা কারা ?** আবাদিলা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ঐসব সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়ে থাকে যাঁদের নাম আবদুল্লাহ। এ নামের সাহাবীর সংখ্যা প্রায় তিনশর কাছাকাছি। কিন্তু এখানে আবাদালাহ দ্বারা এমন বিশিষ্ট চারজন সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে যাদের প্রত্যেকের নাম আবদুল্লাহ। তাঁরা হলেন,

(ক) আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর।
(খ) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস।
(গ) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর।
(ঘ) আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা)।

তাঁদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর আলিম সাহাবীদের মধ্যে তাঁরা দীর্ঘ দিন বেঁচে ছিলেন। ফলে জ্ঞানান্বেষণের জন্য মানুষ তাঁদের স্মরণাপন্ন হতো। একারণেই তাঁদের এ বৈশিষ্ট্য ও খ্যাতি ছিল। তাঁরা যখন কোন ফাতওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করতেন তখন বলা হতো, আবাদালাহর অভিমত।

৮. **সাহাবীগণের সংখ্যা :** সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা যে কত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে এ প্রসংগে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা এতটুকু জানা যায় যে, তাঁদের সংখ্যা একলাখের উপরে ছিল। এক্ষেত্রে আবু যুরআ আর-রাযীর উক্তিটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন,

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من روى عنه وسمع منه -

www.waytojannah.com

অর্থাৎ এক লাখ চৌদ্দ হাজার সাহাবী রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন যাঁরা তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর কথা শুনেছেন।[২০৬]

৯. সাহাবীগণের বিভিন্ন স্তর : সাহাবীদের স্তরের সংখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ অগ্রে ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে স্তর বিন্যাস করেছেন। আবার কেউ হিজরতের ভিত্তিতে আবার কেউ কেউ বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বিগ্রহে উপস্থিতির ভিত্তিতে তাঁদের স্তর বিন্যাস করেছেন। আবার কেউ কেউ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁদের স্তর বিন্যাস করেছেন। প্রত্যেকেই নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী এ বিভক্তি করেছেন।

(ক) ইবনে সা'দ সাহাবীদেরকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

(খ) আর ইমাম হাকিম তাঁদেরকে বারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

১০. সাহাবীগণের মর্যাদা : আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সম্মিলিত মতানুযায়ী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) অতঃপর উমর (রা)। অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহর মতে শাইখানের পরে উত্তম হলেন যথাক্রমে উসমান (রা) ও আলী (রা)। এরপর সমস্ত আশারায় মুবাশশারার স্থান। অতঃপর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের স্থান। অতঃপর বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামের স্থান।

১১. অগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী

(১) স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।

(২) বালকদের মধ্যে আলী ইবনে আবী তালিব (রা)।

(৩) নারীদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন খাদীজাহ্ (রা)।

(৪) মুক্তি প্রাপ্ত দাসদের মধ্যে যাইদ ইবনে হারিছাহ (রা)।

(৫) দাসদের মধ্যে বিলাল ইবনে রাবাহ (রা)।

১২. সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবী : সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বশেষে যিনি ইন্তিকাল করেছেন তার নাম হলো আবূ তুফাইল আমির ইবনে ওয়াছিলাহ্ আললাইছী। তিনি একশ হিজরী সনে পবিত্র মক্কা মুকাররামায় ইন্তিকাল করেন। কারো মতে এর আরো কিছু দিন পরে তাঁর ইন্তিকাল হয়।[২০৭] আবু তুফাইল-এর পূর্বে ইন্তিকাল করেন আনাস ইবনে মালিক (রা)। তিনি ৯৩ হি. সনে বসরা শহরে ইন্তিকাল করেন।

---

২০৬. আত্তাকরীর মাআত্তাদবীর ২য় খ. পৃ. ২২০।

২০৭. আবু তুফাইল এর মৃত্যুর ব্যাপারে আরো মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তাঁর মৃত্যু হয় ১০২ হি. সনে কারো মতে ১০৭ হি. সনে এবং কারো মতে ১১০ হি. সনে। শেষোক্ত মতটিকে ইমাম যাহাবী সঠিক বলে অভিহিত করেছেন। (তাদরীবুর রাবী ২য় খ. পৃ. ২২৮-২২৯। অনুবাদক)।

www.waytojannah.com

Contents

১৩. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) আল-ইসাবাহ ফী-তামঈযিস্ সাহাবাহ, প্রণেতা ইবনে হাজার আল আস্কালানী। الإصابة فى تميز الصحابة - لإبن حجر العسقلانى -

(খ) উসদুল-গাবাহ্ ফী মারিফাতিস সাহাবাহ, এর প্রণেতা হলেন আলী ইবনে মুহাম্মাদ আলজাযরী। তিনি ইবনুল আসীর নামে প্রসিদ্ধ।

أسد الغابة فى معرفة الصحابة - لعلى بن محمد الجزرى - المشهور بابن الأثير

(গ) আল ইসতীআব ফী আসমাইল আসহাব, এর প্রণেতা হলেন ইবনে আবদুল বার। الأستيعاب فى أسماء الأصحاب لإبن عبد البر -

২. তাবিঈগণের পরিচয়

১. তাবিঈর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

التابعون جمع تابعى او تابع - والتابع اسم فاعل من تبعه بمعنى مشى خلفه -

আরবী তাবিউন (التابعون) তাবিঈ (تابعى) অথবা তাবি (تابع)-এর বহুবচন। আর তাবি (التابع) তাবউন (تبع) থেকে ইসমে ফায়িল। অর্থ- পেছনে চলা।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

هو من لقى صحابيا مسلما ومات على الإسلام وقيل هو من صحب الصحابى -

যিনি মুসলিম অবস্থায় কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনিই তাবিঈ। কারো মতে যিনি সাহাবীর সাহচর্য (কিছু সময়ের জন্য হলেও) লাভ করেছেন।

২. উপকারিতা : তাবিঈর পরিচয় জানার উপকারিতা এই যে এর দ্বারা মুরসাল ও মুত্তাসিল রিওয়ায়াতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

৩. তাবিঈগণের বিভিন্ন স্তর : তাবিঈদের মর্যাদাসংক্রান্ত স্তরের সংখ্যা নির্ণয়েও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। উলামায়ে কিরাম তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁদেরকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

(ক) ইমাম মুসলিম তাবিঈগণকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

(খ) ইবনে সা'দ তাঁদেরকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং

(গ) ইমাম হাকিম তাবিঈগণকে পনেরটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। আর তাঁদের মধ্যে উত্তম হলেন তাঁরা যাঁরা দশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

৪. আলমুখদারামুন (المخضرمون) : এর এক বচন হলো, মুখদারাম (مخضرم)। মুখদারাম হলেন তিনি, যিনি জাহিলিয়্যাতের যুগও পেয়েছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগও পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর (সা) দর্শন লাভ করেননি। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মুখদারামগণ তাবিঈদের মধ্যে গণ্য। ইমাম মুসলিমের গণনা অনুযায়ী তাঁদের সংখ্যা বিশ। তবে সঠিক কথা হলো, তাঁদের সংখ্যা বিশ-এর অধিক। এঁদের মধ্যে আবূ উসমান নাহ্দী এবং আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখয়ীও অন্তর্ভুক্ত।

৫. সাত-ফকীহ : সাতজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ্ বয়োজ্যেষ্ঠ তাবিঈগণের মধ্যে গণ্য। এঁরা তাবিঈগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে বিবেচিত। এঁরা সবাই মদীনার অধিবাসী। তারা হলেন,

সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, উরওয়া ইবনে যুবাইর, খারিজাহ ইবনে যাইদ, আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উত্বাহ ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার প্রমুখ।[২০৮]

৬. সর্বোত্তম তাবিঈ : তাবিঈগণের মধ্যে সর্বোত্তম তাবিঈ কে? এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী সর্বোত্তম তাবিঈ হলেন সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে খাফীফ শীরাযী বলেন,

(ক) মদীনাবাসীদের অভিমত হলো, সর্বোত্তম তাবিঈ সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব।

(খ) কূফাবাসীদের অভিমত হলো, সর্বোত্তম তাবিঈ উয়াইস আল্কারানী।

(গ) বাস্রাবাসীদের মতানুযায়ী সর্বোত্তম তাবিঈ হলেন, হাসান আলবাস্রী।

৭. সর্বোত্তম মহিলা তাবিঈ : আবূ বকর ইবনে আবু দাউদ-এর মতানুযায়ী মহিলা তাবিঈদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন, হাফসাহ্ বিনতে সীরীন ও উমরাহ বিনতে আবদুর রহমান। এ দু'জনের পরেই উম্মুদ্দারদা এর স্থান।[২০৯]

---

২০৮. ইবনুল মুবারাক আবূ সালামার পরিবর্তে সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে এ সাতজনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অপরদিকে আবুয্ যিনাদ সালিম ও আবু সালামা উভয়ের পরিবর্তে আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমানকে উপস্থিত সাতজন শ্রেষ্ঠ ফকীহর মধ্যে গণ্য করেছেন।

২০৯. ইনি ছোট উম্মুদ দারদা তাঁর নাম হলো, হুজাইমা তবে তাঁকে বলা হয়ে থাকে জুহাইমাহ্। তিনি আবূ দারদার স্ত্রী। বড় উম্মুদ দারদাহও আবু দারদা এর স্ত্রী। কিন্তু তিনি ছিলেন সাহাবিয়্যাহ (মহিলা সাহাবী) এবং তাঁর নাম হলো, খায়রাহ।

www.waytojannah.com

৮. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

মা'রিফাতুত তাবিয়ীন : এর প্রণেতা হলেন, আবুল মুতরাফ ইবনে ফাতীস আল-আন্দালুসী।[২১০]

معرفة التابعين لأبى المطرف بن فطيس الأندلسى -

৩. ভাই-বোনদের পরিচয়

১. ভূমিকা : এ বিষয়টি হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়। এর প্রতি তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এ বিষয়ের উপর স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। বিষয়টি হলো, প্রত্যেক স্তরের রাবীদের ভাই-বোনদের পরিচয় সংক্রান্ত। এ বিষয়টির উপর স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করা এবং গ্রন্থ রচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীস বিশেষজ্ঞগণ রাবীদের জীবন-চরিত এবং তাঁদের বংশপরম্পরা ও ভাই-বোনদের পরিচয় ইত্যাদি জানার জন্য কতকুটু গুরুত্বারোপ করেছিলেন। সামনের আলোচনা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

২. উপকারিতা : এর উপকারিতার মধ্যে একটি হলো এই যে, দু'জন রাবীর পিতার নাম এক হওয়াতে যেন এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, এরা দু'জন পরস্পর ভাই।

যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার এবং আমর ইবনে দীনার, এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এ দু'জনকে ভাই মনে করবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দু'জন ভাই নন। যদিও উভয়ের পিতার নাম এক।

৩. উদাহরণ

(ক) দু'ভাই-এর উদাহরণ : সাহাবীদের মধ্যে উমর এবং যাইদ (রা) উভয়েই খাত্তাব (রা)-এর পুত্র।

(খ) তিন ভাই-এর উদাহরণ : সাহাবীদের মধ্যে আলী, জাফর ও আকীল (রা) তিনজনই আবু তালিবের পুত্র ছিলেন।

(গ) চার ভাই-এর উদাহরণ : তাবি-তাবিঈদের মধ্যে সুহাইল, আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ এবং সালিহ (র) এঁরা সবাই আবু সালিহ-এর পুত্র ছিলেন।

(খ) পাঁচ ভাই এর উদাহরণ : তাবি তাবিঈদের মধ্যে সুফিয়ান, আদাম, ইমরান, মুহাম্মাদ এবং ইবরাহীম (র) এঁরা সবাই উয়াইনার পুত্র ছিলেন।

(ঙ) ছয় ভাই-এর উদাহরণ : তাবিঈদের মধ্যে মুহাম্মদ, আনাস, ইয়াহইয়া, মা'বাদ, হাফ্সাহ এবং কারীমাহ (র) এরা সবাই সীরীন এর সন্তান ছিলেন।

২১০. দেখুন : আর রিসালাহ্ আল মুস্তাত্রাফাহ পৃ. ১০৫।

www.waytojannah.com

Contents

(চ) সাত ভাই-এর উদাহরণ : সাহাবীদের মধ্যে নুমান, মা'কিল, আকীল, সুওয়াইদ, সিনান, আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ (রা) এঁরা সবাই মিকরান এর পুত্র ছিলেন।

এ সাত জনের সবাই মুহাজির সাহাবী ছিলেন। এঁরা ছাড়া অন্য কেউ[২১১] এ দুর্লভ সম্পদের অধিকারী হতে পারেননি। বর্ণিত আছে যে, এঁরা সবাই খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী (ক) কিতাবুল ইখ্ওয়াত, এর প্রণেতা হলেন, আবুল মুতরাফ ইবনে ফাতীস আল আন্দালুসী।

كتاب الإخوة لأبى المطرف بن فطيس الأندلسى -

(খ) কিতাবুল ইখওয়াত, এর প্রণেতা হলেন, আবুল আব্বাস আস্সাররাজ।[২১২]

كتاب الإخوة لأبى العباس السراج -

৪. মুত্তাফিক ও মুফতারিক

১। সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

المتفق اسم فاعل من الاتفاق والمفترق اسم فاعل من الإفتراق ضد الإتفاق -

আরবী মুত্তাফিক ইত্তিফাক (الإتفاق) থেকে ইসমে ফায়িল। আর মুফতারিক ইফতিরাক (الإفتراق) থেকে ইসমে ফায়িল। ইত্তিফাক (মতৈক্য)-এর বিপরীতার্থক শব্দ।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

ان تتفق اسماء الرواة واسماء أبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم ومن ذلك أن تتفق اسماؤهم وكناهم او أسماؤهم ونسبتهم ونحو ذلك -

২১১. অর্থাৎ সাহাবীদের মধ্যে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যে, কারো সাত ভাইয়ের প্রত্যেকেই সাহাবী এবং মুহাজির। একমাত্র এ সৌভাগ্যবান সাত ভাই-এর অনন্য দৃষ্টান্ত।

২১২. আস্সাররাজ শব্দটি সুরুজ (سروج) কাজের সাথে সম্পৃক্ত। সুরুজ মানে হলো, ঘোড়ার জিন। এ জিন নির্মাণ কারীদেরই সাররাজ বলা হয়ে থাকে। তাঁর পিতৃ পুরুষের মধ্যে কেউ এরূপ কাজ করতেন বিধায় সেদিকে লক্ষ্য করে তাঁকে সাররাজ বলা হয়েছে। তাঁর পূর্ণ নাম, আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আস্সাকাফী। তিনি তাঁর যুগের নীসাপুরের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। (অর্থাৎ তিনি শাইখানের উস্তাদ ছিলেন।) ৩১৩ হি. সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.waytojannah.com

সনদের মধ্যে কখনো রাবীর নিজের নাম ও পিতার নাম অথবা তার উপরের কারো নাম লিখায় এবং উচ্চারণে এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে। অথচ তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। অথবা কখনো কয়েকজন রাবীর নাম ও কুনিয়াত, অথবা নাম ও পরিচিতি ইত্যাদি এক ও অভিন্ন[২১৩] হয়। একে পরিভাষায় মুত্তাফিক ও মুফতারিক বলা হয়ে থাকে।

২. উদাহরণ

(খ) খলীল ইবনে আহমাদ : এ নামের ছয় ব্যক্তি আছেন। এঁদের অগ্রে হলেন, শেখ সীবূইয়াহ্।

(খ) আহমাদ ইবনুল জাফর ইবনে হামদান : এ নামের চার ব্যক্তি ছিলেন একই যুগের।

(গ) উমর ইবনেল খাত্তাব : এ নামের ছয় ব্যক্তি ছিলেন।[২১৪]

৩. গুরুত্ব ও উপকারিতা : এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে অনেক বড় বড় উলামায়ে কিরামও ভুলের শিকার হয়েছেন। এর উপকারিতা হলো,

(ক) কয়েক ব্যক্তির নাম এক ও অভিন্ন হওয়ার কারণে তাঁদেরকে একই ব্যক্তি ধারণা না করা। এ প্রকারটি মুহমাল-এর ঠিক বিপরীত। কেননা তাতে একজনকে দু'জন ধারণা করার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।'[২১৫]

(খ) এর দ্বারা এক ও অভিন্ন নামের ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। কেননা, কোন সময় একজন রাবী সিকাহ্ হয়ে থাকেন এবং অন্যজন যঈফ (দুর্বল)। সুতরাং সিকাহ্কে যঈফ কিংবা যঈফকে সিকাহ সাব্যস্ত করা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৪. এটা কখন প্রকাশ করা জরুরী?

নামের এ অভিন্নতা তখন প্রকাশ করা জরুরী হয়ে পড়ে, যখন একই যুগের দু'জন রাবী অথবা কয়েকজন রাবীর নাম এক ও অভিন্ন হয়। এবং কোন রাবী অথবা শাইখ তাঁদেরকে যদি একই ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু তাঁরা বিভিন্ন যুগের হলে তাঁদের নামের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। এবং তা প্রকাশ করাও জরুরী নয়।

---

২১৩. শুধু নাম এক ও অভিন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোন বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় না। বরং এরূপ ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এর দৃষ্টান্ত খুবই-বিরল। আর ঐসব অবস্থায় বিবরণ দেয়া দরকার, যেসব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থে সবিস্তারে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এ প্রকারটি মুহমাল এর অধিক নিকটবর্তী।

২১৪. এটি খতীব বাগদাদীর আলমুত্তাফিক ওয়ালমফতারিক গ্রন্থের একটি আশ্চর্য ধরনের উদাহরণ। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত বিভিন্ন ব্যক্তির অভিন্ন নামের সর্বাধিক সংখ্যা হলো সতের।

১৯৪. দেখুন : শারহু নুখবাতিল ফিকর পৃ. ৬৮।

www.waytojannah.com

Contents

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) আলমুত্তাফিক ওয়ালমুফতারিক : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, খতীব আল বাগদাদী। এটি এ বিষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম গ্রন্থ।[২১৬]

المتفق والمفترق للخطيب البغدادى ـ

(খ) আল-আন্‌সাব আল-মুত্তাফাকাহ : এ গ্রন্থের লেখক হলেন, হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে তাহির।

الأنساب المتفقه : للحافظ محمد بن طاهر ـ

তিনি ৫০৭ হি. সনে মৃত্যু বরণ করেন। এটি মুত্তাফাক এর একটি বিশেষ প্রকার সম্বলিত গ্রন্থ।

৫. মু'তালিফ ও মুখতালিফ

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

المؤتلف اسم فاعل من الإئتلاف بمعنى الإجتماع والتلاقى وهو ضد النفرة والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق ـ

মু'তালিফ, ই'তালিফ (إئتلاف) থেকে ইসমে ফায়িল। অর্থ একত্রিত হওয়া, সাক্ষাৎ করা। মূলত এটি অপছন্দনীয় (নাফরাহ)-এর বিপরীতার্থক শব্দ। আর মুখতালিফ ইখতিলাফ (إختلاف) থেকে ইসমে ফায়িল। ইত্তিফাক এর বিপরীতার্থক শব্দ।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

ان تتفق الأسماء او الألقاب أو الكنى او الأنساب خطا ـ وتختلف لفظا ـ

রাবীর নাম, লকব ও কুনিয়াত অথবা নসব লিখায় মিল এবং উচ্চারণে গরমিল হওয়াকে পরিভাষায় মু'তালিফ ও মুখতালিফ বলা হয়।[২১৭]

২. উদাহরণ

(ক) সালাম (سلام) এবং সাল্লাম (سلام)। প্রথম নামটি তাশদীদ বিহীন এবং দ্বিতীয় নামটি তাশদীদসহ।

---

২১৬. এ গ্রন্থের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলের আস'আদ আফিন্দির লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। এতে কিতাবের শেষ নয় খণ্ড অর্থাৎ ১০ম খণ্ড- ১৮শ খণ্ড পর্যন্ত রয়েছে। কিতাবটির অপর একটি অংশ, ৩-৯ খণ্ড পর্যন্ত, শেখ আবদুল্লাহ ইবনে হুমাইদ-এর নিকট সংরক্ষিত আছে।

২১৭. চাই এ গরমিল কোন শব্দের নুকতাযুক্ত অথবা নুকতাহীন হওয়ার কারণে হোক কিংবা শব্দের আকৃতি পরিবর্তনের ফলে হোক একই কথা।

www.waytojannah.com

(খ) মিস্ওয়ার (مسور) এবং মুসাওয়ার (مسور) অর্থাৎ প্রথম নামটির মীম অক্ষরে যের, সীন অক্ষরে জযম এবং ওয়াও অক্ষরটি তাশদীদ বিহীন। আর দ্বিতীয় নামটির মীম অক্ষরে পেশ, সীন অক্ষরে যবর এবং ওয়াও অক্ষরটি তাশদীদযুক্ত।

(গ) বায্যায (البزاز) এবং বায্যার (البزار) অর্থাৎ প্রথম নামটির শেষাক্ষর হচ্ছে যা (ز) এবং দ্বিতীয়টির শেষাক্ষর হচ্ছে রা (ر)।

(ঙ) সাওরী (الثورى) ও তাওযী (التوزى) অর্থাৎ প্রথমোক্তটি ছা (الثاء) এবং রা (الراء) সহ আর দ্বিতীয়টি (التاء) এবং যা (الزاء) সহ।

৩. নামসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার কোন নিয়ম আছে কি?

(ক) অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরামের রায় অনুযায়ী অধিক বিস্তৃতির কারণে এর জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন প্রণীত হয়নি। বরং এজন্য পৃথকভাবে প্রতিটি নামই মুখস্থ করে রাখা জরুরী।

(খ) অপর একটি অভিমত অনুযায়ী এর জন্য দু প্রকারের নিয়ম-কানুন রয়েছে। যথা, (১) কোন একটি বিশেষ গ্রন্থে অথবা গ্রন্থ সমূহে এ নিয়মাবলী উল্লেখিত থাকা। যেমন সহীহাইন এবং মুআত্তায় যখনই ইয়াসার (يسار) নামটি উল্লেখিত হবে, তখন এটি ইয়া (ى) এবং সীন (س)-এর সাথে ইসার (يسار) উচ্চারিত হবে। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (محمد بن بشار)-এর মত বা (ب) এবং শীন (ش) দ্বারা উচ্চারিত হবে না।

(২) একটি সাধারণ নিয়ম প্রণয়ন করা : অর্থাৎ এটি কোন বিশেষ গ্রন্থ অথবা গ্রন্থসমূহের কানুনের সাথে সম্পর্কিত হবে না। যেমন এরূপ বলা, সাল্লাম (سلام) এ নামটির লাম (لام) অক্ষরটি সর্বদা তাশদীদযুক্ত হবে। এবং এ নামের পাঁচজন ব্যক্তি আছেন। অতঃপর এই পাঁচ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে দেওয়া।

৪. গুরুত্ব ও উপকারিতা : এ সম্পর্কে অবগত হওয়া রিজাল শাস্ত্রের একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। এ কারণে আলী ইবনুল মাদীনী বলেছেন, নামের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে। কেননা, এটা এমন একটি বিষয়, যাতে কিয়াস করার কোন অবকাশ নেই। এমনকি পূর্বা-পরের উপর নির্ভর করেও কোন কিছু বলা সম্ভব নয়।[২১৮]

এর উপকারিতা এই যে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এ জাতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকতে পারেন।

---

২১৮. দেখুন : নুখবাহ, পৃ. ৬৮।

www.waytojannah.com

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) আলমু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ, এর প্রণেতা হলেন আবদুল গনী ইবনে সাঈদ। المؤتلف والمختلف لعبد الغنى بن سعيد ـ

(খ) আল ইকমাল, এর লেখক হলেন, ইবনে মা'কূলা (الإكمال لابن ماكولا)-এর ওপর আবু বকর ইবনে নুকতাহ্ টীকা সংযোজন করেছেন।

৬. মুতাশাবিহ[২১৯]

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

اسم فاعل من التشابه بمعنى التماثل ويراد بالمتشابه هنا الملتبس ـ ومنه المتشابه من القران اى الذى يلتبس معناه ـ

এটি তাশাবুহ (التشابه) থেকে ইসমে ফায়িল। অর্থ সাদৃশ্য হওয়া। এখানে মুতাশাবিহ মানে অস্পষ্ট। কুরআনে উল্লেখিত মুতাশাবিহ এর অর্থও ঐসব আয়াত যার অর্থ অস্পষ্ট।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

ان تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا ـ وتختلف أسماء الاباء لفظا لا خطا او بالعكس ـ

রাবীদের নাম লেখা ও উচ্চারণে এক হওয়া এবং পিতার নাম লেখায় এক ও উচ্চারণে বিভিন্ন হওয়ায় অথবা এর উল্টো[২২০] হওয়াকে পরিভাষায় মুতাশাবিহ বলা হয়।

২. উদাহরণ

(ক) মুহাম্মদ ইবনে উকাইল (محمد بن عقيل) আইন (عين) অক্ষরে পেশসহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (محمد بن عقيل) আইন অক্ষরে যবরসহ। এখানে রাবীদের নাম এক হলেও পিতার নাম উচ্চারণে বিভিন্ন।

(খ) শুরাইহ ইবনে নু'মান (شريح بن النعمان) এবং সুরাইজ ইবনে নু'মান (سريج بن النعمان) এ উদাহরণটিতে রাবীদের নাম বিভিন্ন। কিন্তু তাঁদের পিতার নাম এক ও অভিন্ন।

২১৯. এ প্রকারটি পূর্বের প্রকার দু'টো অর্থাৎ মুত্তাফিক ও মুফতারিক এবং মু'তালিফ ও মুখতালিফ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

২২০. যেমন রাবীদের নাম উচ্চারণে পার্থক্য হওয়া কিন্তু তাঁদের পিতার নাম লিখতে ও উচ্চারণে এক হওয়া।

www.waytojannah.com

৩. **উপকারিতা :** এর দ্বারা রাবীদের পূর্ণাঙ্গ নাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং নাম উচ্চারণের সন্দেহ ও ভুল-ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকা যায়।

৪. **মুতাশাবিহ-এর বিভিন্ন প্রকার :** মুতাশাবিহ্ এর আরো বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করা হলো। যথা,

(ক) রাবী ও তাঁর পিতার নাম একটি কিংবা দু'টি শব্দে এক ও অভিন্ন হওয়া। যেমন, মুহাম্মাদ ইবনে হুনাইন (محمد بن حنين) এবং "মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর (محمد بن جبير)।

(খ) রাবীর নাম এবং পিতার নাম লিখা ও উচ্চারণে এক হওয়া কিন্তু নামগুলো আগে পরে উল্লেখিত হওয়া।

(১) নাম আগে পরে হওয়ার উদাহরণ, যেমন। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (الأسود بن يزيد) এবং ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ (يزيد بن الأسود)।[২২১]

(২) অথবা কোন শব্দ আগে পরে হওয়া। যেমন, আইয়ুব ইবনে সাইয়ার (ايوب بن سيار) এবং আইয়ুব ইবনে ইয়াসার (ايوب بن يسار)

৫. **এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী**

(ক) তালখীসুল মুতাশাবিহ ফির্‌রাসমি ওয়াহিমায়াতু মা আশকালা মিনহু আন বাওয়াদিরিস তাসহীফ ওয়াল ওয়াহাম, এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন খাতীব আল বাগদাদী।

تلخيص المتشابه فى الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم للخطيب البغدادى.

(খ) এ বিষয়রে উপর খতীব আল বাগদাদী আরো একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তালিউত্ তাল্‌খীস (تالى التلخيص للخطيب) নামে। এ গ্রন্থটিকে পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি বা সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে। এ গ্রন্থ দু'টি এ বিষয়ের সর্বোত্তম গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এ বিষয়ের উপর এ গ্রন্থদ্বয়ের অনুরূপ আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি।[২২২]

---

২২১. কেউ কেউ এ প্রকারটির নাম দিয়েছেন আলমুশতাবাহ আলমাকলূবা। এতে মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, লেখাতে নয়। আর কোন কোন সময় নামও উলট-পালট হয়ে যায়। খতীব বাগদাদী এ বিষয়ের উপর একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তার নাম দিয়েছেন রাফিউল ইরতিয়াব ফিল মাকলূব মিনাল আসমায়ি ওয়াল আন্‌সাব। (رافع الارتياب فى المقلوب من الأسماء والأنساب للخطيب)

২২২. দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাতে এর দু'টি পূর্ণাঙ্গ কপি পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থকারের কাছে ঐ দু'টোর ফটোকপি রয়েছে।

www.waytojannah.com

৭. মুহমাল

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

اسم مفعول من الاهمال بمعنى الترك كأن الراوى ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره ـ

আরবী মুহমাল শব্দটি ইহমাল (الإهمال) থেকে ইসমে মাফউল। অর্থ– ছেড়ে দেওয়া, বর্জন করা। এখন এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, রাবী নামের এমন একটি অংশ ছেড়ে দিয়েছে, যা তাকে অন্যের থেকে পার্থক্য নিরূপণ করে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

ان يروى الراوى عن شخصين متفقين فى الإسم فقط أومع اسم الأب او نحو ذلك ولم يتميزا بما يخص كل واحد منهما ـ

কোন রাবী কর্তৃক এমন দু'ব্যক্তি থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা যাঁদের নাম অথবা পিতার নাম ইত্যাদি এক ও অভিন্ন, আর অন্য কোন উপায়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাও যায় না। একে পরিভাষায় মুহমাল বলা হয়ে থাকে।

২. ইহমাল কখন ক্ষতিকারক হয়?

ইহমাল তখন ক্ষতিকার হয় যখন উভয় রাবীর একজন সিকাহ্ হয় এবং অন্যজন দুর্বল। কেননা যাঁর কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। সুতরাং তিনি দুর্বলও হতে পারেন। এ কারণে হাদীসটিও দুর্বল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু উভয় রাবীই সিকাহ্ হলে তখন আর ইহমাল হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে না। কেননা দু'জনই যেহেতু সিকাহ তাই তাঁদের হাদীস সহীহই হবে।

৩. উদাহরণ

(ক) উভয় রাবী-ই সিকাহ হওয়ার দৃষ্টান্ত : ইমাম বুখারী (র) আহমাদ থেকে নসব উল্লেখ না করে ইবনে ওয়াহাব এর সনদে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এখন এ আহমাদ আহমাদ ইবনে সালিহও হতে পারেন। আবার আহমাদ ইবনে ঈসাও হতে পারেন। আর এঁরা উভয়েই সিকাহ্ রাবী।

(খ) উভয়ের একজন সিকাহ এবং অন্যজন দুর্বল-এর উদাহরণ : যেমন সুলাইমান ইবনে দাউদ এবং সুলাইমান ইবনে দাউদ। একই নামের দু'জন রাবী।

www.waytojannah.com

এদের একজন হলেন 'খাওলানী' তিনি সিকাহ। আর অন্যজন হলেন 'ইয়ামানী' তিনি দুর্বল রাবী।

৪. **মুবহাম ও মুহমাল-এর পার্থক্য :** মুবহাম ও মুহমাল উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, মুহমাল এর ক্ষেত্রে উভয় রাবীরই নাম উল্লেখ করা হয়। তবে নাম নির্দিষ্ট করণে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। আর মুবহাম এর ক্ষেত্রে নামই উল্লেখ করা হয় না।

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল মুকামমাল ফী বয়ানিল মুহমাল, লেখক খতীব বাগদাদী। (المكمل فى بيان المهمل للخطيب البغدادى)

৮. মুবহামাত-এর পরিচয়

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

المبهمات جمع مبهم وهو اسم مفعول من الابهام ضد الايضاح -

মুবহামাত আরবী মুবহাম (مبهم) এর বহুবচন। এটা ইবহাম (الابهام) থেকে ইসমে মাফউল স্পষ্ট-এর বিপরীতার্থক শব্দ।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

هو من أبهم اسمه فى المتن أوالإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية -

ঐ রাবী যাঁর নাম মতন অথবা সনদের মধ্যে অন্যান্য রাবী অথবা রিওয়ায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম থেকে অস্পষ্ট থাকে, তাকে পরিভাষায় মুবহাম বলা হয়।

২. ইবহাম বিষয়ক আলোচনার উপকারিতা

(ক) ইবহাম সনদের মধ্যে হলে রাবী সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় যে, তিনি সিকাহ্ না যঈফ। অতঃপর সে অনুযায়ী রিওয়ায়াত এর উপরও সহীহ অথবা যঈফ এর অভিধা প্রয়োগ করা যায়।

(খ) আর ইবহাম মতনের মধ্যে হলে তার আলোচনায় একাধিক উপকারিতা রয়েছে। যেমন এর দ্বারা ঘটনা বর্ণনাকারী অথবা প্রশ্নকারী সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এমনকি হাদীস সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন কৃতিত্ব ও মর্যাদা থেকে থাকলে তাও আমরা জানতে পারি। আর এর উল্টো অর্থাৎ তিনি কৃতিত্ব ও মর্যাদার অধিকারী না হয়ে থাকলে তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ কারীগণ তাদের ধারণা সংশোধন করে নিতে পারেন।

www.waytojannah.com

৩. মুবহাম সনাক্ত করার উপায় কি?

নিম্নের দুটো বিষয়ের যেকোন একটির মাধ্যমে মুবহাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

(ক) অন্যান্য রিওয়ায়াতে রাবীর নাম উল্লেখিত হওয়া।

(খ) এরূপ অধিকাংশ রিওয়ায়াতই সীরাত প্রণেতাগণ বর্ণনা করে দিয়েছেন।

৪. প্রকারভেদ

কটোরতা ও শিথিলতার বিচারে মুবহাম চার ভাগে বিভক্ত। এর কঠোর প্রকার থেকে আলোচনার সূচনা করা হলো।

(ক) রিওয়ায়াতের মধ্যে পুরুষ (رجل) অথবা নারী (امرأة) শব্দ উল্লেখ করা। যেমন, ইবনে আব্বাসের (রা) রিওয়ায়াত,

أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام؟

এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছরই? এ ব্যক্তি হলেন আকরা ইবনে হাবিস (রা)।

(খ) রিওয়ায়াতের মধ্যে ছেলে অথবা মেয়ের নাম ব্যবহার করা। এর মধ্যে ভাই-বোন এবং ভাতিজা-ভাগ্নে, ভাতিজী ও ভগ্নী এরা সবাই অন্তর্ভুক্ত। যেমন, উম্মু আতিয়্যার হাদীস, - غسل بنت النبى صلى الله عليه وسلم بماء وسدر

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়েকে (মৃত্যুর পর) পানি ও বড়ই (কুল) পাতা দিয়ে গোসল করানো হয়। এখানে এ মেয়ে দ্বারা যাইনাবকে (রা) বুঝানো হয়েছে।

(গ) রিওয়ায়াতের মধ্যে চাচা অথবা 'ফুফু' শব্দ ব্যবহৃত হওয়া। মামা, খালা, চাচাত অথবা ফুফাত ভাই-বোন এবং মামাত অথবা খালাত ভাই-বোনও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, রাফি ইবনে খাদীজ তাঁর চাচা থেকে মুখাবারাহ (এক প্রকার বেচা-কেনা) নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর চাচার নাম যহীর ইবনে রাফি। এভাবে জাবির (রা) তাঁর ফুফু থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এতে উহুদের যুদ্ধে জাবিরের পিতা শহীদ হওয়াতে তার কান্নার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর ফুফুর নাম ফাতিমা বিনতে আমর।

(ঘ) রিওয়ায়াতের মধ্যে স্বামী অথবা স্ত্রী শব্দটি উল্লেখিত হওয়া। যেমন, সহীহাইন (বুখারী মুসলিম) এ সুবাইআ এর স্বামীর মৃত্যু সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর স্বামীর নাম সা'দ ইবনে খাওলা। অনুরূপভাবে আবদুর রহমান ইবনে যুবাইর (রা)-এর স্ত্রীর হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে রিফাআহ আল কারাযী এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাঁকে তালাক দিয়ে দেন। তাঁর নাম তামীমাহ বিনতে ওয়াহাব।

www.waytojannah.com

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী : অনেক উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল গনী ইবনে সাঈদ, খতীব বাগদাদী ও ইমাম নববী প্রমুখ। তবে এ বিষয়ের উপর লিখিত সর্বোত্তম ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন, ওয়ালীউদ্দীন আল-ইরাকী।

المستفاد من مبهمات المتن والاسناد لولى الدين العراقى -

৯. উহ্দান এর পরিচয়

১. সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : الوحدان بضم الواو جمع واحد -

উহ্দান (الوحدان) ওয়াও (واو) অক্ষরে পেশসহ ওয়াহিদ (واحد) এর বহুবচন।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

هم الرواة الذين لم يرو عن كل واحد منهم الا راو واحد -

ঐসব রাবী যাঁদের কাছ থেকে শুধুমাত্র একজন রাবী ব্যতীত অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেননি, পরিভাষায় তাঁদেরকে উহ্দান বলা হয়।

২. উপকারিতা : এর উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা নির্দিষ্ট রাবীর অজ্ঞাত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। আর এরূপ রাবী যদি সাহাবী না হন তাহলে তার রিওয়ায়াত অগ্রাহ্য হবে।

৩. উদাহরণ

(ক) সাহাবীদের মধ্যে : উরওয়া ইবনে মুদরিস, তাঁর কাছ থেকে শা'বী ছাড়া আর কেউই রিওয়ায়াত করেননি। এভাবে মুসাইয়্যেব ইবনে হাযন এর কাছ থেকে শুধু তাঁর পুত্র সাঈদ রিওয়ায়াত করেছেন।

(খ) তাবিঈদের মধ্যে আবুল আশরা, তাঁর কাছ থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামাহ ছাড়া আর কেউই রিওয়ায়াত করেননি।

৪. শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে উহ্দান রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন কি?

(ক) ইমাম হাকিম আল মাদখাল (المدخل) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শাইখান (বুখারী ও মুসলিম) তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে এরূপ রাবীর কোন রিওয়ায়াত বর্ণনা করেননি।

www.waytojannah.com

(খ) কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেছেন যে, সহীহাইনেও উহ্দান (الوحدان) সাহাবী রাবী থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

(১) আবূ তালিবের ইন্তিকাল সংক্রান্ত হাদীস। এটি শাইখাইন মুসাইয়্যিব থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

(২) ইমাম বুখারী কাইস ইবনে আবূ হাযিম থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি মুরদাস সালামী থেকে বর্ণনা করেছেন,

يذهب الصالحون الاول فالاول ـ

অর্থাৎ নেককারগণ একের পর এক চলে যাবেন। এ হাদীসটি মুরদাস থেকে কাইস ছাড়া আর কেউ রিওয়ায়াত করেননি।

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : আলমুনফারিদাতু ওয়াল উহ্দান, এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইমাম মুসলিম (র)। المنفردات والوحدان للامام مسلم ـ

১৩. একাধিক নাম অথবা গুণসম্পন্ন রাবীর পরিচয়

১. সংজ্ঞা

هو راوى وصف بأسماء أو ألقاب أو كنى مختلفة من شخص واحد او من جماعة ـ

ঐ রাবী যিনি কোন ব্যক্তি কিংবা কোন গোষ্ঠী কর্তৃক একাধিক নাম অথবা উপাধি অথবা কুনিয়াতে (উপনামে) ভূষিত হয়েছেন।

২. উদাহরণ : মুহাম্মাদ ইবনে আস সায়িব আল কালবীকে কেউ কেউ আবু নাদর নামে ডেকে থাকেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে ডাকেন হাম্মাদ ইবনে সায়িব নামে আবার কেউ কেউ ডাকেন আবু সাঈদ উপনামে।

৩. উপকারিতা : এ বিষয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে একই ব্যক্তির বিভিন্ন নামের ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত থাকা যায় এবং এমন ধারণা থেকেও মুক্ত থাকা যায়, তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি নন, বরং একই ব্যক্তি

(খ) এর মাধ্যমে শাইখ সম্পর্কিত তাদলীস-এর ব্যাপারটিও উৎঘটিত হয়ে যায়।

৪. খতীব বাগদাদী তাঁর শাঈখ থেকে এরূপ অনেক রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। যেমন : তিনি তাঁর গ্রন্থে আবুল কাসিম আল আযহারী, উবাইদুল্লাহ ইবনে

www.waytojannah.com

আবুল ফাতাহ আলফারসী এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান আস্‌সাইরাফী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর এসব নাম একই ব্যক্তির।

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) ইযাহুল আশকাল : এর প্রণেতা হলেন, হাফিয আবদুল গনী ইবনে সাঈদ। ايضاح الاشكال للحافظ عبد الغنى بن سعيد ـ

(খ) মুওযিহু আওহামিল জামই ওয়াত তাফরীক : এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন খতীব বাগদাদী। موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادى ـ

১১. একক নাম, উপনাম ও উপাধির পরিচয়

১. মুফরাদাত এর অর্থ : মুফরাদাত এর অর্থ এই যে, কোন সাহাবী অথবা কোন রাবী কিংবা কোন আলিম এর নাম অথবা কুনিয়াত কিংবা লকব এমন হওয়া, যার সাথে অন্য কোন রাবী কিংবা আলিমের নাম কুনিয়াত কিংবা লকবের কোন মিল নেই। আর এটা অধিকাংশ সময় ঐসব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যেসব ক্ষেত্রে ঐ একক নামসমূহ অপরিচিত হয় এবং তা উচ্চারণ করা কঠিন হয়।

২. এ বিষয়ে অবগত হওয়ার উপকারিতা : এর উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা ঐসব অপরিচিত একক ও বিরল নাম সমূহের রদবদল ও ভুল-ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকা যায়।

৩. উদাহরণ

(ক) নামসমূহ : (১) সাহাবীদের মধ্যে আজ্‌মাদ ইবনে উজইয়ান, সুফইয়ান অথবা উলইয়ান এর ওযনে এবং সানদার (سندر) জাফর (جعفر)-এর ওযনে।

(২) সাহাবীদের মধ্যে আওসাত ইবনে আমর (اوسط بن عمرو) যুরাইব ইবনে নুফাইর ইবনে সুমাইর। (ضريب ابن نفير بن سمير)

(খ) উপনামসমূহ : (১) সাহাবীদের মধ্যে আবুল হামরা (ابو الحمراء) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আযাদকৃত দাস। তাঁর নাম হিলাল ইবনুল হারিস।

(২) অসাহাবীদের মধ্যে আবুল আবাইদাইন[২২৩] (ابو العبيدين) তাঁর নাম মু'আবিয়া ইবনে সাবরাহ (معاوية بن سبرة)।

২২৩. আবুল আবাইদাইন (ابوالعَبَيْد ين) এটা দ্বি-বচন তাস্‌গীর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদরীবুর রাবী, ২য় খ., পৃ. ২৭৬। (অনুবাদক)।

www.waytojannah.com

(গ) লকবসমূহ : (১) সাহাবীদের মধ্যে সাফীনাহ (سفينه) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আযাদকৃত দাস। তাঁর প্রকৃত নাম মিহ্রান।

(২) অ-সাহাবীদের মধ্যে মিন্দাল (مندل), তাঁর নাম আমর ইবনে আলী আলগাযী আলকূফী।

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : এ বিষয়ের উপর হাফিয আহমাদ ইবনে হারুন আল বারদীজী একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তিনি এর নামকরণ করেছেন আল আসমাউল মুফরাদাহ (الاسماء المفردة)। এছাড়া রাবীদের জীবনী সংক্রান্ত পুস্তকসমূহের শেষাংশে এ ধরনের অধিকাংশ রাবীর জীবনী পাওয়া যায়। যেমন, ইবনে হাজারের তাকরীবুত তাহযীব গ্রন্থ। - تقريب التهذيب لابن حجر

১২. উপনামে প্রসিদ্ধ রাবীদের পরিচয়

১. এ আলোচনার উদ্দেশ্য : এ আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, এর দ্বারা ঐসব রাবীর নামসমূহ অনুসন্ধান করা যায় যাঁরা উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এমনকি এর মাধ্যমে আমরা তাঁদের প্রত্যেকের অপ্রসিদ্ধ নাম সম্পর্কেও অবগত হতে পারি।

২. উপকারিতা : এর উপকারিতা এই যে, কখনো যদি কারো সামনে কোন রাবীর অপ্রসিদ্ধ মূল নাম উল্লেখ করা হয়, আবার কখনো তাঁর প্রসিদ্ধ উপনাম উল্লেখ করা হয়, এতে যেন তিনি একই ব্যক্তিকে দু'জন পৃথক ব্যক্তি মনে না করেন। সুতরাং যিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নন তিনি এ ভুলের শিকার হন যে, একই ব্যক্তিকে দু ব্যক্তি মনে করে বসেন।

৩. এ বিষয়ের গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি : উপনাম সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী প্রণয়ন পদ্ধতি হচ্ছে গ্রন্থকার আরবী বর্ণমালার (ترتيب الحروف) ক্রমানুসারে উপনামসমূহ গ্রন্থাবদ্ধ করেন। অতঃপর তাঁদের প্রকৃত নামসমূহ উল্লেখ করেন। যেমন, 'হামযাহ' অধ্যায়ে আবু ইসহাক উপনামটি উল্লেখ করবেন অতঃপর তাঁর প্রকৃত নাম উল্লেখ করবেন। অনুরূপভাবে 'বা' অধ্যায়ে আবু বাশীর উপনামটি প্রথম উল্লেখ করবেন। অতঃপর তাঁর প্রকৃত নাম উল্লেখ করবেন। অন্যান্য বর্ণমালার ক্ষেত্রেও এই ধারা বহাল রাখবেন।

৪. প্রকারভেদ ও উদাহরণ

(ক) উপনামই যাঁর মূল নাম, অর্থাৎ উপনাম ছাড়া তাঁর অন্য কোন নাম নেই। যেমন, আবু বিলাল আল আশআরী তাঁর নাম ও উপনাম একই।

(খ) যিনি উপনামে পরিচিতি লাভ করেছেন, আর এটাও জানা যায়নি যে, তাঁর কোন নাম আছে কি নেই। যেমন, আবু উনাস (রা) নামক জনৈক সাহাবী।

www.waytojannah.com

(গ) যাঁকে কোন বিশেষ উপনামে ভূষিত করা হয়েছে; এটি ছাড়াও তাঁর অন্য নামও রয়েছে, উপনামও রয়েছে। যেমন, আবু তুরাব। এটি হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা)-এর উপাধি। তাঁর উপনাম আবুল হাসান।

(ঘ) যাঁর দু'টি অথবা অধিক উপনাম রয়েছে। যেমন, ইবনে জুরাইজ। তাঁর একটি উপনাম হচ্ছে, আবুল ওয়ালীদ অপরটি হচ্ছে আবূ খালিদ।

(ঙ) যাঁর উপনামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন, উসামাহ ইবনে যাইদ। কারো মতে তাঁর উপনাম হলো আবু মুহাম্মাদ কারো মতে আবু আবদুল্লাহ্ আবার কারো মতে তাঁর উপনাম আবু খারিজাহ।

(চ) যিনি উপনামে পরিচিত কিন্তু তাঁর নামের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন আবূ হুরাইরা (রা)। তাঁর নাম ও পিতার নামের ব্যাপারে তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো আবদুর রহমান ইবনে সাখার।

(ছ) যাঁর নাম ও উপনাম উভয়টিতেই মতভেদ রয়েছে। যেমন সাফাইনাহ (سفينة) কারো মতে তাঁর নাম হলো উমাইর, কারো মতে সালিহ এবং কারো মতে মিহ্রান। আর তাঁর উপনাম কারো মতে আবূ আবদুর রহমান এবং কারো মতে আবুল বুখতারী।

(জ) যিনি নাম ও উপনামে পরিচিত এবং উভয়টিতেই সমধিক প্রসিদ্ধ। যেমন, সুফইয়ান সাওরী, ইমাম মালিক, মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশশাফিঈ এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকেরই উপনাম হলো আবু আবদুল্লাহ। তাছাড়া নু'মান ইবনে সাবিত তাঁর উপনাম (কুনিয়াত) হলো আবূ হানীফা (র)।

(ঝ) নাম পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও যিনি উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। যেমন, আবূ ইদরীস আল খাওলানী, তাঁর নাম হলো আয়িযুল্লাহ।

(ঞ) উপনামে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও যিনি স্বীয় নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। যেমন, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আত্তাইমী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব (রা)। তাঁদের সবার উপনামই হলো আবূ মুহাম্মাদ।

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী : উপনাম প্রসংগে উলামায়ে কিরাম অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আলী ইবনে মাদীনী, ইমাম মুসলিম, নাসাঈ প্রমুখ। এ বিষয়ের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো আবু বিশর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আদদাওলাবী (মৃত- ৩১০ হি.) কর্তৃক রচিত কিতাব আলকুনা ওয়াল আসমা।

(كتاب الكنى والأسماء للدولابى ابى بشر محمد بن احمد)

www.waytojannah.com

১৩. লকব-এর পরিচয়

১. আভিধানিক অর্থ

الألقاب جمع لقب واللقب كل وصف أشعر برفعة او ضعة او مادل على مدح أو ذم -

আলকাব (الألقاب) লকাবুন (لقب)-এর বহুবচন। আর লকব ঐসব গুণাবলীকে বলা হয় যা ব্যক্তির মর্যাদা অথবা অমর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। অথবা যা তার সুনাম কিংবা দুর্নামের ইঙ্গিত বহন করে।

২. এ আলোচনার উদ্দেশ্য : এ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও রাবীদের লকবসমূহ অনুসন্ধান করে তা বিশ্লেষণ করা। যাতে করে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায় এবং তা স্মৃতি পটে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

৩. উপকারিতা : লকব-এর পরিচয় অবগতিতে দু'টি উপকারিতা রয়েছে। যথা,

(ক) লকবকে নাম মনে না করা। একই ব্যক্তির নাম ও লকব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হলে তাঁকে দু ব্যক্তি ধারণা না করা।

(খ) যে কারণে রাবীকে উক্ত লকবে ভূষিত করা হয়েছে তার কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ফলে তখন ঐসব লকবের প্রকৃত রহস্যের সন্ধান লাভ করা যায়, যা অধিকাংশ সময় প্রকাশ্য অর্থের বিপরীতার্থ প্রকাশ করে থাকে।

৪. প্রকারভেদ : লকব দু'প্রকার। যথা,

(ক) যে লকব ব্যক্তির নিকট অপছন্দনীয় তা দিয়ে তাঁর পরিচয় দেওয়া অবৈধ (নাজায়েয)।

(খ) যে লকব ব্যক্তির নিকট পছন্দনীয় তা দিয়ে তাঁর পরিচয় দেওয়া জায়েয।

৫. উদাহরণ

(১) আদ্‌দাল্ল (الضال) : এটা মু'আবিয়া ইবনে আবদুল কারীম এর লকব। মক্কার রাস্তা ভুলে যাওয়ার কারণে তাঁকে এ লকব (উপাধি) দেয়া হয়।

(২) আযযঈফ (الضعيف) : এটি আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ আযযঈফ-এর লকব। শরীরিক দুর্বলতার কারণে তাঁকে এ লকব দেয়া হয়েছে, হাদীসে দুর্বলতার কারণে নয়। আবদুল গনী ইবনে সাঈদ বলেছেন,

এ দু'জন সম্মানিত ব্যক্তিকে দু'টি অমর্যাদাকর লকব আদ্‌দাল ও আযযঈফ প্রদান করা হয়েছে।

www.waytojannah.com

(৩) গুনদুর (غـنـدر) : হিজাসবাসীদের নিকট এর অর্থ হচ্ছে শোরগোল কারী। এটি মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর আলবাসারী এর লকব। তাঁকে এ লকব দেওয়ার কারণ এই যে, ইবনে জুরাইজ একদা বসরায় আসেন এবং হাসান বাসরীর নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেন। এতে বাসরাবাসীরা বেশ শোরগোল করে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শোরগোল করেন মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর। তখন ইবনে জুরাইজ তাকে বললেন, হে গুন্দুর! চুপ কর।

(৪) গুন্‌জার (غـنـجـار) : এটা ঈসা ইবনে মূসা তাইমীর লকব। তাঁর দু'টি গাল লাল ছিল তাই তাঁকে এ লকব দেওয়া হয়েছে।

(৫) সায়িকাহ (صـاعـقـة) : এটি মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আলহাফিয-এর লকব। ইমাম বুখারী (র)ও তাঁর কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কারণে তাঁকে এ লকব প্রদান করা হয়েছে।

(৬) মুশ্‌তাদানা (مـشـتـدانـه) : এটি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর আল উমাবীর লকব। এটি ফার্সী শব্দ। এর অর্থ মিসকের দানা বা মিশকের পাত্র।

(৭) মুতাইয়ান (مـطـيـن) : এটি আবূ জা'ফর আল হাযামীর লকব। তাঁকে এ লকবে ভূষিত করার কারণ এই যে, তিনি বাল্যকালে বালকদের সাথে পানিতে খেলা করতেন এবং তাঁর পিঠে কাঁদা মাটি লেগে থাকতো। এতে তাঁর শিক্ষক আবূ নাঈম তাঁকে বলতেন, يـامـطـيـن لـم لا تـحـضـر مـجـلـس الـعـلـم ـ

হে মুতাইয়ান, তুমি ইলমের দরসের মজলিসে উপস্থিত হওনা কেন?

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : মুতাকাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী) ও মুতাআখখরীন (পরবর্তী) উলামায়ে কিরাম এর অনেকেই এ বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে সর্বোত্তম সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ হলো হাফিয ইবনে হাজার রচিত নুযহাতুল আলবাব।

(نـزهـة الالـبـاب لـلـحـافـظ ابـن حـجـر)

১৪. পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পৃক্ত রাবীগণের পরিচয়

১. এ আলোচনার উদ্দেশ্য : এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো ঐসব রাবীদের পরিচয় জানা, যাঁরা পিতা ছাড়া অন্যের সাথে পরিচিতির ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত। তিনি নিকটাত্মীয়ও হতে পারেন। যেমন, মা অথবা দাদার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। অথবা কোন অপরিচিত ব্যক্তিও হতে পারেন। যেমন, কোন অপরিচিত ব্যক্তি রাবীর অভিভাবক হওয়া ইত্যাদি। রাবীর পরিচয় জানার পর তাঁর পিতার পরিচয় জানা দরকার।

www.waytojannah.com

২. উপকারিতা : রাবীগণের নিসবাত (সম্পৃক্ততা) তাঁদের পিতার দিকে করার সময় বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ার কারণে ভিন্ন রাবীর ধারণা সৃষ্টি হয় না।

৩. প্রকারভেদ ও উদাহরণ

(১) মায়ের সাথে সম্পৃক্ত রাবী : যেমন মু'আয, মুআওয়ায এবং আউয। এঁরা তিনজনই তাঁদের মা আফরা এর নামে পরিচিত। তাঁদের পিতার নাম ছিল হারিস। অনুরূপভাবে বিলাল ইবনে হামামাহ। তাঁর পিতার নাম হলো রাবাহ।

মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়্যাহ, তাঁর পিতার নাম আলী ইবনে আবী তালিব।

(২) যাঁরা দাদী ও নানীর সাথে সম্পৃক্ত : এটা সরাসরি হোক কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে। যেমন, ইয়ালী ইবনে মুনাইয়া, এখানে মুনাইয়া ইয়ালীর দাদী। বাশীর ইবনে খাসাসিয়্যাহ তাঁর তৃতীয় স্তরের দাদী এবং তাঁর পিতার নাম হলো মা'বাদ।

(৩) যাঁরা দাদার সাথে সম্পৃক্ত : যেমন আবূ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ। তাঁর নাম হলো আমির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ। আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর নাম হলো আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল।

(৪) বিশেষ কোন কারণে যারা পরিচিত কারো সাথে সম্পৃক্ত : যেমন মিকদাদ ইবনে আমর আলকিনদী। তাঁকে মিকদাম ইবনে আসওয়াদ বলা হয়ে থাকে। কেননা তিনি আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুছ এর নিকট লালিত-পালিত হন। অতঃপর তিনি তাঁকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : এ বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। তবে রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষত যেসব গ্রন্থ সবিস্তারে লেখা হয়েছে তাতে প্রত্যেক রাবীর নসব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৫. প্রকাশ্যের পরিপন্থী নসব-এর পরিচয়

১. ভূমিকা : এমন অনেক রাবী আছেন যাঁরা কোন স্থান, গাযওয়াহ, গোত্র অথবা বিশেষ কোন পেশার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে পরিচিত। কিন্তু বাহ্যত এর দ্বারা যা বুঝা যায় প্রকৃতপক্ষে সেটা উদ্দেশ্য নয়। বরং বাস্তবতা হচ্ছে এই, যেমন, কোন স্থানে তাদের অবতরণ কিংবা বিশেষ কোন পেশার লোকদের সাথে তাঁদের অধিক ওঠা-বসা ইত্যাদির কারণে তাঁরা তাঁদের প্রকৃত নসব ছাড়া ঐ নসবে পরিচিত হয়ে ওঠেছেন।

২. উপকারিতা : এ বিষয়ে আলোচনার উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে প্রকৃত সত্য জানা যায় যে, এটা রাবীর প্রকৃত নসব নয়। বরং উপরোল্লিখিত কারণসমূহের যে কোন একটি কারণে তাঁকে এ নসবে ভূষিত করা হয়েছে। তাছাড়া ঐ কারণটি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়, যে কারণে রাবীকে ঐ বিশেষ নসবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

www.waytojannah.com

৩. **উদাহরণ** : (১) আবূ মাসউদ আলবাদরী : তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি ঐ স্থানে অবতরণ করেছিলেন তাই তাঁকে বদরের দিকে নিসবত করে আলবাদরী বলা হয়েছে।

(২) ইয়াযীদ আলফাকীর : প্রকৃতপক্ষে তিনি ফাকীর ছিলেন না। বরং তার মেরুদণ্ডে ফাকার (তলোয়ার) এর আঘাত লেগেছিল।

(৩) খালিদ আলহায্যা (خالد الحذاء) : প্রকৃতপক্ষে তিনি হায্যা (মুচী) ছিলেন না বরং অধিকাংশ সময় মুচীদের সাথে তাঁর ওঠা-বসা হতো।

৪. **এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী** : আল আনসাব, এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, ইমাম সামআনী (كتاب الأنساب للسمعانى)। ইবনুল আমীর এই গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করে নাম দিয়েছেন, আল্লুবাবু ফী তাহযীবিল আনসাব (اللباب فى تهذيب الأنساب)। অতঃপর ইমাম সুয়ূতী পুনরায় এ গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করে নাম দিয়েছেন লুববুল লুবাব (لب اللباب)

১৬. রাবীগণের জীবন-ইতিহাস পরিচিতি

১. **সংজ্ঞা**

(ক) আভিধানিক অর্থ

তাওয়ারীখ (تواريخ) তারীখ (تاريخ) এর বহুবচন, এটি আরাখা (ارخ) এর মাসদার। সহজ করার জন্য তারীখ (تأريخ) এর হামযাহ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

هو التعريف بالوقت الذى تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها - রাবীর জন্ম মৃত্যু অথবা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার দিনক্ষণ ইত্যাদি সংরক্ষণ করে তা বর্ণনা করাকে পরিভাষায় তাওয়ারীখুর রুওয়াত বলা হয়।

২. **ইলমুল হাদীসে (হাদীস শাস্ত্রে) এর অর্থ** : ইলমুল হাদীসে এর অর্থ হলো, রাবীদের জন্ম তারিখ, তাঁদের শিক্ষকদের নিকট থেকে হাদীস শোনা, কোন শহরে তাঁদের আগমনের সময় এবং তাঁদের মৃত্যুর তারিখ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

৩. **এর গুরুত্ব ও উপকারিতা** : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুফিয়ান ছাওরী বলেন, যখন বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলা আরম্ভ করলো তখন থেকে আমরা তারিখ ব্যবহার করা শুরু করলাম। এর উপকারিতা হচ্ছে যে, এর মাধ্যমে সনদের মুত্তাসিল অথবা

মুনকাতি হওয়া বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। কেননা এমনও দেখা গিয়েছে যে, একটি কওম বা সম্প্রদায় (স্তর) অন্য আর একটি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করার দাবী করেছে। অথচ ইতিহাস বিশ্লেষণ করার পর প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁদের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ঐ সম্প্রদায় তাঁদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করার এ দাবী করেছে।

৪. ঐতিহাসিক উদাহরণ

(ক) একথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দু'জন প্রখ্যাত সাথী আবু বকর ও উমর (রা)-এর বয়স ছিল তেষট্টি (৬৩) বছর।

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন, ১১ হি. সনের ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার পূর্বাহ্নে।

(২) হযরত আবু বকর (রা) ১৩ হি. সনের জুমাদা আল উলা (জামাদিউল আউয়াল) মাসে ইন্তিকাল করেন।

(৩) হযরত উমর (রা) ইন্তিকাল করেছেন, হি. ২৩ সনের যিলহাজ্জ মাসে।

(৪) হযরত উসমান (রা) শহীদ হয়েছেন ৩৫ হি. সনের যিলহাজ্জ মাসে।

(৫) হযরত আলী (রা) শহীদ হয়েছেন ৪০ হি. সনের রমাদান মাসে তেষট্টি (৬৩) বছর বয়সে।

(খ) এমন দু'জন সাহাবী আছেন, যাঁরা ষাট (৬০) বছর জাহিলিয়্যাতে অতিবাহিত করেছেন এবং ষাট (৬০) বছর ইসলামে। এঁরা উভয়েই ৫৪ হি. সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। তাঁরা হলেন, (১) হাকীম ইবনে হিযাম এবং (২) হাস্‌সান ইবনে সাবিত।

(গ) চার ইমাম

	জন্ম	মৃত্যু
১. নু'মান ইবনে সাবিত (আবূ হানীফা) :	৮০ হি. সন	১৫০ হি. সন
২. মালিক ইবনে আনাস :	৯৩ হি. সন	১৭৯ হি. সন
৩. মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশশাফিঈ :	১৫০ হি. সন	২০৪ হি. সন
৪. আহমাদ ইবনে হাম্বল :	১৬৪ হি. সন	২৪১ হি. সন

www.waytojannah.com

Contents

(খ) সিহাহ সিত্তাহগ্রন্থ প্রণেতাগণ

	জন্ম	মৃত্যু
১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী :	১৯৪ হি.	২৫৬ হি.
২. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নীসাপুরী :	২০৪ হি.	২৬১ হি.
৩. আবূ দাউদ আসসিজিস্তানী :	২০২ হি.	২৭৫ হি.
৪. আবূ ঈসা আত্তিরমিযী[২২৪] :	২০১ হি.	২৭৯ হি.
৫. আহমাদ ইবনে শু'আইব আন-নাসাই :	২১৪ হি.	৩০৩ হি.
৬. ইবনে মাজাহ আলকাযভিনী :	২০৭ হি. :	২৭৫ হি.

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) আল-ওয়াফিয়্যাহ, এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, ইবনে যাবার মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদুল্লাহ আররাবয়ী মুহাদ্দিসে দিমাশকী। মৃত্যু ২৭৯ হি كتاب الوقيات لابن زبر محمد بن عبيد الله الربعبى محدث دمشق

(খ) উল্লেখিত গ্রন্থের উপর কয়েকজন প্রখ্যাত আলিম টীকা সংযোজন করেছেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে, ইমাম আল কাত্তানী, আল-আক্‌ফানী ও আল ইরাকী প্রমুখ।

১৭. ত্রুটি দেখা দিয়েছে এমন সিকাহ রাবীগণের পরিচয়

১. আল্-ইখতিলাত (الاختلاط)-এর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

الإختلاط لغة فسا دالعقل يقال اختلط فلان اى فسد عقله كما فى القاموس -

ইখতিলাত-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আকল বিনষ্ট হওয়া। যেমন বলা হয়ে থাকে ইখতালাতা ফুলানুন অর্থাৎ অমুকের জ্ঞান বুদ্ধি (আকল) বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে।

খ. পারিভাষিক অর্থ

فساد العقل - او عدم انتظام الأقوال بسبب خرف اوعمى او احتراق كتب او غير ذلك -

অধিক বয়স অথবা দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়ার কারণে কিংবা পুস্তকাদি ধ্বংস হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাওয়া অথবা কথাবার্তা বিকৃত হয়ে যাওয়াকে পরিভাষায় ইখতিলাত বলা হয়।

---

২২৪. ইমাম তিরমিযীর জন্ম তারিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক কোন নির্দিষ্ট সন উল্লেখ না করে লিখেছেন যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর জন্ম হয়েছে। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, তিনি ২০৯ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেছেন। এর জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম জাসূস রচিত শারিহুশ শামায়িল (شارح الشمائل)।

www.waytojannah.com

Contents

২. মুখতালিত-এর প্রকারভেদ

(ক) অধিক বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে আকল বিনষ্ট হওয়া। যেমন, আতা ইবনে সায়িব আস্‌সাকাফী আল কূফী।

(খ) দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে মুখতালিত (আকল বিনষ্ট) হওয়া। যেমন, আবদুর রাযযাক ইবনে হামাম আস্‌সানআনী। তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মুখতালিত হয়ে গিয়েছিলেন।

(গ) অন্যান্য কারণে মুখতালিত হওয়া। যেমন, পুস্তকাদি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে আবদুল্লাহ ইবনে লুহাইআ আলমিস্‌রী এর আকল বিনষ্ট হয়েছিল।

৩. মুখতালিত রাবীর রিওয়ায়াত এর হুকুম :

(ক) ইখতালাত-এর পূর্বের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য।

(খ) আর ইখতিলাত এর পরের রিওয়ায়াত এবং ঐসব রিওয়ায়াত যার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে যে এটা ইখতিলাত এর পূর্বের না পরের তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. গুরুত্ব ও উপকারিতা : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে সিকাহ রাবীর ইখতিলাত-এর পূর্বের ও পরের রিওয়ায়াতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হয় এবং পরের রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যান করা যায়।

৫. শাইখান তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে মুখতালাত রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন কি?

হ্যাঁ, তাঁরা এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা বলে দিয়েছেন যে, এটি ইখতিলাত এর পূর্বের রিওয়ায়াত।

৬. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী : অনেক আলিম-ই এ বিষয়ের উপর বেশ কিছু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন আল আলায়ী ও আল হাযিমী প্রমুখ উলামায়ে কিরাম। এ সব গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো হাফিয ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ সাবাত ইবনুল আজামী (মৃত্যু ৮৪১ হি.) রচিত আলইগ্‌তিবাতু বিমান রামা বিল ইখতিলাত।

الاغتباط بمن رمى بالاختلاط للحافظ ابراهم بن محمد سبط ابن العجمي -

১৮. উলামায়ে কিরাম ও রাবীদের বিভিন্ন স্তরের পরিচয়

১. তাবাকা (طبقة) এর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ : القوم المتشابهون - সাদৃশ্যপূর্ণ সম্প্রদায়।

(খ) পারিভাষিক অর্থ : قوم تقاربوا فى السن والإسناد أو فى الإسناد فقط -

এমন শ্রেণীর লোক যাঁরা বয়স এবং সনদ অথবা শুধু সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পর নিকটবর্তী।[২২৫]

২২৫. দেখুন : তাদরীবুর রাবী ২য় খ. পৃ. ৩৮১।

www.waytojannah.com

সনদের মধ্যে পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা স্তরের রাবীগণের শাইখ বা উস্তাদ অপর একটি শ্রেণীরও শাইখ বা উস্তাদ হওয়া অথবা তাদের সমসাময়িক হওয়া।

২. উপকারিতা

(ক) এ বিষয়ে অবগত হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা রাবীদের নাম, উপনাম অথবা অন্য কোন ব্যাপারে পারস্পরিক সাদৃশ্যের মিশ্রণ থেকে বেঁচে থাকা যায়। কোন কোন সময় দু'জ নরাবীর একই নাম হয়ে থাকে তখন একজনকে অন্যজন মনে করা হয়। এমতাবস্থায় তাঁদের উভয়ের স্তর সম্পর্কে জানা থাকলে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

(খ) আন্‌আনাহ্ (عنعنه) রিওয়ায়াতের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া যায়।

৩. কোন কোন সময় এরূপ হয় যে, দু'জন রাবী এক দৃষ্টিকোণ থেকে এক স্তরের সাথে সম্পৃক্ত এবং অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দু'স্তরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন আনাস ইবনে মালিক (রা) এবং অনুরূপ আরো বয়োকনিষ্ঠ সাহাবী। এঁরা এক দৃষ্টিকোণ থেকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারাদের স্তরের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ তাঁরা সবাই সাহাবী ছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সব সাহাবায়ে কিরামই একই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। আর অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রে ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দশটির অধিক স্তর (তাবকাহ) রয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে সাহাবীদের পরিচয় পর্বে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তখন আনাস ইবনে মালিক এবং তাঁর অনুরূপ আরো অন্যান্য বয়োকনিষ্ঠ সাহাবীগণ আশারায়ে মুবাশ্‌শারাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

৪. এ বিষয়ে গবেষকের করণীয় কি?

ইলমে তাবাকাত সম্পর্কে বিশ্লেষণকারীর কর্তব্য হলো রাবীগণের জন্ম তারিখ এবং মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া। এছাড়া তাঁদের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে।

৫. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(১) আত্‌তাবাকাতুল কুবরা, এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইবনে সা'দ।
الطبقات الكبرى لابن سعد -

(২) তাবাকাতুল কুররা, এ গ্রন্থের লেখক হলেন আবূ আমর আদ্‌দানী।
طبقات القراء لأبى عمر الدانى -

(৩) তাবাকাতুশ্ শাফিআহ্ আলকুবরা, এর প্রণেতা আবদুল ওয়াহাব আস্‌সুবকী।
طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكى -

(৪) তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায, এ গ্রন্থের লেখক হলেন, ইমাম যাহাবী।
تذكرة الحفاظ للذهبى -

www.waytojannah.com

Contents

১৯. আযাদকৃত রাবী এবং আলিমগণের পরিচয়

১. মাওলা (المولى) এর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

الموالى جمع مولى والمولى من الأضداد فيطلق على المالك والعبد والمعتق والمعتق -

আরবী মাওয়ালী (الموالى) মাওলা (مولى) এর বহুবচন। এটি পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দ। কখনো মনিবের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয় আবার কখনো দাসের ক্ষেত্রে। কখনো আযাদ কারীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো আযাদকৃত দাসের ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[২২৬]

(খ) পারিভাষিক অর্থ

هو الشخص المخالف او المعتق أو الذى اسلم على يدغيره -

পরিভাষায় মাওলা বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ আছেন অথবা আযাদকৃত কিংবা যিনি অন্য কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

২. মাওয়ালী এর প্রকারভেদ : মাওয়ালী তিন প্রকার। যথা,

(১) মাওলাল হিলফ (مولى الحلف), যেমন, ইমাম মালিক ইবনে আনাস আল আসবাহী আততাইমী। তিনি বংশগতভাবে আসবাহী এবং চুক্তিবদ্ধ হিসেবে তাইমী। কেননা তাঁর নিজ সম্প্রদায় আসবাহ কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল।

(২) মাওলাল আতাকাহ (المولى العتاقة), যেমন আবুল বুখতারী তাঈ তাবেঈ। তাঁর নাম হলো সাঈদ ইবনে ফীরুয। তিনি তাঈ বংশের আযাদকৃত ছিলেন। কেননা তাঁর মনিব যিনি তাঁকে আযাদ করেছেন, তিনি ছিলেন তাঈ বংশের।

(৩) মাওলাল ইসলাম (المولى الاسلام), যেমন মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল্ বুখারী আলজুফী। তাঁর দাদা মুগীরাহ ছিলেন অগ্নি উপাসক। তিনি ইয়ামান ইবনে আখনাস আলজুফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণেই তাঁকে জুফীর দিকে নিসবাত করা হয়ে থাকে।

৩. উপকারিতা : এর মাধ্যমে সংমিশ্রনের আশংকামুক্ত হওয়া যায়। আর এটাও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কে কোন্ গোত্রের সাথে বংশগত ভাবে সম্পর্কিত, আর কে চুক্তিবদ্ধ হিসেবে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে ঐ দু'জন রাবীর মধ্যেও পার্থক্য নিরূপণ করা যায় যাঁরা একই গোত্রের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু একজন বংশগতভাবে আর অপরজন চুক্তিবদ্ধভাবে।

৪. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : এ বিষয়টির উপর শুধু আবু আমর আলকিন্দী মিসর বাসীদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

২২৬. দেখুন : আলকামূস ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৪।

www.waytojannah.com

২০. সিকাহ ও দুর্বল রাবীগণের পরিচয়

১. সিকাহ ও যঈফ-এর সংজ্ঞা

(ক) আভিধানিক অর্থ

الثقة لغة المؤتمن والضعيف ضد القوى - ويكون الضعف حسيا ومعنويا -

সিকাহ্ (الثقة) এর আভিধানিক অর্থ বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য। আর যঈফ (দুর্বল) এটি সবল এর বিপরীতার্থক শব্দ। আর এ দুর্বলতা কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় আবার কখনো হয় না।

(খ) পারিভাষিক অর্থ

الثقة : هو العدل الضابط والضعيف هو اسم عام يشمل من فيه طعن فى ضبطه او عدالته -

পূর্ণ সংরক্ষণশক্তি ও আদালাতসম্পন্ন রাবীকে সিকাহ বলা হয়। আর যঈফ শব্দটি আম বা ব্যাপকার্থক। কারণ এমন সব রাবীই এর অন্তর্ভুক্ত যাঁর আদালাত ও যবত (সংরক্ষণ শক্তি)-এর ত্রুটি সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে।

২. গুরুত্ব ও উপকারিতা : এটি ইলমুল হাদীসের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এর মাধ্যমেই সহীহ্ হাদীস ও যঈফ হাদীসের পরিচয় জানা যায়।

৩. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী ও এর প্রকারভেদ

(ক) শুধু সিকাহ রাবী সম্বলিত গ্রন্থ : যেমন, ইবনে হিব্বান রচিত আসসিকাহ গ্রন্থ (الثقات لا بن حبان)। আজালী রচিত আসসিকাত গ্রন্থ (الثقات للعجلى)।

(খ) শুধু যঈফ রাবী সম্বলিত গ্রন্থ : এ বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারী, নাসাঈ, উকাইলী ও দারাকুতনী প্রমুখ কর্তৃক রচিত আদদুআফা গ্রন্থ। এছাড়া ইবনে আদী রচিত আলকামিলু ফিদ্দু আফা (الكامل فى الضعفاء لا بن عدى) এবং ইমাম যাহাবী রচিত আলমুগনী ফিদ্দু'আফা (المغنى فى الضعفاء للذهبى) গ্রন্থদ্বয়ও এ বিষয়ের উপর রচিত।

(গ) সিকাহ্ এবং যঈফ উভয় প্রকার সম্বলিত গ্রন্থ : এ বিষয়ের উপরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারী রচিত তারীখুল কাবীর (تاريخ الكبير) ইবনে আবূ হাতিম রচিত আলজারহু ওয়াততাদীল (الجرح والتعديل لا بن ابى حاتم) এটি রাবীদের জীবনী সম্বলিত একটি সাধারণ গ্রন্থ। হাদীস গ্রন্থের মধ্যে

www.waytojannah.com

Contents

রাবীদের জীবনী সম্বলিত বিশেষ কিছু গ্রন্থও রচিত হয়েছে। যেমন, আবদুল গনী আলমাকদেসী রচিত আলকামালু ফি আসমায়ির রিজাল (الكمال فى اسماء الرجال لعبد الغنى المقدسى) ইমাম মিযযী, যাহাবী, ইবনে হাজার এবং খায্‌রাজী প্রমুখ উলামায়ে কিরাম এ গ্রন্থখানির সুবিন্যস্ত রূপ দান করেছেন।

২১. রাবীগণের জন্মস্থান ও দেশের পরিচয়

১. এ আলোচনার উদ্দেশ্য : আলআওতান (الأوطان) ওয়াতন (وطن)-এর বহু বচন। এর অর্থ ঐ ভূ-খণ্ড যেখানে কোন মানুষ জন্মগ্রহণ করে অথবা বসবাস করে। আর বুলদান (البلدان) এটি বালাদুন (بلد) এর বহুবচন। আর বালাদ ঐ শহর অথবা গ্রামকে বলা হয়, যেখানে কোন মানুষ জন্মগ্রহণ করে অথবা বসবাস করে।

এখানে এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, রাবীদের জন্মস্থান অথবা তাঁদের আবাসস্থানের পরিচয় জানা।

২. উপকারিতা : এর উপকারিতা এই যে, দু'টি ভিন্ন দেশ অথবা শহরের এমন দু'জন রাবী যাঁদের নাম এক ও অভিন্ন। দেশের পরিচয়ের মাধ্যমে এরূপ দু'জনরাবীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। হাফিযে হাদীসগণ ব্যবহার পদ্ধতি ও গ্রন্থ প্রণয়নে এর প্রয়োজনীয়তা অধিক হারে উপলব্ধি করে থাকেন।

৩. আরব এবং অনারবগণ কিভাবে পরিচিত হতেন?

প্রাচীনকালে আরবগণ তাঁদের গোত্রের মাধ্যমে পরিচিত হতেন কেননা তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন যাযাবর। এজন্য আবাস স্থানের চেয়ে গোত্র পরিচয়ই তাঁদের নিকট অধিক গ্রহণীয় ছিল।

অতঃপর ইসলাম আগমনের পর তাঁদের মধ্যে শহর অথবা গ্রামে বসবাস করার প্রবণতা বেড়ে যায়। এরপর থেকে শহর অথবা গ্রামের নামে তাঁরা পরিচিত হতে থাকেন।

(খ) আর অনারবগণ প্রাচীনকাল থেকেই তাঁদের নিজ নিজ শহর অথবা গ্রামের নামে পরিচিত হয়ে আসছিলেন।

৪. শহর পরিবর্তনকারীর পরিচয় জানবার উপায় কী?

(ক) শহর পরিবর্তনকারীর উভয় শহরের বিবরণ দিতে হলে প্রথমে তিনি যে শহরে অবস্থান করেছেন, তার পরিচয় প্রথম উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় শহরের নাম উল্লেখ করতে হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হলো, দ্বিতীয় শহরের নাম

www.waytojannah.com

উল্লেখের পূর্বে ছুম্মা (বা অতঃপর ثم) শব্দটি সংযোজন করে দেওয়া। সুতরাং কেউ যদি হালাব শহর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় স্থানান্তরিত হয়ে থাকেন, তবে সেক্ষেত্রে বলতে হবে ফুলানুন আল্‌হালাবী ছুম্মাল মাদানী (فلان الحلبى ثم المدنى) অমুক হালাবের অধিবাসী ছিলেন অতঃপর মদীনার। অধিকাংশ আলিম এ পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন।

(খ) আর উভয় শহরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে না চাইলে যে কোন একটি শহরের নাম উল্লেখ করতে হবে। তবে এটির প্রচলন কম।

৫. কোন শহরের অধীন গ্রামের অধিবাসীর পরিচয় প্রদানের পদ্ধতি

(ক) ঐ গ্রামের নামে তাঁর পরিচয় দেওয়া যাবে।

(খ) ঐ গ্রামটি যে শহরের অধীন সে শহরের নামে তার পরিচয় দেওয়া যাবে।

(গ) ঐ শহরটি যে স্থানে অবস্থিত ঐ এলাকার নামেও তাঁর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি আলবাব নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর আলবাব হলো হালাব শহরের অধীন একটি গ্রামের নাম। আর হালাব হলো সিরিয়া (শাম)-এর অন্তর্ভুক্ত একটি এলাকার নাম। এখন ঐ ব্যক্তির পরিচয় প্রদানের সময় তাঁকে আলবাবী, হালাবী অথবা শামী (সিরিয়াবাসী) বলা যেতে পারে।

৬. কত বছর অবস্থান করলে কোন ব্যক্তিকে সেই শহরের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়?

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক-এর অভিমত অনুযায়ী চল্লিশ বছর।

৭. এ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

(ক) সামআনীর আল্‌আনসাব (الأنساب) গ্রন্থটিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কেননা তিনি এতে রাবীদের বংশ ও দেশ ইত্যাদি প্রসংগে আলোচনা করেছেন।

(খ) ইবনে সা'দও তাঁর আত্‌তাবাকাতুল কুবরা (الطبقات الكبرى لابن سعد) গ্রন্থে রাবীদের দেশ ও শহর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটাই এ গ্রন্থের সর্বশেষ কথা। দরূদ ও সালাম রাসূল (সা)-এর উপর আর তাবৎ প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সুমহান দরবারে।

www.waytojannah.com

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত ইলমে হাদীসের পরিভাষাসমূহ

এ পর্বে অত্র গ্রন্থে আলোচিত ইলমে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহ আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো হলো এবং সাথে সাথে এর উচ্চারণ ও ইংরেজী অনুবাদ ভাবার্থ দেয়া হলো। (অনুবাদক)

পরিভাষা Terminology	উচ্চারণ Pronounciation	ইংরেজি অনুবাদ English translation
الإتصال	আলইত্তিসাল	Connection
أثر	আসার	Report
إجازة	ইজাযাত	Permission
أحاد	আহাদ	Alterted only sparingly
إرسال	ইরসাল	Incomeplete naming of transmitters
إسناد	ইসনাদ	Chain of transmitters
الإسناد العالى	আলইসনাদুল আলী	Shorter Chain of transmitters
الإسناد النازل	আল ইসানাদুন নাযিল	Longer Chain of transmitters
إعتبار	ই'তিবার	Transition of other Chain
أقران	আকরান	Equals
القاب	আলকাব لـقـب-এর বহুবচন	Title
إنقطاع	ইনকিতা	Separation
بدعة	বিদা'আত	Innovation
تابعين	তাবিঈন	Successor of the companious of the prophet (S.A.W)
تحمل الحديث	তাহাম্মুলুল হাদীস	Receiving of Hadith
تدليس	তাদলীস	Deceit
ثقة	সিকাহ	Reliable
جرح	জারাহ	Lack of integrity
حديث	হাদীস	Tradition/The report of the words, and deed, approvals and disapproval of the prophet (SAW)
الحديث القدسى	আলহাদীসুল কুদসী	Pinime saying of Allah in the word of Holy Prophet (SAW)
	হাসান	Agreeable

পরিভাষা Terminology	উচ্চারণ Pronounciation	ইংরেজি অনুবাদ English translation
حسن لذاته	হাসান লিযাতিহী	Agreeable by itself
حسن لغيره	হাসান লিগাইরিহী	Agreeable by owing to the existence of others
الخبر	আল খবর	Report
راوى	রাভী	Narrrator
رواة	রুওয়াত راوى-এর বহুবচন	
زيادات	যিয়াদাত	Additions
سابق	সাবিক	Predecessor
سماع الحديث	সামাউল হাদীস	Listening to the Hadith
السنة	আস্‌সুন্নাত	Way of life of the Holy Prophet (SAW)
سند	সানাদ / সনদ	Chain of Transmitters
سوء الحفظ	সুউল হিফায	Inaccuraoy of Memory
شاذ	শায	Alone
شاهد	শাহিদ	Supporter
صحابى	সাহাবী	Companion of the Prophet (SAW)
صحيح	সহীহ	Authentic
صحيح لذاته	সাহীহ লিযাতিহী	Authentic by itself
صحيح لغيره	সহীহ লিগাইরিহী	Authentic by owing to prerence of others.
صيغ الأداء	সিয়াগুল আদা	Words used for narration of the Hadith
ضبط	যাবত	Accurate memory
ضعيف	দঈফ	Week
عدالة	আদালাত	Reliability of transmitter
عزيز	আযীয	Strong

পরিভাষা Terminology	উচ্চারণ Pronounciation	ইংরেজি অনুবাদ English translation
العلة	আল ইল্লাত	Defect
غريب	গারীব	Rare
فرد	ফারদ	Single
كنى	কুনা كنية-এর বহুবচন	Patronymic
لاحق	লাহিক	Attached
لقب	লাকাব / লকব	Title
مبهم	মুবহাম	Obscure
متابع	মুতাবি	Concurring
متروك	মাতরূক	Abandoned
متشابه	মুতাশাবিহ	Similar
متصل	মুত্তাসিল	Unbroken chain of transmitters
متفق	মুত্তাফাক্ব	Agreed upon
متن	মতন	Text
متواتر	মুতাওয়াতির	Recurrent
محرف	মুহাররাফ	Interposed
محفوظ	মাহফুয	Secured
محكم	মুহকাম	Strengthened
مختلف	মুখতালিফ	Different
مدبج	মুদাব্বাজ	Embelliohed
مدرج	মুদরাজ	Inserted
مدلس	মুদাল্লাস	With canceled evidence
مدلس	মুদাল্লিস	Aproducer of cancled evidence
مردود	মারদুদ	Rejected
مرسل	মুরসাল	Incompletely transmitted

www.waytojannah.com

পরিভাষা Terminology	উচ্চারণ Pronounciation	ইংরেজি অনুবাদ English translation
مرفوع	মারফূ	Elevated upto the prophet (S.A.W)
مستفيض	মুস্তাফিয	Widespread
مسلسل	মুসালসাল	Continuous
مسند	মুসনাদ	Transmitted with complete chain
مشهور	মাশহুর	Wellknown
مصحف	মুসাহহাফ	Distorted
مضطرب	মুযতারিব	Shaky
معروف	মারূফ	Familiar
معضل	মুদাল	Proplematic
معلق	মুআল্লাক	Hanging
معلل	মুআল্লাল	Defective
معنعن	মুআনআন	A hadith narrated with word "an" Scattered
مفترق	মুফতারিক	
مقبول	মাকবূল	Admitted
مقطوع	মাকতূ	Cut-off
مقلوب	মাকলুব	Inverted
منسوخ	মানসুখ	Abrogated
منقطع	মুনকাতি	Interrupted
منكر	মুনকার	Unfamiliar
موالى	মাওয়ালী مولى-এর বহুবচন	
مؤتلف	মুতালিফ	Similar
موضوع	মাওযূ	Fabricated
موقوف	মাওকূফ	Suspended
مولى	মাওলা	One who librates a slane/A liberated slane
مؤنن	মুআননান	A habith narrated with Anna
مهمل	মুহমাল	Unattended
ناسخ	নাসিখ	Abrogater
وجادة	ভিইজাদাহ	
وحدان	উহদান	Single
وضاع	ওয়াদ্দা	Fabricator of tradition

www.waytojannah.com

Contents

গ্রন্থপুঞ্জী

১. : আল্-কুরআনুল করীম।

২. খতীব আল বাগদাদী : তারীখু বাগদাদ, বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী।

৩. ইমাম সুয়ুতী : তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন নববী, ২য় সং, ১৩৮৫ হি.।

৪. ইমাম নববী : আত্-তাক্‌রীব, ২য় সং, ১৩৮৫ হি.।

৫. ইমাম শাফিঈ : আর-রিসালাহ্, আহমাদ মুহাম্মদ শাকির-এর টীকা সম্বলিত।

৬. আল-কাত্তানী : আর্-রিসালাহ্ আল্-মুস্‌তাতরাফা লি-বায়ানি মাশ্‌হুরি কুতুবিস্-সুন্নাহ্ আল-মুশাররাফাহ, দারুল ফিক্‌র।

৭ ইমাম তিরমিযী : সুনান তিরমিযী মাআ শারহিহী তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী, মিসরীয় সংস্করণ।

৮. ইমাম আবু দাউদ : সুনানু আবী দাউদ, হিন্দুস্তানী সংস্করণ।

৯. ইমাম ইবনে মাজাহ : সুনানু ইব্‌নি মাজাহ্ (মুহাম্মদ ফুআদ আবদুল বাকী টীকা সম্বলিত), ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী কোং লি., ১৩৭২ হি.।

১০. ইমাম দারা কুতনী : সুনানু দারাকুতনী, পরিমার্জন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ্ হাশিম আল-ইয়ামানী আল্-মাদানী।

১১. ইমাম আল-ইরাকী : শারহু আল-ফিয়াতুল ইরাকী।

১২. ইবনে হাজার : ফাত্‌হুল বারী (আবদুল আযীয বিন বায-এর টীকা সম্বলিত), কায়রো, শত্‌বর্ষ আস্‌সালা ফিয়া, ১৩৮০ হি.।

১৩. ইমাম বুখারী : সহীহ্ আল-বুখারী, ১২৯৬ হি.।

১৪. ইমাম মুসলিম : সহীহ্ মুসলিম,মিসরীয় সংস্করণ, ১৩৪৭ হি.।

১৫. ইবনুস সালাহ্ : উলূমুল হাদীস (ড. নূরুদ্দীন আত্তারের টীকা সম্বলিত), মদীনা, আল্-মাকতাবা আল্-ইলমিয়্যাহ্ ১৩৮৬ হি.।

www.waytojannah.com

১৬. ইমাম সাখাবী : ফাতহুল মুগীছ, মদীনা মুনাওয়ারা, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়াহ।

১৭. ফীরুযাবাদী : আল্-কামুস আল-মুহীত, মিসর, আল-মাতবাআতুল আল-মায়মানিয়া।

১৮. খতীত আল-বাগদাদী : আল্-কিফায়াহ, হিন্দুস্তা, দায়িরাতুল মাআরিফ ১৩৫৭ হি.।

১৯. খতীত আল-বাগদাদী : আল্-মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক (পাণ্ডুলিপি)।

২০. হাকিম নীসাপুরী : আল্-মুস্তাদরাক, রিয়াদ, মাকতাবাতুন্ নসর আল-হাদীসাহ্।

২১. হাকিম নীসাপুরী : মা'রিয়াফাতু উলূমিল হাদীস, মাতবাআ আনসারুস্ সুন্নাহ আল্-মুহাম্মাদিয়া, ১৩৬৭ হি.।

২২. ইমাম খাত্তাবী : মা'আলিমুস্ সুনান, মাতবাআ আন্সারুস্ সুন্নাহ আল্-মুহাম্মাদিয়াহ্, ১৩৬৭ হি.।

২৩. ইমাম যাহাবী : মীযানুল ই'তিদাল ফীনাক্দির রিজাল, ঈসা আল্-বাবী আল্-হালাবী, ১৩৮২ হি.।

২৪. ইমাম মালিক : আল্-মুয়াত্তা (মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী টীকা সম্বলিত), ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী এন্ড কোং লি., ১৩৭০ হি.।

২৫. ইবনে হাজার : নুযহাতুন-নাযর শারহু নুখবাতিল ফিক্র, মদীনা মুনাওয়ারা, আল্-মাকতাবা আল্-ইলমিয়্যাহ।

২৬. ইবনে হাজার : নুখবাতিল ফিক্র শারহু নুযহাতিন্ নাযর, মদীনা মুনাওয়ারা, আল্-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ।

ইফা-২০০৯-২০০১০ অ:স:/৪৬৪৭ (উ)-৩২৫০

www.waytojannah.com